লূক ও যোহনের
পরীক্ষা-নিরীক্ষা

পাঠ্য পুস্তিকা ১১

যোহন লিখিত সুসমাচারের মূল ভাবাদি

বেদ পাঠশালা
৬৭ বেরাক্কা রোড, কিল্‌পক
চেন্নাই - ৬০০ ০১০

অধ্যায় ১

লূক লিখিত সুসমাচারের কয়েকটি দৃশ্য

লূক লিখিত সুসমাচারের গ্রন্থকার কোন এক ইহূদী অথবা বারোজন প্রেরিতের এক জন ছিলেন না। তিনি এক গ্রীক ছিলেন, এবং যাঁর উদ্দেশে তিনি এই সুসমাচার লিখলেন, তিনিও এক গ্রীক ছিলেন। বিদ্বান্ জনরা বিশ্বাস করেন, ঘটনার উৎসগুলি জানবার জন্য যীশুর মাতা মরিয়ম, যীশুর ভ্রাতা যাকোব, এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে লূক সাক্ষাৎ করেছিলেন, এবং এর সুবাদে তিনি গবেষণা করলেন ও এই সুসমাচার লিখলেন। পৌল উল্লেখ করলেন, লূক "আমার প্রিয় চিকিৎসক" ও সফরসঙ্গী ছিলেন। নিঃসন্দেহে পৌলের সঙ্গে লূক বিভিন্নস্থানে গেলেন, এবং প্রেরিত পৌলের "মাংসে কন্টক" (২ করিন্থীয় ১২) রোগের উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করলেন। পৌল তাঁর অনুপ্রাণিত পত্রাবলীতে লূকের নাম তিনবার উল্লেখ করেছেন (কলসীয় ৪:১৪; ২ তীমথিয় ৪:১১; ফিলীমন ২৪)।

এছাড়া লূক প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণ পুস্তকের গ্রন্থকার, যে বইটি তিনি পুনরায় থিয়ফিলের উদ্দেশে লিখলেন। যেহেতু এই নামের মানে "ঈশ্বর-প্রেমিক", সুতরাং কয়েকজন বিদ্বান্ মানুষ বিশ্বাস করেন, যে কোনো একজন ঈশ্বর-প্রেমিকের উদ্দেশে এই দুটি বই লেখা হলো, যখন অন্যদের বিশ্বাস, লূকের কাছে থিয়ফিল এক পরিচিত মানুষ ছিলেন।

এই সুসমাচারের গ্রন্থকার এক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সময়ে তিনি এক বৈজ্ঞানিক বিবেচিত হলেন। "আধুনিক ঔষধের পিতা" হিপোক্রেট্স্ অপেক্ষা তিনি বেশি সংখ্যক ঔষধ-সম্পর্কিত শব্দ ব্যবহার করলেন, এবং পৌল সমেত নূতন নিয়মের সকল লেখকের মধ্যে তিনি সেরা গ্রীক ব্যাকরণ (নিয়মাবলী) কাজে লাগালেন। তিনি এক প্রতিভাবান্ লেখক ও অতি যথার্থ ঐতিহাসিক ছিলেন।

যখন পৌলের মিশনারি সফরগুলি লূক লিপিবদ্ধ করছিলেন, "আমরা" ও "তাহারা" সর্বনাম দুটি তিনি আদান প্রদানের ভঙ্গীতে ব্যবহার করলেন। প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণ পুস্তকে উল্লিখিত "আমরা" শব্দ দিয়ে শুরু পরিচ্ছেদগুলি যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করলে মিশনারি সফরগুলিতে লূক কখন্ পৌলের সঙ্গী হয়েছিলেন, আমরা তা জানতে পারবো। করিন্থীয়দের প্রতি পত্রে পৌল লিখলেন, জগতের বিবেচনায় অসংখ্য জ্ঞানীজনদের প্রতি ঈশ্বর পরিত্রাণের আহ্বান দেন নি (১ করিন্থীয় ১:২৬-২৯)। তিনি এবং লূক ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন, যা তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে অন্য ব্যখ্যা হতে পারে।

লূক কুড়িটি অলৌকিক কর্ম লিপিবদ্ধ করেন, যেগুলির মধ্যে থেকে শুধুমাত্র ছয়টি অলৌকিক কর্ম সুসমাচারে সংযোজিত হয়েছে। তিনি তেইশটি ক্ষুদ্র গল্প লিখলেন, যেগুলির কেবল আঠারোটি গল্প তাঁর সুসমাচারে পাওয়া যায়।

লূক লিখিত সুসমাচার অনেকের কাছে প্রিয়, কারণ আমাদের উদ্দেশে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে লূকের ব্যাখ্যা অতি মানবীয়, অত্যধিক সহানুভূতি সম্পন্ন, অত্যন্ত যত্নশীল, এবং আমাদের মানবিকতার সঙ্গে পুরোপুরি মানানসই। এক চিকিৎসক হিসেবে লূকের ছিল এক মহৎ সামাজিক বিবেক, এবং খ্রীষ্টের এমন জীবনী তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন, যাঁর এক মহৎ সামাজিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। মানবীয় স্পর্শে সর্বদা জোরালো ভাব রেখে লূক আমাদের প্রতি বলেছেন, মার্থা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কারণ মধ্যাহ্ন-আহারে অতিথি যীশুর প্রতি যথোপযুক্ত আপ্যায়নের প্রস্তুতিতে মেরী (মরিয়ম) তাঁকে সাহায্য করেন নি (১০:৩৮-৪২)। এক যথার্থ চিকিৎসক লূক তাঁর বিচারশক্তি কাজে লাগিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিলেন, এবং সমবেদনাপূর্ণ অন্তরযুক্ত চিকিৎসক লূক আমাদের জানালেন, প্রভুর দৃষ্টি নির্দিষ্টভাবে পিতরের দৃষ্টিতে নিবদ্ধ হলো, যখন পিতর তাঁর প্রভুকে তিনবার অস্বীকার করলেন, এবং সেই মুহূর্তে মোরগ ডাক দিল (২২:৬০, ৬১)।

লূক লিখিত সুসমাচার জুড়ে যীশুর মানবীয় স্পর্শ আমাদের নজরে পড়ে। এগুলো একত্রিত করলে যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বর্ণনা ও তাঁর মানসিক চিত্র আমরা খুঁজে পাই, যেগুলোর ব্যাপক অবদানের সুবাদে ঈশ্বরের পুত্র ও মনুষ্য পুত্রের সত্যিকার অতীত ও আজকের দিনের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। তৃতীয় সুসমাচারের বাণী হলো ঈশ-মানবের মানবিকতা। জোর দিয়ে বলা যায় যে এই মানুষ, যিনি ঈশ্বর ছিলেন, তিনি আমাদের মাংসিক জীবনের পরিচয় দিলেন।

এক যথার্থ ঐতিহাসিক ও উচ্চমানের লেখক হিসাবে তিনি তাঁর বন্ধু থিয়ফিলের জন্য "এক ধারাবাহিক বিবরণ" তুলে ধরলেন, যাঁর সম্পর্কে আমি নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি, তিনি এক বড় মাপের সুখ্যাতি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন, যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসতেন ও লূকের ভালবাসা পেলেন (১:৩)। নূতন নিয়মের একমাত্র অনুপ্রাণিত ইতিহাস পুস্তকের পরিচিতিতে লিপিবদ্ধরূপে এই তৃতীয় সুসমাচারে তিনি বর্ণনা দিলেন, "যাহা যীশু সেইদিন পর্য্যন্ত সাধন করিতে ও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যে দিনে তিনি আপনার মনোনীত প্রেরিত দিগকে পবিত্র আত্মা দ্বারা আজ্ঞা দিয়া ঊর্ধে নীত হইলেন" (প্রেরিত ১:১, ২)।

এই অনুপ্রাণিত ঐতিহাসিক যীশুর জন্ম ও তাঁর প্রথম ত্রিশ বৎসরের জীবন সম্বন্ধে অন্যান্য সুসমাচার লেখকদের চেয়ে অধিক তথ্য আমাদের জানিয়েছেন। এই নীরবতা ভঙ্গ করতে তাঁর প্রথম দুটি অধ্যায়ে একশো বত্রিশটি পদ নিবেদিত হয়েছে। যীশু তাঁর জন্ম থেকে স্বর্গারোহণ অবধি যা করলেন ও শেখালেন, সেগুলির ঐতিহাসিক সঠিক বিবরণ লূক লিখিত সুসমাচারে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ আছে। অসংখ্য বিদ্বান্ ব্যক্তি বিশ্বাস করেন, এটি এই সুসমাচারের সুনিশ্চিত ও প্রধান পদ, যথা ঃ "কারণ যাহা হারাইয়া গিয়াছিল, তাহার অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন" (লূক ১৯:১০)।

অধ্যায় ২
"বড়দিন সম্বন্ধে চিন্তা"

লূকের লিপি অনুসারে যখন ঈশ্বর মানব ইতিহাসকে বিভক্ত করলেন, এবং এক মানুষ হলেন, তিনি তাঁর মহৎ অলৌকিক কর্মে অংশ নিতে নির্দিষ্ট কয়েক জনকে আমন্ত্রণ দিলেন। যদিও এঁদের সংখ্যা খুব কম, তবুও তাঁদের প্রত্যেকের আদর্শ আমাদের কিছু বিষয় শিক্ষা দেয়।

কুমারী মরিয়ম

গাব্রিয়েল দূত মরিয়মের কাছে এলেন, যিনি এক কুমারী এবং যোষেফ নামে এক পুরুষের প্রতি বাগ্‌দত্তা ছিলেন। গাব্রিয়েল মরিয়মকে একই সংবাদ জানালেন, যেমন সখরিয় যাজককে বলেছিলেন, যিনি যোহন বাপ্তাইজকের পিতা হয়েছিলেন, তাঁকে বলা হলো, ঈশ্বর এক মানুষ হতে চলেছেন। দূতের বাণী যাজক বিশ্বাস করেন নি, এবং তাঁর অবিশ্বাস হেতু দূত তাঁকে বললেন, তুমি মূক হয়ে থাকবে, এবং এই ঘটনা যতদিন না ঘটে, ততদিন পর্যন্ত এই মহৎ অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলতে পারবে না। গাব্রিয়েল দূত মরিয়মকে বললেন, "তুমি গর্ভবতী হবে ও ঈশ্বরের পুত্রকে তোমার গর্ভে ধারণ করবে"। মরিয়ম দূতকে শুধালেন ঃ "ইহা কিরূপে হইবে? আমি ত পুরুষকে জানি না!" (১:৩৪)।

যদিও দূতের কাছে মরিয়ম প্রশ্ন রাখলেন, এক কুমারী কিভাবে সন্তানের জন্ম দেবে, তবুও তাঁর সাড়াদানে সখরিয়ের অবিশ্বাস ছিল না। একটি পুত্রের সম্ভাব্য জন্মের অলৌকিকত্বে, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব মোচনের আলোকে এবং গতবয়স্ক স্বামী-স্ত্রীর সন্তান উৎপন্ন করার শক্তি আহরণে যাজকের বিশ্বাস ছিল না। মরিয়ম সন্দেহ করেন নি, কিন্তু তাঁর কুমারীত্ব থাকাকালীন ঈশ্বরের আশ্চর্য কর্মে জননী হওয়ার সম্ভাবনাময় চিন্তায় তিনি পুলকিত হয়েছিলেন। বাস্তবিক, আমরা জানতে পারি, দূতের উচ্চারিত বাণী মরিয়ম বিশ্বাস করলেন, যখন ইলীশাবেৎ তাঁকে বলেছিলেন ঃ "ধন্য, যিনি বিশ্বাস করিলেন, কারণ প্রভু হইতে যাহা যাহা তাঁহাকে বলা গিয়াছে, সে সমস্ত সিদ্ধ হইবে" (৪৫ পদ)।

মেষপালকদের বিশ্বাস

মেষ পালকের কাছে কয়েকজন দূত আবির্ভূত হলেন, রাত্রিকালে মেষপালকেরা তাদের পাল পাহারা দেওয়ার সময়ে খ্রীষ্টের জন্ম সম্বন্ধীয় শুভ বার্তা দূতগণ তাদের জানালেন (২:১০, ১১)। লক্ষণীয় বিষয় হলো, দূতগণ দ্বারা ঘোষিত শুভ সমাচার সবার জন্য বলা হলো। এই বাণী শোনার পরে — অলৌকিক দৃশ্য দেখার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অলৌকিক ঘটনা সহকারে দূতগণ কথিত বার্তা এই রাখালেরা সকলকে জানালো।

আপনি কি কখনও ভেবেছেন, প্রথম বড়দিনের অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে ঈশ্বর ঐ রাখালদের বলেছিলেন কেন? অন্যান্য যাদের কাছে এই অলৌকিক ঘটনা বলা হলো, তাঁরা সকলে অনিবার্য ভূমিকা পালন করলেন, এবং জানা-প্রয়োজন-ভিত্তিতে ঈশ্বর তাঁদের জানালেন। যোহন বাপ্তাইজকের পিতামাতা সখরিয় যাজক ও তাঁর স্ত্রী ইলীশাবেথের এই সংবাদ জানা প্রয়োজন ছিল। মরিয়ম ও যোষেফকে এই সংবাদ জানতে হলো, এবং তাঁরা বিশ্বাস করলেন, কিন্তু আমরা জেনেছি যে "মরিয়ম সেই সকল কথা হৃদয় মধ্যে আন্দোলন করিতে করিতে মনে সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন" (১৯ পদ)।

অন্য দিকে, রাখালেরা এই মহৎ অলৌকিক দৃশ্য চাক্ষুষ করার আগে ও পরে যা দেখেছিল ও শুনেছিল, সেগুলো প্রত্যেক জনকে জানালো। ঈশ্বর তাঁর মহৎ অলৌকিক কর্মকাণ্ডে রাখালদের জড়ালেন কেন? কারণ তিনি জানতেন, ওরা বিশ্বাস করবে, এবং অলৌকিক পরিত্রাতা সম্বন্ধে সকলকে বলবে, যিনি খ্রীষ্ট, প্রতিজ্ঞাত মশীহ এবং সদা প্রভু।

বারো বছর বয়সের যীশু মন্দিরের মধ্যে

লূক নীরবতা ভঙ্গ করলেন, এবং যীশুর জন্ম ও তাঁর প্রকাশ্য পরিচর্যার তিন বৎসর সূচনার মধ্যবর্তী যীশুর ত্রিশ বৎসরের জীবন সম্বন্ধে কেবল তিনি আমাদের জানালেন। এই ঘটনা ঘটলো, যখন তাঁর বয়স বারো বৎসর ছিল। তাঁর পিতা মাতা তাঁকে যিরূশালেমে নিয়ে গেলেন, যখন বাস্তবে ধর্মীয় তীর্থ যাত্রীদের এক বড় দল সেখানে গিয়েছিল।

ঘরে ফেরার পথে তিন দিন অতিবাহিত হলে পর তাঁরা উপলব্ধি করলেন, যীশু তাঁদের সঙ্গে নেই। তাঁরা ব্যাকুল হলেন, পদক্ষেপ থামিয়ে যিরূশালেমে ফিরে গেলেন, এবং মন্দিরে যীশুকে খুঁজে পেলেন, যখন তিনি ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে যুক্তি সহকারে কথা বলছিলেন। যখন তাঁর পিতা মাতা তাঁদের অবিচল অন্বেষণ সম্বন্ধে তাঁকে জানালেন তিনি উত্তর দিলেন ঃ "কেন আমার অন্বেষণ করিলে? আমার পিতার গৃহে আমাকে থাকিতেই হইবে, ইহা কি জানিতে না"? (২:৪৯)।

যীশুর এই কথা তাঁর পিতামাতার মনে সন্তান হারানোর অনুভূতি জাগালো, এবং কার্যত পিতার গৃহেই তাঁরা তাঁকে খুঁজে পেলেন। পরে তাঁর আরও কথা শুনে তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে মন্দিরে পিতার কর্মে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হলো, যেখানে সুশিক্ষিত অধ্যাপক ও রব্বিদের কাছে তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলেন, যা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ব্যক্তিগত প্রয়োগ

পুরাতন ও নূতন নিয়ম আমাদের জানায় যে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর অলৌকিক দ্বিতীয় আগমনে মানব-ইতিহাসে পুনরায় দেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হবেন। প্রথম বড়দিনের অনিবার্য উপাদান হলো, আমাদের পরিত্রাণের পক্ষে ঈশ্বর মানব-দেহ ধারণ করলেন। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের অনিবার্য উপাদান একই প্রকার। অন্য কথায়, ঈশ্বর পুনরায় বড়দিন আনছেন; অন্য

এক বড়দিন আবার আসছে। যেমন প্রথম বড়দিনে কেবল আমাদের পরিত্রাণ লাভের আশা ছিল, তেমনি তাঁর দ্বিতীয় আগমন মণ্ডলীর আশিসধন্য আশা ও পৃথিবীর একমাত্র আশা। ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে এই আশিসযুক্ত ও একমাত্র আশার জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন। তিনি চান, পৃথিবীতে তাঁর পুত্রের ফিরে আসা সম্বন্ধীয় সুসংবাদ আমরা যেন ঘোষণা করি, যা প্রত্যাশাহীন মানুষকে মাতিয়ে তুলবে। যদি এই অলৌকিক কর্মকাণ্ডে সখরিয়ের মতো আমাদের সন্দেহ থাকে, তাহলে আমাদের অবিশ্বাস আমাদের মুখ বন্ধ রাখে, এবং কারও কাছে এই আশার বাণী আমরা বলি না। যদি মরিয়মের মতো আমরা প্রশ্ন করি, এবং যীশুর প্রত্যাগমন সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করি, তাহলে হয়তো আমাদের হৃদয় মধ্যে এই সকল বিষয় তোলপাড় করে, এবং আশাহীন লোকেদের কাছে এই একমাত্র আশা সম্বন্ধে আমরা মুখ খুলি না। এই সুসংবাদ আমাদের জন্য চিন্তা করার আগে আমরা যেন রাখালদের আদর্শ অনুসরণ করি ও সকলকে এই সংবাদ জানাই। আপনি কি রাখালদের আদর্শ অনুসরণ করবেন, এবং এক বিশ্বাসী হিসেবে আপনার জানা আশিসযুক্ত আশা ও আক্ষরিকভাবে এই পৃথিবীর একমাত্র আশা সম্বন্ধে সকলকে বলবেন?

অধ্যায় ৩

"মশীহের আগমনের উদ্দেশ্য"

প্রকৃতপক্ষেদুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে, যা লূক লিখিত সুসমাচার বুঝবার জন্য আমাদের বুদ্ধির দ্বার খুলে দেয়। ইতিমধ্যে আমি প্রথম পরিচ্ছেদ উল্লেখ করলাম (১৯:১০)। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি যীশু আমাদের জানালেন, যখন তিনি তাঁর আবাস-শহরের সমাজগৃহে গেলেন, এবং যিশাইয় ভাববাদির লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠ করলেন (৪:১৮)। যদি আপনি এই দুটি পরিচ্ছেদ তুলনা করেন, আপনি দেখতে পান, উভয় পরিচ্ছেদ স্পষ্ট ভাবে যীশুর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছে।

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, জগতের ত্রাণকর্তার ছবি প্রথম পদে চিত্রিত হয়েছে, সর্ব সময় সত্যি তিনি বিরাজমান ছিলেন ও হারানো আত্মাদের অন্বেষণ করছিলেন (১৯:১০)। পক্ষান্তরে, এ প্রসঙ্গে অন্য পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে "মশীহের আগমনের উদ্দেশ্য" (৪:১৮)। যীশুর কথিত এই বচন আরও বেশি বোধগম্য উক্তি, যেখানে তাঁর আগমন ও পৃথিবীতে তাঁর কর্মকাণ্ডের কারণ ব্যক্ত হয়েছে। কোন কোন সময় একে বলা হয় "নাসরতীয় ঘোষণা পত্র", কারণ তাঁর তিন বৎসরের প্রকাশ্য পরিচর্যার সূচনায় এটি ঘোষিত হলো।

ঘোষিত ঘোষণাপত্র

"আর তিনি যেখানে পালিত হইয়াছিলেন, সেই নাসরতে উপস্থিত হইলেন, এবং আপন রীতি অনুসারে বিশ্রামবারে সমাজগৃহে প্রবেশ করিলেন ও পাঠ করিতে দাঁড়াইলেন। তখন যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক তাঁহর হস্তে সমর্পিত হইল, আর তিনি পুস্তকখানি খুলিয়া সেই স্থান পাইলেন, যেখানে লেখা আছে, 'প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য; তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, বন্দিগণের কাছে মুক্তি প্রচার করিবার জন্য, অন্ধদের কাছে চক্ষুর্দ্দান প্রচার করিবার জন্য, উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করিয়া বিদায় করিবার জন্য, ...

"পরে তিনি পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া ভৃত্যের হস্তে দিয়া বসিলেন। তাহাতে সমাজগৃহে সকলের চক্ষু তাঁহার প্রতি স্থির হইয়া রহিল। আর তিনি তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, অদ্যই এই শাস্ত্রীয় বচন তোমাদের কর্ণগোচরে পূর্ণ হইল" (লূক ৪:১৬-২১)।

বিশ্ব নেতাদের অনেকে এক ঘোষণাপত্র লিখে তাঁদের মিশন শুরু করেছেন, পৃথিবীর লোকদের নানা সমস্যা মেটাতে বিবিধ উত্তর ও সমাধান ঐ ঘোষণাপত্রে লিখিত থাকে। যখন আমরা শুনতে পাই "নাসরতীয় ঘোষণাপত্র ঘোষণা করার দ্বারা যীশু তাঁর প্রকাশ্য পরিচর্যা শুরু করলেন, আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে আমরা মহত্তম ঘোষণা শুনতে পাচ্ছি, যা পৃথিবী সর্বদা শুনেছে। ঘোষণাপত্রের বিষয়বস্তু শুধুমাত্র সত্য বিষয় নয়, কিন্তু এটি অনুপ্রাণিত শাস্ত্রবাক্য ও ভাববাণীর রূপায়ণ। নাসরতীয় ঘোষণাপত্র মহত্তম ঘোষণাপত্র, যা পৃথিবী সর্বদা শুনেছে, কারণ এটি নিখুঁতভাবে তাঁর দ্বারা রূপায়িত হলো, যিনি একথা ঘোষণা করেছিলেন।

এই উপলব্ধিও আমাদের থাকা চাই যে আজকের দিনে মণ্ডলীর ঘোষণাপত্র যীশু ঘোষণা করেছিলেন, যার দ্বারা যীশুর পরিচর্যার সূচনা সম্বন্ধে লূক আমাদের জানালেন। পৃথিবীতে মানবরূপে থাকাকালীন যীশু খ্রীষ্টের কেবল কর্মকাণ্ডই নাসরতীয় ঘোষণাপত্র আমাদের জানায় না, বরং এটি আজকের দিনে "খ্রীষ্টের দেহ" রূপে আখ্যাত আমাদের মাধ্যমে তিনি কী করতে চান, সেই সকল আকাঙ্খাগুলি আমাদের দেখায়।

একটি বিশ্ব আন্দোলনে তাদের লিখিত ঘোষণাপত্রের পরে অনেক বৎসর যাবৎ অল্প কয়েকজন সদস্য ছিল। পরে একজন সদস্য "কী করতে হবে?" নামাংকিত একটি পুস্তিকা লিখলেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় প্রেরণা ছিল "ঘোষণাপত্রে বিশ্বাসীদের দ্বারা কী করা উচিত?" এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা অগণিত মানুষকে ঐ আন্দোলনে সামিল করেছিল।

যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও শিক্ষাগুলি যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যদের ঘোষণাপত্র। যীশু খ্রীষ্টের প্রকৃত অনুগামীরা বিশ্বাস করেন যে পুনরুত্থিত, জীবিত খ্রীষ্টের কাছে এই পৃথিবীর লোকদের প্রয়োজন ও সমস্যাগুলি মেটাতে একমাত্র সমাধান রয়েছে। যীশুর ক্ষুদ্র ঘোষণাপত্রটি তাঁর পরিচর্যার প্রথম ধাপে তাঁর দ্বারা উদ্দেশ্যমূলক এই ঘোষণা শুধুমাত্র তাঁর করণীয় উদ্দেশ্য আমাদের জানায় না;

কিন্তু আজকের পৃথিবীতে তাঁর প্রত্যেক শিষ্যের করণীয় এই মিশন উক্তি থেকে আমরা জানতে পারি।

যীশুর মিশন উদ্দেশ্য গুলির এই সংক্ষিপ্ত অথচ বোধগম্য ঘোষণা লূক লিখিত সুসমাচারের সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা নিরীক্ষায় আমার পক্ষে রূপরেখার কাজ করবে। যখন তৃতীয় সুসমাচার নিয়ে আমরা একসাথে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবো, আমি দেখব যীশু কিভাবে তাঁর ঘোষণাপত্র ঘোষণা করলেন, যখন তিনি নাসরতে যিশাইয়ের পাণ্ডু লিপি থেকে পড়লেন, পরে তাঁর সমসাময়িক ধর্মীয় নেতাদের কাছে প্রমাণ দিলেন তাঁর ঘোষণাপত্র বাস্তবায়িত করতে তাঁর অধিকার ছিল। লূক লিখিত সুসমাচার আমাদের দেখাতেই থাকবে যীশু কেমন করে তাঁর ঘোষিত ঘোষণা অনুশীলন করলেন ও প্রমাণ দেখালেন। অবশেষে, আমি যীশুর একটি চিত্র আঁকবো, এবং অন্যদের (আপনাকে এবং আমাকেও) আমন্ত্রণ ও আহ্বান জানাবো, যেন তাঁর ঘোষণা ও এই পৃথিবীতে তাঁর মিশন রূপায়িত করতে তাঁর সঙ্গে আমরাও অংশীদার হতে পারি।

লূক যেভাবে যীশুর জীবনী উপস্থাপন করেছেন, যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়ার মানে সম্পর্কে সেই জীবনী অন্য অনিবার্য সংজ্ঞা আমাদের জানায়। আজকের দুনিয়ায় যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীর করণীয় বিষয় তিনি আমাদের দেখিয়েছেন।

অনেক সময় আমি ভেবেছি, কী সুন্দর বিষয় হতো, যদি যীশুর কোন এক শিষ্য আমাদের ঘোষণাপত্র লিখতেন, এবং পরে এক পুস্তিকা লিখে নামকরণ করতেন "এক শিষ্যের করণীয় কী, যে যীশুর ঘোষণাপত্র বিশ্বাস করেন?" কার্যত আমি উপলব্ধি করলাম, আমাদের সকলের জন্য কেউ সেই পুস্তিকা লিখতে পারতেন না, কারণ আমাদের প্রত্যেক জনের জন্য ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা রেখেছেন, এবং সেই ইচ্ছা এমনভাবে প্রকাশিত হয় যে তাঁর সামনে আমাদের আসতেই হয়, যেমন দম্মেশকের পথে পৌলকে আসতে হলো, এবং তিনি শুধালেন ঃ প্রভু, তোমার ইচ্ছানুযায়ী আমার করণীয় কী? (প্রেরিত ৯:৬)।

যদি আপনি যীশুর অনুসারী না হন, তাহলে আমার প্রার্থনা, যেন এই পুস্তিকা সেই মহান্ ব্যক্তিকে আপনার সামনে আনে, যিনি ব্যক্তিগতভাবে মানবরূপ ধারণ করলেন, এবং প্রমাণ দিলেন তিনি সেই প্রতিজ্ঞাত ব্যক্তি, যিনি আপনার জীবনও স্পর্শ করতে চান। যদি আপনি যীশু খ্রীষ্টের এক শিষ্য হয়েছেন, তাহলে আমার প্রার্থনা থাকবে, যেন লূক লিখিত সুসমাচার সম্বন্ধে এই পরীক্ষা নিরীক্ষা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আপনার করণীয় আপনাকে দেখায়। আমরা যেন আমাদের পুনরুত্থিত, জীবিত প্রভুর শান্ত, ক্ষুদ্র স্বর শুনতে পাই, এবং আমাদের করণীয় জানতে পারি, যেহেতু তাঁর সঙ্গে আমরা অংশীদার হয়েছি, এবং আজ আমাদের নশ্বর দেহে ও দেহের মাধ্যমে তিনি তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী বাস্তবায়িত করছেন।

মশীহের ঘোষণাপত্র প্রমাণিত

কফরনাহূমে এক ঘরে যীশু সুস্থ করছিলেন ও শিক্ষা দিচ্ছিলেন। "ব্যবস্থায় পণ্ডিত" নামে বর্ণিত ধর্মীয় নেতারা ইস্রায়েলের এক প্রান্ত থেকে সফর করলেন, এবং যিরূশালেম থেকে গালীলে গেলেন, যেন যীশুর দ্বারা নিরাময় প্রাপ্ত এক কুষ্ঠী সম্বন্ধে অনস্বীকার্য অলৌকিক কর্ম তাঁরা অনুসন্ধান করতে পারেন। এটি সেই ঘটনা, যেখানে নাসরতে ঘোষিত ঘোষণাপত্র তিনি প্রমাণ করলেন। এই অধিবেশনে তিনি আর এক জনকে সুস্থ করলেন, এবং প্রমাণ দিলেন, "পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে" (লূক ৫:১৭-২৬)।

যখন যীশু শিক্ষা দিচ্ছিলেন, আক্ষরিকভাবে চারজন পুরুষ ঘরের ছাদ ভাঙলো ও দড়ির সাহায্যে তাদের বন্ধুকে যীশুর সামনে নামালো, যে এক পক্ষাঘাতী ও খড়ের গদিতে শায়িত ছিল। যীশু থামলেন না, কেবল সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। তিনি তাঁর ঘোষণার প্রমাণ রাখতে এই সুযোগ কাজে লাগালেন, যখন তাঁর সামনে রাখা মানুষকে তিনি বললেন ঃ "তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইল!" তর্কবাগীশ ধর্মীয় নেতারা অত্যন্ত ভীত হয়ে শুধালেন ঃ "একমাত্র ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কে পাপ ক্ষমা করিতে পারে?"

তিনি তাঁদের প্রতি এক প্রশ্নবাচক উত্তর দিলেন ঃ "কোন্‌টা সহজ, 'তোমার পাপ ক্ষমা হইল' বলা না 'তুমি উঠিয়া বেড়াও' বলা? কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এই জন্য তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে বলিলেন, — তোমাকে বলিতেছি, উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া লইয়া তোমার ঘরে যাও। তাহাতে সে তখনই তাহাদের সাক্ষাতে উঠিল, এবং আপন শয্যা তুলিয়া লইয়া ঈশ্বরের গৌরব করিতে করিতে আপন গৃহে চলিয়া গেল" (৫:২৩-২৫)।

যখন যীশু সেই ব্যক্তিকে বললেন, তোমার পাপ সকল ক্ষমা হলো, এই বিশিষ্ট পর্যটকেরা হয়তো চিন্তা করলেন, "এর জন্য আমরা কেবল তোমার কথা চাই!" এই ঈশতাত্ত্বিকদের সঙ্গে যীশু সম্মত হলেন যে কেবল ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করেন। এই অলৌকিক কর্মের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ দিলেন যে আমাদের সঙ্গে তিনি ঈশ্বর ছিলেন, কারণ পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করতে যেমন তাঁর ক্ষমতা ছিল, স্বর্গে তেমনি ঈশ্বরের একই ক্ষমতা রয়েছে। এই ভাবে তিনি প্রমাণ দিলেন তাঁর ঘোষণাপত্র বাস্তবায়িত করতে তাঁর ক্ষমতা ও অধিকার ছিল।

নাসরতে ঘোষিত ঘোষণাপত্র অনুশীলিত হলো

যীশু ঘোষণা করলেন, এক উদ্দেশ্যে সাধনার্থে ঈশ্বরের আত্মা তাঁকে অভিষিক্ত করেছেন। "দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য তিনি আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন"। এই পরিচ্ছেদে আর্থিকভাবে দরিদ্রদের কাছে নয়, কিন্তু আত্মিকভাবে দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার সম্বন্ধে উল্লিখিত হয়েছে, যারা কখনও পরিত্রাণের সুসমাচার শুনতে পায় নি। তারা সেই অর্থে দরিদ্র ছিল, কেননা তারা ছিল আত্মিকভাবে অন্ধ, আবদ্ধ ও ভগ্নচূর্ণ

হৃদয়াবিশিষ্ট মানুষ।

তারা ছিল অন্ধ-দরিদ্র মানুষ, যারা তাদের বাম হস্ত থেকে দক্ষিণ হস্তের পার্থক্য জানতো না, যারা পালকবিহীন মেষপাল ছিল (মথি ৯:৩৬)। তারা আত্মিকভাবে দৃষ্টিহীন ছিল। সুসমাচার প্রচার করা তাঁর মিশনের উদ্দেশ্য ছিল, এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি শিক্ষা দিলেন, যেন আধ্যাত্মিকতায় যারা দৃষ্টিহীন, তারা দৃষ্টি ফিরে পায়। তিনি তাঁর শিক্ষার মধ্যে বক্তৃতা, ছোট গল্প, সাক্ষাৎকার ও সক্রিয়তা রাখলেন, যেন আত্মিকভাবে অন্ধ জনেরা দেখতে পায়।

এ ছাড়া যীশু তাঁর সুসংবাদ বন্দিদের উদ্দেশে বললেন, "বন্দিগণের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য" তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। অন্য কথায়, আবদ্ধ মানুষ জনদের মুক্তি দেবার জন্য তিনি এসেছিলেন (লূক ৪:১৮)। প্রত্যেক সুসমাচারে লক্ষ্য করুন, যীশু এমন এক জনকে কোন দিন পেলেন না, যে স্বাধীন ছিল না, এবং তাকে ছেড়ে গেলেন, তাঁর বর্ণনায় যাকে বন্দি বলা হয়েছে। সেই মহিলার ক্ষেত্রে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে, যে আঠেরো বৎসর অবধি শয়তান দ্বারা আবদ্ধ ছিল, এবং যীশু তাকে মুক্ত করলেন (লূক ১৩:১৬)। ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে এক বিরোধী সংলাপ চলাকালীন যীশু এই মিশনের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলেন (যোহন ৫-৮:৩০-৩৫)।

জীবনের কঠিন বাস্তবগুলি সম্বন্ধে বর্ণনা দেবার সময় যীশু এগুলোকে ঝড়ের মত তাণ্ডব বলেছেন। তিনি ঘোষণা করলেন, রকমারি ঝড়-তুফান আমাদের সকলের জীবনে আসে। যখন এই ঝড়গুলো মানুষের ওপরে আছড়ে পড়ে, কেউ টলমল করে, কেউ ভেঙ্গে পড়ে। ভগ্নচূর্ণ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট লোকদের সম্বন্ধে যিশাইয় ও যীশুর বর্ণনা অনুযায়ী এই লোকেরা বিভিন্ন ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে। চূর্ণমনা লোকদের পক্ষে যীশুর সমবেদনা তাঁর জীবন ও পরিচর্যার এক অত্যন্ত স্পর্শকাতর মাত্রা। এক সহানুভূতি সম্পন্ন চিকিৎসক হিসেবে লূক এই পৃথিবীর অনুশোচনাগ্রস্ত লোকদের পক্ষে যীশুর সামাজিক আন্তরিকতা ও সহানুভূতির প্রতি জোরালো আবেদন রাখলেন।

আপনি কি আধ্যাত্মিকতায় অন্ধ? আপনি কি এত গভীরে হারিয়ে গেছেন যে কোন্ দিকে পাশ ফিরবেন, বুঝতে পারছেন না? আপনি কি মুক্ত? আপনি কি আপনার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেন, অথবা অবশ্য করণীয় কর্ম করেন? আপনি কি পাপে আবদ্ধ, অথবা পাপ করতে আপনি অভ্যস্ত, এবং যেগুলো আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলোর বিপক্ষে কোন কিছু করতে পারেন না? আপনার হৃদয় কি ভগ্নচূর্ণ, এবং কোন ভাবে এই ভগ্নদশার নিরাময় পাচ্ছেন না?

যদি কোন প্রশ্নের উত্তরে অথবা এই প্রশ্নগুলির জবাব দিতে গিয়ে আপনাকে 'হ্যাঁ' বলতে হয়, তাহলে যীশুর জীবনী লূক এমন ভাবে উপস্থাপন করেছেন যে এই উপস্থাপনা আপনাকে ও আমাকে দেখিয়ে দেয় যে আমরা আসলে সেই প্রকার লোক, যাদের জন্য যীশু খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। আপনার দৃষ্টিহীনতায় দৃষ্টি আনতে, আপনার বন্দিত্ব ঘুচিয়ে দিতে ও আপনার ভগ্নদশা নিরাময় করতে তিনি এসেছিলেন। লূক লিখিত সুসমাচারে খ্রীষ্টের

সাক্ষাৎ পেয়ে খ্রীষ্টে আস্থা রাখতে ও তাঁকে গ্রহণ করতে আপনি সিদ্ধান্ত নিন। তাঁর শিষ্য হিসেবে তাঁকে অনুসরণ করবার জন্য আপনি অঙ্গীকারবদ্ধ হোন।

অধ্যায় ৪

"ঘোষণাপত্রে অংশীদারত্ব"

লূক লিখিত সুসমাচার সম্বন্ধীয় এই ঘোষণাপত্রের রূপরেখা সম্বন্ধে অন্তিম নিরীক্ষণে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে যীশু অবিরাম তাঁর প্রেরিতদের শিক্ষা দিচ্ছেন, ব্যবহারিক কর্ম শেখাচ্ছেন ও অন্যদের চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন, তাঁর মিশনের উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়িত করতে যেন সকলে তাঁর সঙ্গে অংশীদার হয়, যে সম্বন্ধে তিনি নাসরতে ঘোষণা করলেন। তিনি তাঁর ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নে তাঁর সঙ্গে অংশীদার হওয়ার জন্যে যে ভাবে পিতরকে নিযুক্ত করলেন, এটি সে বিষয়ের প্রথম স্পষ্ট উদাহরণ।

এক দিন অতি প্রত্যূষে যীশু যখন গালীল সাগরের তীরে বিশাল জন-সমাবেশে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, সারা রাত্রি পরিশ্রমের পর মাছ ধরতে না পারার বিফলতা নিয়ে সদ্য ফিরে আসা পিতরকে তিনি শুধালেন, তুমি কি তোমার নৌকা এক বেদি হিসেবে আমায় ব্যবহার করতে দেবে? কার্যত যীশু খানিকটা উচ্চতা চাইলেন, যেন অগণিত মানুষের সঙ্গে আরও কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে পারেন — এই উদ্দেশে তিনি নৌকাযোগে জলের কিনারে ফিরে গেলেন (লূক ৫:১-১১)।

পিতরের সঙ্গে যীশুর এটা প্রথম সাক্ষাৎ নয়। যখন পিতরের ভ্রাতা আন্দ্রিয় তাঁদের পরিচয় দিয়েছিলেন, সেটা ছিল যীশুর সঙ্গে পিতরের প্রথম সাক্ষাৎকার (যোহন ১:৪১, ৪২)। আমাদের বলা হয়েছে, এই ভ্রাতাদের উদ্দেশে ও মৎস ব্যবসায় তাদের অংশীদার যাকোব ও যোহনকে যীশু আমন্ত্রণ দিলেন, যাঁরা পরস্পর ভ্রাতা ছিলেন। আমন্ত্রণ ছিল ঃ "আমার পশ্চাৎ আইস; আমি তোমাদিগকে মৎসধারী করিব" (মথি ৪:১৯)। হয়তো এটি লূকের অতিরিক্ত বক্তব্য ছিল, যা মথি একটি পদে ব্যক্ত করলেন। অথবা লূক আমাদের বলছেন যে যীশু তাঁর আমন্ত্রণ পুনরাবৃত্তি করছেন, এতে অধিকতর জোরালো ভাব রাখছেন, এবং বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে পিতরকে শিখতেই হবে, যদি তাঁকে এক মনুষ্যধারী হতে হয়।

শিক্ষা-সময় সমাপ্তির পর তিনি অনিবার্যভাবে পিতরকে বললেন, "তোমার জন্য আমি মাছ ধরতে যেতে চাই!" তিনি পিতরকে চ্যালেঞ্জ দিলেন, যেন গভীর জলে নৌকা নিয়ে যাওয়া হয়। এবারে তিনি পিতরকে জাল ফেলতে বললেন, যেন মাছের বড় ঝাঁক ধরা পড়ে (৫:৪)।

যখন সেই জনতার উদ্দেশে যীশু শিক্ষা দিচ্ছিলেন, লেখা আছে পিতর তাঁর জাল ধুচ্ছিলেন ও মৎসধারী রূপে তাঁর নিষ্ফল রাত্রির অবসাদ নিরসনে নিজেও ধৌত পরিষ্কৃত হচ্ছিলেন। আমার অনুমান, সেই প্রভাতে পিতরের মেজাজ মোটেই ভাল ছিল না। এ বিষয়টাও আমার কল্পনায় আসে যে বিশাল জনতার উদ্দেশে যীশু শিক্ষা দিলেও ঐ অগণিত লোকদের চেয়ে এই বিখ্যাত মৎস্যধারীদের প্রতি তিনি বেশি আগ্রহী ছিলেন।

যীশু জানতেন, তিনটি সংক্ষিপ্ত বৎসরে যে মানুষ মাছ ধরতে ব্যর্থ হলো, পঞ্চাশত্তমীর দিনে তার একটি প্রচারের ফলে তিন হাজার মানুষ মন পরিবর্তন করবে, এবং পঞ্চাশত্তমীর পরবর্তী দিনগুলিতে তার প্রত্যেকবার সুসমাচার প্রচারের ফলে হাজার হাজার মানুষ উদ্ধার পাবে (প্রেরিত ২:১৪-৪২)।

যীশু এটাও জানতেন, সেই প্রভাতের পরবর্তী তিন বৎসরে যখন এই বিখ্যাত মৎসধারীদের দেহের ছায়া অসহায় অসমর্থ লোকদের দেহে প্রতিফলিত হবে, তারা আশ্চর্যজনকভাবে সুস্থতা পাবে (প্রেরিত ৫:১২-১৬)। এই কারণে আমি বিশ্বাস করি, সেই দিনে অন্য সমস্ত লোকদের চেয়ে তিনি পিতরের প্রতি অধিক আগ্রহী ছিলেন।

যীশু কিভাবে এই মানুষকে পরিবর্তিত করলেন, যিনি মাছ ধরতে পারতেন না, যিনি পৌলের সঙ্গে থাকাকালীন সর্বাধিক বিখ্যাত মনুষ্যধারী হলেন, যা বিশ্বে চির বিদিত? পিতরের সঙ্গে যীশুর এই সাক্ষাৎকারে আধ্যাত্মিক গতিশীলতায় আমার এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। যীশু তাঁর সঙ্গে অংশীদার হওয়ার জন্য পিতরকে চ্যালেঞ্জ দিলেন, যেন তাঁর মিশনের উদ্দেশ্যগুলি কার্যে পরিণত হয়, তাঁর নাসরৎ ঘোষণাপত্রে তিনি যা ঘোষণা করেছিলেন।

যখন যীশু ও পিতর গভীর জলে গেলেন, যীশু পিতরকে বললেন, তুমি গভীর জলে জাল ফেলো। "শিমোন উত্তর করিলেন, হে নাথ, আমরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কিছুমাত্র পাই নাই ....." পুনরায় আমার অনুমান হয়, পিতরের উত্তর দেওয়ার পরে সামান্য বিরতি ছিল, যখন পিতর ও যীশুর দৃষ্টি বিনিময় হলো, যখন পিতর বলতে লাগলেন, "কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ফেলিব" (৫:৫)।

এবার জাল টানা হলে দেখা গেল মাছের বড় ঝাঁক ধরা পড়লো (৬-৭)। এই বড় আকারের অলৌকিক কাণ্ড দেখে পিতর যীশুর চরণে পড়লেন ও বললেন ঃ "আমার নিকট হইতে প্রস্থান করুন, কেননা, হে প্রভু, আমি পাপী" (৮ পদ)। "তখন যীশু শিমোনকে কহিলেন, ভয় করিও না, এখন অবধি তুমি জীবনার্থে মানুষ ধরিবে" (১০ পদ)।

যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার আগে পিতরের জীবনে একটি বিষয় অগ্রগণ্য বিবেচিত ছিল, অর্থাৎ মাছ ধরা তাঁর প্রথম কাজ ছিল। পিতরের উদ্দেশে উচ্চারিত দুটি শব্দ আমার প্রিয়, যাকে বলা যায় মহৎ দায়িত্ব ঃ "মানুষ ধরো!" নারীদের ও শিশুদের যীশুতে বৃদ্ধি প্রদান করা মণ্ডলীর অনেকের ঝোঁক আছে, কারণ এটা সহজ কাজ। কিন্তু যীশু জানতেন, নারীরা ও

শিশুরা পুরুষদের অনুসরণ করে; এই কারণে যদি আমরা পুরুষদের ধরি, আমরা তাঁর জন্য গোটা পরিবারকে জয় করতে পারি।

অলৌকিকভাবে অসংখ্য মাছ ধরা পড়লো দেখে পিতর কেন প্রতিক্রিয়া দেখালেন, যখন তিনি নিজেকে পাপী বললেন ও অনিবার্যভাবে প্রভুকে জানালেন, তাঁর দ্বারা কোন কিছু করা সম্ভব নয়? কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তির মতানুযায়ী যেহেতু মানুষের পাপময়তা সম্বন্ধে খ্রীষ্ট জন-সমাবেশে প্রচার করছিলেন, সুতরাং পিতর পাপরূপ অপরাধ জানতে পারলেন, এবং আসলে এই অপরাধ-বোধের প্রেরণাতে শিমোন পিতরের মন পরিবর্তিত হলো।

অন্যান্য বিদ্বান্ বিশ্বাস করেন, যীশু তাঁর সঙ্গে অংশীদার বানাতে পিতরকে নিযুক্ত করছিলেন, যেন তাঁর ঘোষণাপত্র কার্যে পরিণত করতে পিতর তাঁকে সাহায্য করেন। হয়তো পিতর উপলব্ধি করলেন, তাঁর কাছ থেকে খ্রীষ্ট জানতে চাইলেন, অন্ধদের দৃষ্টি দিতে, বন্দিদের মুক্ত করতে ও ভগ্ন হৃদয়গুলিতে নিরাময় আনতে তুমি কি আমার সঙ্গী হবে? আপনি কি মাছ ধরা থেকে মানুষ ধরার অগ্রগণ্যতায় নিজেকে বদলাবেন? এই বিদ্বান্ ব্যক্তিদের বিশ্বাস, পিতর গভীর অপরাধ-বোধ নিয়ে ব্যক্ত করলেন, এই আহ্বানে সাড়া দিতে তিনি পুরোপুরি অযোগ্য ছিলেন।

হয়তো তিনি অনিবার্যভাবে বলছিলেন ঃ "প্রভু, আপনি ভুল মানুষ পেয়েছেন। মানুষ ধরার কাজে আপনি আমায় না ডাকলে ভাল করতেন, কারণ আমি পুরোপুরি অযোগ্য ও অশিক্ষিত!" যদি পিতর সেই অনিবার্য উপাদান বলছিলেন, তাহলে যীশু তাঁর প্রত্যেক শিষ্যের পক্ষে যে প্রথম স্বর্গসুখ সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছিলেন, পিতর সে কথাই বলছিলেন, যথা ঃ "ধন্য, যাহারা আত্মাতে দীনহীন" (মথি ৫:৩)।

এক অসফল মৎস্যধারী থেকে পিতরকে এক সফল মনুষ্যধারীতে পরিণত করতে যীশু প্রথমে তাঁকে শেখালেন, সেদিন পিতরের নৌকাতে যীশু মৎসধারী ছিলেন। যখন পিতর যীশুকে নাথ বললেন, তিনি ইঙ্গিত দিলেন, যীশু নাথ ছিলেন, কিন্তু তিনি মৎস্যধারী ছিলেন। এবারে তিনি মাছ ধরা সম্পর্কে প্রভুকে পারমর্শ দিতে চাইলেন — প্রত্যেক মৎসধারী জানে, যদি কেউ রাতে মাছ ধরতে না পারে, দিনের স্বচ্ছ আলোতে সে কখনও মাছ ধরতে পারবে না — মনে হয়, পিতরের আত্মায় আপত্তিজনক বিষয় ছিল।

দ্বিতীয়তঃ যীশু পিতরকে শেখালেন, সে কখনও মনুষ্যধারী হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে শিখতে পারে পুনরুত্থিত, জীবিত খ্রীষ্ট একমাত্র সত্যিকার মনুষ্যধারী। পিতরের দুই ধরনের মাছ ধরার অভিযান — একটি অতি অসফল, এবং অন্যটি অলৌকিকভাবে সফল অভিযান কিছু আত্মিক রহস্য সম্বন্ধে পিতরকে চির নিশ্চয়তা দিল ঃ

"মানুষ ধরা বিষয়টাতে আমার পরিচয় থাকে না, কিন্তু যীশুর পরিচয় ব্যক্ত করে। যীশুর পক্ষে মানুষ ধরলে আমার সক্ষমতা নয়, কিন্তু যীশুর সক্ষমতা সুস্পষ্ট হয়। মনুষ্যধারী

হওয়ার মধ্যে আমার ইচ্ছা নয়, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা জড়িত থাকে। যখন অলৌকিকভাবে অনেক মানুষ ধরা পড়ে, তখন আমাকে মনে রাখতেই হবে যে মানুষের আশ্চর্যজনক মনপরিবর্তন আমার দ্বারা সাধিত হয় নি, কিন্তু আমার দুর্বল ও মরণশীল দেহের মাধ্যমে তিনি অলৌকিক কর্ম সাধন করলেন"।

আপনি কি বুঝতে পারেন, পুনরুত্থিত ও জীবিত খ্রীষ্ট কেন পিতরকে বেছে নিলেন, যিনি পঞ্চাশত্তমীর দিনে ও তার পরবর্তী দিনগুলিতে এমন প্রচার করলেন, যা শুনে হাজার হাজার মানুষ পরিত্রাণ উপলব্ধি করলো? কারণ অন্য যে কোন প্রেরিতের চেয়ে পিতর এই আধ্যাত্মিক রহস্যগুলি বেশি শিখেছিলেন। পঞ্চাশত্তমীর দিনে যখন অনেক অলৌকিক ঘটনা, চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধিত হলো, পিতর ঘোষণা করলেন, আমাদের চোখের সামনে যা কিছু ঘটলো, এর পেছনে পুনরুত্থিত ও জীবিত খ্রীষ্টের অদৃশ্য হস্তক্ষেপ রয়েছে (প্রেরিত ২:৩২, ৩৩)।

খ্রীষ্টের দ্বারা, খ্রীষ্টে ও খ্রীষ্টের জন্য

এই প্রকার মোকাবিলার পরে লেখা আছে ঃ "তাঁহারা (পিতর ও তাঁর ব্যবসায় অংশীদারেরা) নৌকা কুলে আনিয়া সকলই পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদগামী হইলেন" (১১ পদ)। এই অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ পিতরের আধ্যাত্মিক যাত্রা খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের গমনাগমনের একাধিক সম্পর্কের স্তর আমাদের দেখিয়ে দেয়। প্রথম স্তরে রয়েছে খ্রীষ্টের দ্বারা আমাদের জীবন যাপন — যার অর্থ হলো তিনি যে আশ্চর্যভাবে তাঁর মহিমায় আমাদের সুরক্ষিত রেখেছেন, এবং আমাদের জীবন রূপান্তরিত করেছেন, সেগুলো আমরা গ্রহণ করেছি ও প্রচুর আশীর্বাদ পেয়েছি। খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্কিত এই প্রথম স্তর পিতর জানতে পারলেন, যখন অলৌকিকভাবে অগুনতি মাছ ধরার দ্বারা তিনি আশিসধন্য হলেন।

খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্কিত দ্বিতীয় স্তর হলো, যখন আমাদের জীবনের জন্য তাঁর পরিকল্পনা গুলিতে আমরা প্রবেশ করি, এবং আমাদের পরিকল্পনাগুলি পরিত্যাগ করি। আপনি কি মানুষের এই কথা কখনও শুনেছেন, "আমি আমার পরিকল্পনাগুলিতে যীশু খ্রীষ্টকে রাখতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি?" প্রথমে এই সিদ্ধান্ত উন্নত মনে হয়, কিন্তু যদি আপনি এ সম্বন্ধে চিন্তা করেন, বুঝতে পারবেন, আমরা উদারচিত্তে আমাদের পরিকল্পনাগুলিতে যীশুকে আমন্ত্রিত করি না। তিনি তাঁর পরিকল্পনাগুলিতে অনুগ্রহ সহকারে আমাদের আমন্ত্রণ দিতে চান।

নূতন নিয়মে এক বিশেষ ভাষা আছে, যা প্রেরিতদের প্রিয় মনোনয়ন, যখন খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের এই দ্বিতীয় স্তর সম্বন্ধে তাঁরা বর্ণনা দিলেন। এই ভাষাতে সহজভাবে দুটি শব্দ রয়েছে, যথা ঃ "খ্রীষ্টের মধ্যে"। এক চমৎকার উপমা দিয়ে যীশু এই সম্পর্কিত স্তরের বর্ণনা দিলেন। যীশুর বচন অনুযায়ী শাখা যেমন দ্রাক্ষালতার সঙ্গে অভিন্ন থাকে, তেমনি খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্কে আমাদের একাত্ম হতে হবে (যোহন ১৫:১-১৬)। যীশুর এই

উপমাতে শাখাগুলি প্রচুর ফল উৎপন্ন করলো। এটি আমাদের শেখায় যে "খ্রীষ্টের মধ্যে" শব্দ দুটির অর্থ মানব-বাহক হতে হবে, যাদের মাধ্যমে এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের কর্ম সম্পন্ন হয়, যেহেতু পুনরুত্থিত, জীবিত খ্রীষ্টের সঙ্গে আমরা যথার্থভাবে অভিন্ন হয়েছি।

খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্কের তৃতীয় স্তর হলো খ্রীষ্টের পক্ষে জীবন যাপন করা (১১ পদ)। সম্পর্কযুক্ত এই স্তর খ্রীষ্টকে অনুসরণ ও সেবা করার পক্ষে আমাদের অভিপ্রায় আকর্ষণ করে, যেহেতু তাঁর পরিকল্পনাগুলিতে তিনি আমাদের রাখেন, যেন পরিত্রাণ যুক্ত তাঁর সুসমাচার আমরা জগতের সর্বত্র পৌঁছে দিতে পারি। সম্পর্কযুক্ত এই স্তরে খ্রীষ্টের সঙ্গে আমরা অংশীদার হই, যখন আধ্যাত্মিকভাবে ভগ্নচূর্ণ হৃদয়বিশিষ্ট লোকদের আরোগ্য প্রদান করেন। খ্রীষ্টের দ্বারা, খ্রীষ্টের মধ্যে ও খ্রীষ্টের পক্ষে আমরা তাঁর অংশীদার, কেননা নাসরতে তাঁর ঘোষিত ঘোষণাপত্র অনুযায়ী তিনি তাঁর মিশনের উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়িত করেন। এই চমৎকার কাহিনীতে পিতর পুলকিত হলেন, এবং খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্কিত এই তিনটি স্তর অনুযায়ী তিনি নিজে আদর্শ হলেন।

খ্রীষ্টের দ্বারা আপনি কি আশিসধন্য হয়েছেন? আপনি কি খ্রীষ্টের মধ্যে আছেন? আপনি কি ফল উৎপন্ন করছেন? আপনি কি নিজের জন্য অথবা খ্রীষ্টের পক্ষে জীবন যাপন করছেন?

অধ্যায় ৫
"অংশীদার হওয়ার দৃষ্টান্ত"

যখন আপনি লূক লিখিত সুসমাচারের পনেরো অধ্যায় পড়েন, উপলব্ধি করেন যে অত্যন্ত চমকপ্রদ দৃষ্টান্তগুলির একটি দৃষ্টান্ত আপনি পড়ছেন, যা বরাবর যীশু শেখালেন। এই দৃষ্টান্তের সমগ্র প্রেরণা একই সত্য আমাদের শেখায়, যা এই অধ্যায়ে উল্লিখিত পিতরের আধ্যাত্মিক সফরে আমাদের নজর কাড়লো। যীশু অংশীদারদের নিযুক্ত করছেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করবেন, কেননা তিনি এই পৃথিবীতে তাঁর মিশনের উদ্দেশ্যগুলি সফল করেন। যীশুর অত্যন্ত কর্কশ স্বরযুক্ত উপদেশ দিয়ে চৌদ্দ অধ্যায়টি শেষ হয়েছে, যে উপদেশকে যীশুর এক কর্কশ বচন বলা হয়। এই উপদেশে যীশু তাঁদের পূর্ণ সমর্পণ চাইলেন, যাঁরা তাঁর শিষ্য হবেন।

হারানো কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত

পনেরো অধ্যায়ের সূচনায় আমরা জানতে পাই, যীশুর পরাক্রমী উপদেশের দুই প্রকার অতি ভিন্ন সাড়া পাওয়া গেল। করগ্রাহীরা ও পাপীরা আগ্রহ সহকারে তাঁর প্রচারে সাড়া দিল। তারা যীশুর কাছাকাছি এলো, এবং তাঁর চারপাশে ভেতরের বৃত্ত তৈরি করলো। কিন্তু

ফরীশীরা ও অধ্যাপকেরা বিশ ধাপ পিছিয়ে গেলেন ও বাইরের বৃত্ত তৈরি করলেন। যীশু বক্তব্য রাখলেন, যা অত্যন্ত ভিন্ন প্রকার দুই গোষ্ঠীর দুটি এককেন্দ্রীয় বৃত্তের উদ্দেশে হয় তা তাঁর মহত্তম দৃষ্টান্ত। যীশুর চারপাশে পাপী ও করগ্রাহীদের এক ঠাসা বৃত্ত ছিল, যারা উদ্ধার পেয়েছিল। এবারে খানিকটা পিছিয়ে ধর্মীয় লোকেরা এক বড় আকারের বৃত্তে ছিল, যারা শুধালো ঃ "পাপীদের ও করগ্রাহীদের সঙ্গে ইনি ভোজন পান করেন কেন?

কারো কারো মতে যীশুর এই মহৎ শিক্ষা কয়েকটি দৃষ্টান্তের ধারাবাহিক এক দৃষ্টান্ত; কিন্তু এই শিক্ষা আসলে তা নয়, কিন্তু এটি হারানো কয়েকটি বিষয়ের অবিচ্ছিন্ন এক দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্তটি প্রাথমিকভাবে বাইরের বৃত্তে থাকা মানুষ জনদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, ভেতরের বৃত্তে চলমান ঘটনা তাদের কাছে বর্ণনা করা হচ্ছে। বাইরের বৃত্তে থাকা লোকদের কাছে যীশুও আবেদন রাখছেন, যেন ভেতরের বৃত্তে অবিচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ডে তাঁর সঙ্গে তারাও অংশীদার হয়।

যীশু এই ভাবে দৃষ্টান্ত বলা শুরু করলেন ঃ "এক ব্যক্তির একশোটি মেষ ছিল, এবং একটি মেষ হারিয়ে গেল। সে নিরানব্বইটি সুরক্ষিত মেষ প্রান্তরে রেখে হারানো একটি মেষের খোঁজ করতে বেরিয়ে গেল। হারানো মেষ খুঁজে পেয়ে সে বললো, আমার সঙ্গে আনন্দ করো; আমার হারানো মেষ আমি খুঁজে পেয়েছি। অনুরূপ ভাবে, যখনই কোন এক পাপী অনুতাপ করে, তখনই স্বর্গে আনন্দ হয়"।

বাইরের বৃত্তের লোকদের উদ্দেশে যীশু বলছেন ঃ "ভেতরের বৃত্তে অবস্থানকারী লোকদের দিকে তোমরা তাকাও; এদের মধ্যে রয়েছে করগ্রাহী, পাপী, ব্যভিচারী, বেশ্যা, জালিয়াত ও চোর। কিন্তু ঈশ্বর যা দেখেন, সে বিষয়ে আমি তোমাদের বলতে চাই। হারানো মেষের মত এদের প্রতি ঈশ্বর দৃষ্টিপাত করেন। যখনই হারানো মেষ খুঁজে পাওয়া যায়, স্বর্গে আনন্দ হয়"। বাইরের বৃত্তকে এই ভাবে যীশু চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন ঃ "ঈশ্বর হারানো পাপীদের মূল্য নিরূপণ করেন। আপনি উল্লসিত হচ্ছেন না কেন, যখন এই হারানো মেষদের খুঁজে পাওয়া যায়?"

এবারে হারানো এক সিকি সম্বন্ধে যীশু গল্প বললেন। তিনি বললেন, একটি স্ত্রীলোকের দশটি সিকি ছিল, এবং তার একটি সিকি হারিয়ে গেল। সে একটা ঝাঁটা ও একটা বাতি নিলো, এবং ঐ সিকি খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত সারা দিন চারপাশে ঝাড়ু দিলো। যখন সে তার সিকি খুঁজে পেলো, সে তার বন্ধুদের বললো, "আমার সঙ্গে তোমরা আনন্দ করো, কেননা আমার হারানো সিকি আমি খুঁজে পেয়েছি"! দৃষ্টান্তটি এই অংশ সম্বন্ধে কয়েকটি সম্ভাব্য তর্জমা রয়েছে। আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয় বলো, মহিলা তার সিকি হারিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু পুনরায় তা পাওয়া গেল।

আমার ছেলেবেলায় এক মূল্যবান মুদ্রা আমি হারিয়েছিলাম। এক নর্দমার তলায় সেটা গড়িয়ে গিয়েছিল, যা এক লোহার ঝাঁজরিতে ঢাকা ছিল। আমার মুদ্রা আমার কাছ থেকে প্রায় চল্লিশ সেন্টিমিটার দূরে ছিল; কিন্তু আমি সেখানে পৌঁছতে পারলাম না, কারণ

লোহার ঝাঁজরি খুলে আমার মুদ্রা তুলে আনার পক্ষে আমার বাড়ানো হাত যথেষ্ট ছোট ছিল। আমি পাগলের মত হয়ে গেলাম।

এক বৃদ্ধ মানুষ ছাতা হাতে নিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি আমাকে সাহায্য করতে চাইলেন। তিনি তাঁর মুখ থেকে চুয়িংগাম বের করলেন ও তাঁর ছাতার প্রান্তে লাগিয়ে দিলেন। তিনি এবারে ছাতাটাকে নর্দমার নিচে বাড়ালেন, মুদ্রাটি চুয়িংগামে আটকে গেল; তিনি তাঁর ছাতা টানলেন ও মুদ্রাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। মুদ্রাটি দ্বিগুণ মূল্যবান হয়ে গেল, কারণ আমি মুদ্রাটি হারিয়ে ছিলাম, আবার ফিরে পেলাম।

"উদ্ধার করা" মানে "মূল্য দিয়ে ফেরৎ পাওয়া", এবং হারিয়ে যাওয়া জিনিস "ফিরে পাওয়া"। প্রভুর চোখে আপনি ও আমি অত্যন্ত মূল্যবান, কারণ আমরা সেই হারানো সিকির মত, যখন তিনি প্রায়শ্চিত্ত সাধনের মাধ্যমে আমাদের পুনরুদ্ধার করলেন, যা তাঁর পুত্রের মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা সম্ভব হলো।

মুক্তিসাধন ও এই সিকি সম্পর্কিত ধারণার এটাই অনিবার্য উপাদান, অর্থাৎ যীশুর দৃষ্টান্তে যা হারিয়ে গিয়েছিল, তা আবার খুঁজে পাওয়া গেল। এটি স্পষ্টভাবে মুক্তিসাধনের এক উপমা, যা সারা বাইবেলে শেখানো হলো, যেমন যাত্রা পুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণ, রূথ ও নূতন নিয়মে প্রেরিতদের লেখনীতে এ বিষয়ের শিক্ষা লিপিবদ্ধ আছে (১ পিতর ১:১৮,১৯)। যীশু স্পষ্টভাবে বাইরের বৃত্তে অবস্থানকারী লোকেদের উদ্দেশে বলেছেন, "এই লোকেরা হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের পুনরুদ্ধার করা হলো। স্বর্গে সকল দূতেরা উল্লসিত হচ্ছে! আপনার উল্লাস নেই কেন?"

পরে যীশু বললেন, "এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র পিতার কাছে এসে বললো, 'সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়ে, তা আমাকে দাও, কারণ আমি দূর দেশে যাচ্ছি, এবং সেখানে আমার সম্পত্তি অপব্যবহার করে সমস্ত উড়িয়ে দেব'। এক অপব্যয়ী পুত্রের এটি অতি পরিচিত কাহিনী। এই এককেন্দ্রীয় বৃত্তগুলি প্রসঙ্গে, যেখানে যীশু এই কাহিনী বললেন। বাইরের বৃত্তের লোকদের উদ্দেশে তিনি বর্ণনা দিচ্ছেন, অপব্যয়ী পুত্রের দৃষ্টান্ত তিনি যখন শিক্ষা দিচ্ছিলেন, ভেতরের বৃত্তের লোকদের কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল, তা তোমরা লক্ষ্য করো। আত্ম-ধার্মিক ফরীশীদের উদ্দেশে যীশু শিক্ষা দিচ্ছেন, 'এই লোকদের মধ্যে কয়েকজন অপব্যয়ী পুত্র, এবং তারা আবার ঘরে ফিরে আসছে'। স্বর্গের দূতেরা আনন্দ করছে। আপনার আনন্দ নেই কেন, যখন অপব্যয়ী পুত্রেরা ঘরে ফিরে আসছে?"

সংক্ষেপে বলা যায়, এই মহৎ দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গটি যীশুর এক প্রতিকৃতি, যিনি বাইরের বৃত্তের লোকদের উদ্দেশে বলেছেন, "চোখের সামনে তোমরা কেবল করগ্রাহীদের ও পাপীদের দেখতে পাচ্ছো। ঈশ্বর যা দেখছেন, সেটা আমি তোমাদের বলতে চাই। ঈশ্বর লোকদের দেখছেন, যারা হারানো মেষদের মত। এরা তাদের বাম হস্ত থেকে দক্ষিণ হস্তের পার্থক্য

জানে না। কিন্তু তাদের খুঁজে পাওয়া গেল, এবং স্বর্গ আনন্দে মুখরিত হলো। যারা সেই সিকির মত হারিয়ে যায়, তাদের প্রতি ঈশ্বর দৃষ্টি রাখেন। ঈশ্বর তাদের উদ্ধার করছেন ও পুনরায় দাবি জানাচ্ছেন, যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। ঈশ্বর তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, যাদের চেহারা শূকরের মত। হয়তো তারা শূকরের মত শুঁকে বেড়ায়, কিন্তু আসলে তারা শূকর নয়, যদিও এ জগতের শূকরের খোঁয়াড়ে তারা বসবাস করেছে। তারা এ জগতের শূকরের খোঁয়াড় থেকে ফিরে আসছে, কারণ তারা পুত্র! স্বর্গ জুড়ে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়, যখন হারানো আত্মাদের খুঁজে পাওয়া যায়। আপনি আনন্দিত নন কেন?

অপব্যয়ী পুত্র সম্বন্ধে শিক্ষার এই দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গ যখন আমাদের ভাল লাগে, আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে সেটাই এই দৃষ্টান্তের কেন্দ্রস্থল, যখন অপব্যয়ী পুত্র ফিরে এলো। তার প্রত্যাগমনে নৃত্য-গীত সহযোগে মহাভোজ অনুষ্ঠিত হলো। হৃষ্টপুষ্ট বাছুর মারা হলো। অপব্যয়ী পুত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কঠিন পরিশ্রমের কাজ সেরে ঘরে ফিরে এলো। সে তার পিতার পক্ষে প্রতিদিন সারাদিন কঠিন পরিশ্রম করতো। সে এক ভৃত্যকে শুধালো, আমার পিতা এই উৎসবের আয়োজন করেছেন কেন? ভৃত্য তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "ওহো, আপনার ভ্রাতা ঘরে ফিরে এসেছে, এবং আপনার পিতা হৃষ্টপুষ্ট বাছুর মেরেছেন, এবং আনন্দের আতিশয্যে তিনি মহাভোজের আয়োজন করেছেন"।

এবারে লেখা আছে, এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্রুদ্ধ হলো, এবং উৎসব চলাকালীন সে তার পিতা ও ফিরে আসা তার ভ্রাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ঘরে গেল না। পক্ষান্তরে, পিতা এক বৃদ্ধ মানুষ হয়েও যিনি বাইরে ছুটে গেলেন ও অপব্যয়ী পুত্রকে জড়িয়ে ধরলেন, তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকেও ভালবাসলেন। পিতা বাইরে বেরিয়ে এলেন, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অনুনয় করলেন, অনিবার্যভাবে বললেন, "পুত্র, তুমি সর্বদা আমার সঙ্গে বিশ্বস্তভাবে আছো, এবং আমার যা আছে, সবই তোমার;কিন্তু তোমার ভ্রাতা হারিয়ে গিয়েছিল, তুমি কি একথা বোঝ না? এখন তাকে ফিরে পেয়েছি। সে মরে গিয়েছিল, এখন জীবিত হলো। এই গৌরবময় অলৌকিক উৎসবে তুমি এসো, যোগ দাও!"

এই গভীর দৃষ্টান্ত সেই প্রসঙ্গের বর্ণনা দেয়, যেখানে এই মহৎ দৃষ্টান্ত শেখানো হলো। এই দৃষ্টান্তে উল্লিখিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফরীশী ও অধ্যাপকদের তৈরি বাইরের বৃত্তে রয়েছে, স্বর্গে আয়োজিত আনন্দ উৎসবে দূতগণের সঙ্গে সে যোগ দেবে না, কারণ হারানো আত্মাদের খুঁজে পাওয়া গেল। পিতা যেমন উৎসবে যোগ দিতে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অনুনয় করছিলেন, তেমন যীশু এই ধর্মীয় নেতাদের আমন্ত্রণ দিচ্ছেন, যেন যীশুর মহৎ মিশনে উদ্দেশ্য সাধনে তাঁরা যীশুর সঙ্গে অংশ নেন, এবং এই সুসমাচারের এই পদগুলিতে ঘোষিত হারিয়ে যাওয়া মানুষ জনদের খোঁজ করেন ও হারানো জনেরা উদ্ধার পায় (লূক ৪:১৮;১৯:১০)।

এক অর্থে যীশু এখানে একই কাজ করছেন, অর্থাৎ তিনি পিতরকে বললেন, পিতর, তোমার মাছ ধরার কাজে তুমি আমাকে কর্মসঙ্গী হিসেবে নাও (লূক ৫:১-১১)। যদিও আমি

বিষয়টা প্রমাণ করতে পারি না, তবুও বাস্তবে এর সম্ভবনাতে আমি বিশ্বাস করি, ঐ বাইরের বৃত্তে ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে সবার সেরা মিশনারি যীশু সেই ব্যক্তিকে আহ্বান দিলেন, যিনি তার্ষ নগরের শৌল।

করগ্রাহী ও পাপীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত এই ভেতরের বৃত্তে আপনি যেমন দণ্ডায়মান যীশুকে দেখছেন, যিনি হারানো আত্মাদের পরিত্রাণ সাধনে অংশ নিতে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় নেতাদের আহ্বান দিলেন, তেমনি এই চমৎকার দৃষ্টান্তের ব্যক্তিগত, নিবেদিত প্রয়োগ হলো, যীশু আপনাকে এবং আমাকেও আমন্ত্রণ দিচ্ছেন, যেন নাসরতে তাঁর ঘোষিত ঘোষণাপত্র কার্যে পরিণত করতে তাঁর সঙ্গে আমরা অংশী হই। এখানে এক অর্থে আমরা বলতে পারি, আজকের দিনে যীশুর মণ্ডলী নামে পরিচিত সকল সম্প্রদায়ের উদ্দেশে যীশু বর্ণনা দিচ্ছেন, যখন সুসমাচার প্রচারের মূল্য বজায় রাখতে আমরা নিজেদের সুসমাচার প্রচারক বলি, তখন হারানো আত্মাদের কাছে আমরা যেন সুসমাচার প্রচার করি।

ধনী ব্যক্তি সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত

ষোল অধ্যায়ে ধনী ব্যক্তি সম্বন্ধে যীশুর দুটি ভয়ানক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে। একই প্রসঙ্গে এই দুটি দৃষ্টান্ত দেখা যাবে, যেখানে পনেরো অধ্যায়ে হারানো কয়েকটি বিষয়ের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে যীশু শিক্ষা দিলেন। যীশু তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশে এই দুটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করলেন, কিন্তু যখন তিনি প্রথম দৃষ্টান্ত বলা শেষ করলেন, ফরীশীরা বিষণ্ন হলেন। এর অর্থ তাঁরা এই শিক্ষাগুলি শুনলেন, এবং প্রভু স্পষ্টভাবে চাইলেন, যেন তাঁরাও এই দুটি কাহিনী শোনেন।

এক ধনী ব্যক্তি প্রথম দৃষ্টান্তটি "অধার্মিক ধনাধ্যক্ষের দৃষ্টান্ত" নামে পরিচিত, যা শুনে মনে হয় এক নেতিবাচক ব্যাখ্যা, কিন্তু আসলে এটি নাসরতে খ্রীষ্ট দ্বারা ঘোষিত ঘোষণাপত্রে অংশগ্রহণ সম্বন্ধে এক ইতিবাচক উক্তি। "ধনী ব্যক্তি ও লাসার" নামে দ্বিতীয় কাহিনী এক ব্যক্তি সম্বন্ধে অতি নেতিবাচক উক্তি, যীশু নিযুক্ত যে ব্যক্তি যীশুর কর্মসঙ্গী হওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

প্রথম দৃষ্টান্তটি কয়েকজন মানুষকে দ্বিধাগ্রস্ত করে, কারণ এক তহবিল তছরূপকারীর ভাসাভাসা সক্রিয়তাকে যীশু সমর্থন করছিলেন। কিন্তু তারা নির্ভুলভাবে দৃষ্টান্তটি তর্জমা করে নি। এই দৃষ্টান্ত এক ব্যক্তি সম্বন্ধে, যাঁর এক নায়েব ছিল, যার মানে তাঁর কর্পোরেশনের পক্ষে তিনি এক ম্যানেজার বা কোষাধ্যক্ষ রেখে ছিলেন। নূতন নিয়মের এই স্থানে আমরা অত্যন্ত আবশ্যকীয় একটি শব্দ খুঁজে পাই। দশমাংশ ও উপহার দেওয়া সম্বন্ধে পুরাতন নিয়ম শিক্ষা দেয়। উপহার বিষয়টা দশমাংশের উর্ধে, এবং পুরাতন নিয়ম ঈশ্বরের লোকদের শিক্ষা দেয়, তোমরা বলি উৎসর্গ করো, যে কাজে মূল্য দিতে হয় (২ শমূয়েল ২৪:২৪)। কিন্তু নূতন নিয়মে চোখ রাখলে আপনি 'ধনাধ্যক্ষ' শব্দ খুঁজে পাবেন। "ধনাধ্যক্ষতা" মানে ঈশ্বরের

উদ্দেশে আপনার সম্পত্তির বা অর্জনের দশমাংশ দেওয়া নয়। ধনাধ্যক্ষতা মানে আপনার অস্তিত্ব ও অর্জিত সবকিছু ঈশ্বরের প্রাপ্য। বিষয়টা আসলে কার্যনির্বাহ করা। আপনার প্রতি অর্পিত বিষয় বা বস্তুগুলির কি আপনি সদ্ব্যবহার করছেন? এটা কেবল আপনার অর্থ নয়, কিন্তু এগুলো আপনার প্রতিভা, সময় শক্তি ও বিভিন্ন দান। অন্য কথায়, আপনার নিজস্ব সব কিছুতে তাঁর দাবি রয়েছে।

মনে রাখবেন, একটি দৃষ্টান্ত (অংশ = সারাংশের পাশাপাশি = নিক্ষেপ করা) মানে এক কাহিনী, যাকে একটি সত্যের পাশাপাশি নিক্ষেপ করা হয়, যা যীশু শিক্ষা দিতে চান। যীশু যে সত্য শেখাতে চান, তা হলো ধনাধ্যক্ষতা। তিনি যে সত্য তত্ত্ব কাহিনীর পাশাপাশি রাখলেন, সেই সত্য অনিবার্যভাবে এক অতি ব্যক্তির কাহিনী, যার এক নায়েব বা ম্যানেজার আছে। তিনি শুনতে পেলেন, তাঁর নায়েব উত্তম ম্যানেজার নয়। সে তাঁর টাকাকড়ির অপব্যবহার বা তছরূপ করছে। তিনি তাঁর নায়েবকে বললেন, আমি হিসাব-পরীক্ষকদের ডাকছি, যাঁরা হিসাবের কাগজপত্র পরীক্ষা করবেন।

তখন নায়েব বসলো ও নিজের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললো। সে নিজেকে বললো, "এই মুহূর্তে আমার মনিবের টাকার ওপরে আমার নিয়ন্ত্রণ আছে। কিন্তু যখনই হিসাব-পরীক্ষকরা হিসাব-বইগুলো পরীক্ষা করবেন, আমি ক্রোধোন্মত্ত হবো ও আমার মনিবের টাকার ওপরে আমার নিয়ন্ত্রণ হারাব। আমি কি করতে পারি?" সে তার নিজ পছন্দগুলো ভেবে নিলো ও সংকল্প রাখলো তার মনিবের দেনাগ্রস্ত লোকদের কাছে সে যাবে।

তার কৌশল অনুযায়ী সে তার ভবিষ্যৎ স্থির করতে চাইলো। সে মনে মনে বললো, "বর্তমানে আমি এক পরিমণ্ডলে বাস করছি, যেখানে আমি কর্মে নিযুক্ত আছি, এবং টাকা ও অন্যান্য সম্পদের ওপরে আমার নিয়ন্ত্রণ আছে, যেগুলো আমার নয়। আমার প্রতি ন্যস্ত এই অনধিকার বস্তুগুলি আমি এমনভাবে কাজে লাগাব যে পরবর্তী আয়তনে যখন আমি ক্রোধোন্মত্ত হবো, এবং আমার মনিবের টাকা ও সম্পদগুলিতে নিয়ন্ত্রণ হারাব, আমার অনেক বন্ধু থাকবে, যারা আনন্দ সহকারে তাদের ঘরে আমাকে গ্রহণ করবে। আমার প্রতি তারা আতিথ্য করবে, যখন আমার কোথাও যাবার জায়গা থাকবে না"।

যখন তার মনিব (তার কর্মকর্তা — প্রভু যীশু নন) তাঁর নায়েবের কৃতকর্ম শুনতে পেলেন, তিনি তার প্রশংসা করলেন না, কেননা নায়েব এক তছরূপকারী ছিল। একটি অনুবাদে লেখা আছে ঃ "তিনি নায়েবকে প্রশংসিত করলেন, কারণ নায়েবের ভবিষ্যৎ তাঁর জানা ছিল"।

ব্যক্তিগত প্রয়োগ

যীশু কোন্ সত্য শেখালেন, যখন তিনি এই কাহিনী বললেন? দৃষ্টান্তটির তর্জমা ও প্রয়োগ সত্যি গভীর। যীশু শিক্ষা দিচ্ছেন ঃ "তুমি ঠিক সেই নায়েবের মত। তুমি যেগুলো তোমার বলে জানো, সে সবই ঈশ্বরের। তোমাকে যেগুলো দেওয়া হয়েছে, তুমি সেগুলো

ব্যবহার করছো মাত্র। যেমন সেই নায়েব জেনেছিল, তার ভীষণ ক্রোধ হবে, তেমনি একদিন তুমি মারা যাবে, এবং তোমার ব্যবহার করার জন্য ঈশ্বর-দত্ত সমস্ত অর্থ ও সম্পদের নিয়ন্ত্রণ তুমি হারাবে। ঐ সময় শ্রুতিকটু বাক্য তুমি শুনবে, 'তুমি আর তোমার নায়েব নও। এক্ষুনি তোমার ধনাধ্যক্ষতার হিসাব দাও'।"

এই দৃষ্টান্তের অনিবার্য উপাদান হলো, নায়েব দুটি আয়তনে বাস করলো। প্রথম আয়তনে তার মনিবের টাকা ও সম্পদের ওপরে তার নিয়ন্ত্রণ ছিল, কিন্তু সে জানতে পারলো, অবিলম্বে সে অন্য আয়তনে স্থানান্তরিত হবে, যখন সে তার নিয়ন্ত্রণ হারাবে। যখন সে প্রথম আয়তনে ছিল, মনিবের কাছ থেকে পাওয়া ধন-সম্পদ এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখলো যে তার অনেক বন্ধু হলো, তারা তাকে গ্রহণ করতে চাইলো, যখন সে দ্বিতীয় আয়তনে পদার্পণ করলো।

ঠিক যেমন অধার্মিক নায়েব তার কাছে গচ্ছিত ধন-সম্পদ কাজে লাগিয়ে অনেক জনকে বন্ধু বানালো ও পরবর্তী আয়তনে গেল, তেমনি পরবর্তী পরিমণ্ডলে যাওয়ার আগে আমরাও যেন আমাদের ধন-সম্পদ কাজে লাগিয়ে অনেক বন্ধু যোগাড় করি; এই পরিমণ্ডল হলো অনন্ত দশা। যখন আমরা "অভিযুক্ত" হবো, অথবা মারা যাব, আমাদের অনেক বন্ধু থাকবে, যারা তাদের অনন্ত অধিকারে বা বাসস্থানে আমাদের স্বাগত জানাবে।

"জ্ঞানবান (অপরদের) প্রাণ লাভ করে" (হিতোপদেশ ১১:৩০)। মূলত ঃ দৃষ্টান্তটি এই শিক্ষা দেয়। এই পরিমণ্ডলে আপনার প্রতি অর্পিত সম্পদগুলি আপনি এমন ভাবে কাজে লাগান, যে যখন আপনি মারা যাবেন, অনন্তলোকে অবস্থানকারী লোকেরা যেন আপনাকে বলে ঃ "আপনি এক মিশনারির উদ্দেশে টাকা দিলেন;সুতরাং সেই মিশনারির এক মিশনারি-সফর সম্ভব হলো। সেই মিশনারি-সফরে আমি খ্রীষ্টকে পেলাম। এই অনন্ত রাজ্যে আমি আসতে পারতাম না, যদি আপনি এক বিশ্বস্ত নায়েব না হতেন"।

অন্য কথায়, এই দৃষ্টান্ত আমাদের জানায়, আমার যা আছে, তা আসলে আমার নয়, এবং আমি কোন কিছু সঙ্গে নিতে পারব না। কিন্তু আমি স্বর্গে শেয়ার কিনতে পারব। আমার অর্থ ও সম্পদগুলি এমন ভাবে কাজে লাগিয়ে আমি স্বর্গে শেয়ার কিনতে পারি, যার দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধি পাবে ও যীশু খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলী নির্মাণ করবেন। খ্রীষ্টের এক উদ্ধারকারী জ্ঞান জানতে লোকেরা আসবে, কারণ আমাদের প্রতি ঈশ্বর-দত্ত ধন-সম্পদ আমরা বিশ্বস্তভাবে কাজে লাগিয়েছি।

এই কাহিনী বলার পরে যীশু এক সংযত আবেদন রাখলেন ঃ "যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে বিশ্বস্ত, সে প্রচুর বিষয়েও বিশ্বস্ত; আর যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অধার্মিক, সে প্রচুর বিষয়েও অধার্মিক। অতএব তোমরা যদি অধার্মিকতার ধনে বিশ্বস্ত না হইয়া থাক, তবে কে বিশ্বাস করিয়া তোমাদের কাছে সত্য ধন রাখিবে?"

আবেদনটি অনিবার্যভাবে এই অর্থ প্রকাশ করে যে ঈশ্বর আধ্যাত্মিকভাবে আমাদের আশিস দেবেন না, যদি আমরা বিশ্বস্তভাবে অর্থ ব্যয় না করি। আসলে বিষয়টা আমাদের অধিক দানের প্রতি আলোকপাত করে না, কিন্তু আমাদের কাছে গচ্ছিত ধন আমরা কিভাবে ব্যবহার করি, সে বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিশ্বস্ত, দায়িত্বশীল পরিচালনা এই শিক্ষার প্রেরণা।

যীশুর ঘোষণাপত্র কার্যে পরিণত করতে আপনি কি যীশুর সঙ্গে অংশ নিচ্ছেন? আপনি কি খ্রীষ্টের মহৎ পরিচর্যায় ও এই পৃথিবীতে আবেদনে ও কার্যে পরিণতকরণে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করছেন? যীশু খ্রীষ্টের পক্ষে এক মিশনারি, সুসমাচার প্রচারক, পালক অথবা এক বিশ্বস্ত সাক্ষী হিসেবে আপনি এই কাজ করতে পারেন। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে আপনার প্রতি অর্পিত সম্পদ বিনিয়োগ দ্বারা আপনি এই কাজ করতে পারেন, অর্থাৎ খ্রীষ্টের পক্ষে যাঁরা মিশনারি, সুসমাচার প্রচারক, পালক এবং বিশ্বস্ত সাক্ষী হিসেবে খ্রীষ্টকে সহযোগিতা করছেন, তাঁদের জন্য আপনি অর্থ যোগাতে পারেন।

খ্রীষ্টের সঙ্গে সহযোগী হওয়ার অনেক উপায় রয়েছে, কিন্তু আপনার কাছে আমি জানতে চাইব, আজকের দিনে আমাদের পৃথিবীতে পুনরুত্থিত ও জীবিত খ্রীষ্ট তাঁর মিশনের উদ্দেশ্যগুলি সফল করা অনুসারে আপনি কি সত্যি ও বাস্তবে খ্রীষ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন? যীশুর অনেকগুলি শিক্ষা আমাদের জানায় যে আজ এই প্রশ্ন সম্পর্কে আমাদের উত্তর দেওয়ার ভীতিজনক বাস্তবতায় অনন্ত রাজ্যে চিরদিনের জন্য আমরা বাস করতে চলেছি।

এক ধনী ব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁর দ্বিতীয় কাহিনীতে অনিবার্যভাবে তিনি বললেন ঃ "একজন ধনবান্ লোক ছিল, সে বেগুনে কাপড় ও সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করত, এবং প্রতিদিন জাঁকজমকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিত। তাহার ফটক-দ্বারে লাসার নামে এক জন কাঙালকে রাখা হইয়াছিল, সে ঘায়ে ভরা ছিল, এবং সেই ধনবানের মেজ হইতে পতিত গুঁড়াগাঁড়া খাইতে বাঞ্ছা করিত; আবার কুকুরেরাও আসিয়া তাহার ঘা চাটিত"।

এই কাহিনী সম্বন্ধে যদি আপনি ভাবেন, মনে হবে, এতে এক অঙ্কের মধ্যে তিন অঙ্কের নাটক রয়েছে। দেখুন, ধনবান্ লোকটি বিলাসিতার শয্যায় প্রতি রাতে নিদ্রা যেতো ও প্রতিদিন তার খাবার টেবিলে ভোজের আয়োজন থাকতো। প্রতিদিন যখন সে তার ফটক-দ্বারের বাইরে যেতো, এক শায়িত ভিক্ষুক তার নজরে পড়তো, কুকুরেরা যার ঘা চাটতো। ধনী ব্যক্তির জীবনে এর চেয়ে উপভোগ্য কিছু ছিল না; অন্য দিকে, দরিদ্র লাসার চরম দুর্দশার মধ্যে ছিল। এটাই একাংক নাটক।

দ্বিতীয় অঙ্কে তাদের দুজনেরই মৃত্যু ঘটলো। তারা উভয়ে মারা গেল। মৃত্যু হলো মহৎ সাধারণ ভগ্নাংশ। ধনী ব্যক্তি তার অট্টালিকায় রেশমী শয্যায় শায়িত অবস্থায় মারা গেল ও মহা ধূমধাম সহকারে তাকে কবরস্থ করা হলো। এই ধনী ব্যক্তির ফটক-দ্বারে লাসারের মৃত্যু হলো। তার কবর হলো কি না, আমরা জানি না। আমরা অনুমান করতে পারি, নিকাশি-

বিভাগের কর্মীরা এলো, মৃতদেহ তুললো ও একটা গাড়ীর মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। সম্ভবত যিরূশালেমের বাইরে "গেহেনা" নামক স্থানে আবর্জনার স্তূপের ওপরে তার দেহ রাখা হলো। দ্বিতীয় অঙ্কে তাদের উভয়ের মৃত্যুর দৃশ্য রয়েছে।

যখন তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা উত্থিত হলো, আমরা সেই সত্য আবিষ্কার করলাম, এই কাহিনীতে যীশু যা শেখাতে চাইলেন। এখন উভয় ব্যক্তি অনন্ত দশায় রয়েছে। ভিক্ষুক লাসারের এর চেয়ে অধিকতর সৌভাগ্য ছিল না। সে অব্রাহামের কোলে বসলো, যার মানে সে অব্রাহামের নিবিড় সান্নিধ্য পেলো। ধনবান্ ব্যক্তি নরকে গেল। সে জঘন্যতম স্থান পেলো।

লেখা আছে, সে যাতনাময় স্থানে রইল। এই দুই ব্যক্তির মাঝখানে বিরাট পার্থক্য, এক অতল গহ্বর রয়েছে, এবং এই পার্থক্যটাই চূড়ান্ত ও স্থায়ী। এ সম্বন্ধে কোন কিছু করা যাবে না। ধনবান্ ব্যক্তি জোর গলায় বললো ঃ "পিতঃ অব্রাহাম, আমার প্রতি দয়া করুন, লাসারকে পাঠাইয়া দিউন, যেন সে অঙ্গুলির অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া আমার জিহ্বা শীতল করে, কেননা এই অগ্নিশিখায় আমি যন্ত্রণা পাইতেছি। কিন্তু অব্রাহাম কহিলেন, বৎস, স্মরণ কর; তোমার সুখ তুমি জীবনকালে পাইয়াছ, আর লাসার তদ্রূপ দুঃখ পাইয়াছে; এখন সে এই স্থানে সান্ত্বনা পাইতেছে, আর তুমি যন্ত্রণা পাইতেছ। আর এ সকল ছাড়া আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বৃহৎ এক শূন্যস্থলী স্থির রহিয়াছে, যেন এখান হইতে যাহারা তোমাদের কাছে যাইতে চাহে, তাহারা না পারে, আবার ওখান হইতে আমাদের কাছে কেহ পার হইয়া আসিতে না পারে"।

বিষয়টা যখন সে বুঝতে পারলো, পাঁচটি ভ্রাতা সম্বন্ধে তার ভীষণ চিন্তা হলো। সে বললো ঃ "পিতঃ অব্রাহাম, মৃতদের মধ্য হইতে লাসারকে আমার পিতার গৃহে পাঠাইয়া দিউন, যেন সে আমার ভ্রাতাদের কাছে সাক্ষ্য দেয়, যেন তাহারা এই যাতনা-স্থানে না আসে।" "কিন্তু অব্রাহাম কহিলেন, তাহাদের নিকটে মোশি ও ভাববাদিগণ আছেন; তাঁহাদেরই কথা তাহারা শুনুক। তখন সে বলিল, তাহা নয়; পিতঃ অব্রাহাম, বরং মৃতদের মধ্য হইতে যদি কেহ তাহাদের নিকটে যায়, তাহা হইলে তাহারা মন ফিরাইবে"।

মোশি ও ভাববাদিগণের অনুপ্রাণিত লেখনীতে যীশু যথেষ্ট মূল্য দিলেন, যখন ধনবান্ ব্যক্তির উদ্দেশে তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন ঃ "তাহারা যদি মোশির ও ভাববাদিগণের কথা না শুনে, তবে মৃত গণের মধ্য হইতে কেহ উঠিলেও তাহারা মানিবে না।" এই বচন আক্ষরিকভাবে সফল হলো, যখন যীশু মৃতদের মধ্য থেকে উঠলেন, লোকেরা তাঁকে বিশ্বাস করলো না, অথচ তিনি যে সুসমাচার ঘোষণা করেছিলেন, তা বিশ্বাস করলে তারা ঐ ধনবানের দুর্দশা থেকে রেহাই পেতো।

এটি এক ভীতিজনক কাহিনী! বাইবেলে উল্লিখিত অনন্ত দশা সম্পর্কে এটি অত্যন্ত রেখাপাতকারী চিত্র। এই কাহিনী থেকে আমরা নরকানলের ধারণা, অনন্ত নরক ভোগ, কুকর্মের

শাস্তি ও অনন্ত যাতনা জানতে পারি। নরক সম্বন্ধে কেবল এটাই যীশুর শিক্ষা নয়। যিরূশালেম নগরের বাইরে থাকার ঐ ভীতিজনক স্থান, যা "গেহেনা" নামে পরিচিত, নরক সম্বন্ধে যীশুর ধারণা অনুযায়ী এটি তাঁর প্রিয় শব্দ। শব্দটি যিরূশালেমের বাইরে বিশাল উপত্যকার প্রতীক, যেখানে সব ধরনের আবর্জনা ফেলা হতো, এমনকি পশুদের ও দরিদ্র মানুষদের মৃতদেহ সেখানে নিক্ষিপ্ত করা হতো। যখন ইব্রীয় ইতিহাসের অমানিশাময় কিছু অধ্যায় লেখা হলো, ইহূদী পিতামাতারা ঐ উপত্যকার মধ্যে বিধর্মী দেবতাদের উদ্দেশে তাদের সন্তানদের বলি দিতো, যা তাদের মতে ছিল মানবিক উৎসর্গ। যখন যীশু শিক্ষা দিলেন, যদি আমাদের ভ্রাতাকে আমরা মূর্খ বলি, আমরা নরকগামী হই, যেখানে তিনি "গেহেনা" শব্দ ব্যবহার করলেন। শব্দটি আবর্জনা-রূপ ধারণা বহন করে। যীশুর মতানুসারে নরক থেকে রক্ষা পাওয়া মানে আবর্জনার মত বিনষ্ট জীবন থেকে রক্ষা পাওয়া বোঝায়।

পক্ষান্তরে, ধনবান্ ব্যক্তি ও লাসার সম্বন্ধে এই কাহিনী তাদের অনন্ত দশা সম্বন্ধে অত্যন্ত নিশ্চিত বর্ণনা দেয়, যারা উদ্ধার পায় নি। অনন্ত দশার এই স্বচ্ছ অবস্থা সম্পর্কে একটি জঘন্য বিষয় হলো, ধনবান্ ব্যক্তির এক স্মৃতি আছে। এই পৃথিবীতে পঞ্চাশ, অথবা ষাট কিংবা সত্তর বৎসর জীবনকালে তার অনন্ত দশা সে স্মরণ করে। সে সারা জীবন কী করলো? এই প্রশ্ন নিয়ে সে অনন্ত কাল যাতনার মধ্যে রইল।

এই কাহিনী অধার্মিক নায়েব সম্পর্কিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। আমাদের প্রত্যেক জনকে ঈশ্বর দীর্ঘ জীবন দিয়েছেন, এবং সারা জীবন আমরা ম্যানেজারের কাজ করি — কেবল অর্থ ব্যবহার করি না, যা আসলে আমাদের ধনাধ্যক্ষতার তুচ্ছ প্রয়োজনীয় আয়তন। আমাদের জীবন, আমাদের সময়, আমাদের শক্তি, আমাদের বিভিন্ন গুণ, আমাদের প্রতিভা, আমাদের স্বাস্থ্য — এগুলো আমাদের সারা জীবনের অনিবার্য উপাদান। এই ধনবান্ ব্যক্তিকে অনন্ত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হলো, যথা ঃ "সারা জীবন তুমি কী করলে?"

অধার্মিক নায়েবের দৃষ্টান্তে আপনাকে ও আমাকে যীশু প্রশ্ন করছেন ঃ "আমার ঘোষণাপত্র কার্যে পরিণত ও প্রয়োগ করতে তুমি কি আমার সহযোগী হয়ে তোমার জীবন ও তোমার প্রতি অর্পিত সবকিছু বিশ্বস্ত ভাবে কাজে লাগাবে?" ধনবান্ ব্যক্তি সম্পর্কে এই দ্বিতীয় কাহিনী সেই মানুষ সম্বন্ধে ভীতিজনক ব্যাখ্যা, যে যীশুর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে "না" বলেছিল!

এই দ্বিতীয় ধনী মানুষ সম্বন্ধে কাহিনীর প্রয়োগটিও যীশুর সামাজিক বিবেক ও প্রিয় চিকিৎসক লূকের সমবেদনায় আলোকপাত করে। যখন আমরা এই কাহিনী পড়ি, অনন্ত দশা সম্বন্ধীয় বিবরণ আমাদের মনে এত বেশি রেখাপাত করে ও দুর্দশা জানায় যে সামাজিক প্রয়োগগুলি বাদ দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

অ্যালবার্ট সুইটজার নামে এক ব্যক্তি বলেছেন, যীশুর এই শিক্ষা তার জীবনকে চিরতরে পরিবর্তিত করেছে। সেরাদের মধ্য থেকে অন্যতম অর্গ্যান বাদক, অন্যতম দার্শনিক,

অন্যতম চিকিৎসক এবং ইউরোপে অন্যতম ঈশতাত্ত্বিক হিসেবে মর্যাদাসম্পন্ন সমস্ত প্রতীক ও উপভোগ্য স্বাচ্ছন্দময় বিলাসিতা তিনি ত্যাগ করলেন ও এক চিকিৎসক-মিশনারি হিসেবে আফ্রিকাতে গেলেন। আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে তিনি ঔষধ প্রয়োগ অনুশীলন করলেন, যেখানে পীড়িত লোকেরা কোন চিকিৎসা পেতো না, যদি তিনি তাদের প্রতি যত্নশীল না হতেন। সুইটজার বললেন, যীশুর এই কাহিনী যখন তিনি পড়লেন, উপলব্ধি করতে তাঁর বেশি সময় লাগলো না যে ধনী মানুষের ফটক-দ্বারে শায়িত লাসার আসলে আমাদের জীবনের ফটক-দ্বারে শায়িত আহত পৃথিবী।

আফ্রিকাতে গিয়ে সুইটজার বললেন ঃ "আফ্রিকা যেন লাসার"। তিনি এ কথাও বললেন ঃ "আপনার জীবন হলো আপনার বিতর্ক"। আমি মনে করি, এটি এক সুগভীর অভিব্যক্তি। তাঁর জীবন থেকে তিনি বললেন ঃ "আসলে আমরা যা বিশ্বাস করি, আমরা সেই কাজ করি, অবশিষ্ট বিষয় গুলি নিছক ধর্মীয় আলোচনা"। আমার জানতে ইচ্ছা হয়, আপনি ও আমি কি লাসারকে জানি?

আমার বিশ্বাস, এই মহৎ শিক্ষার চ্যালেঞ্জ রেখাপাতকারী ও দুঃখপূর্ণ প্রতিকৃতি আমাদের সামনে তুলে ধরে, হারানোদের অনন্ত দশা সম্পর্কে যীশু যা অঙ্কন করলেন। অনন্ত বিনাশের এই দৃশ্যশ্রেণী আমাদের অনুপ্রাণিত করুক, যেন আমরা তাদের কাছে সুসমাচার উপস্থাপন করি, যারা কোন দিন সুসমাচার শুনতে পায় নি। প্রেরিত পৌলের মত যেন আমরাও তিন প্রকার মিশনের সম্পূর্ণতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হই, যথা ঃ একজন সকলের জন্য মরলেন, সকলে হারিয়ে গিয়েছে এবং সকলকে শুভবার্তা শুনতেই হবে (২ করিন্থীয় ৫:১৩-৬:২)।

পক্ষান্তরে, এই কাহিনীর অন্য প্রয়োগ হলো লূক লিখিত সুসমাচারের প্রেরণা ও মূল ধ্যান। প্রয়োগটি এই প্রকার যথা ঃ আপনি ও আমি কি যীশুর সঙ্গে এই পৃথিবীতে তাঁর মিশনের উদ্দেশ্যগুলি কার্যে পরিণত ও প্রয়োগ করতে সহযোগিতা করবো, যা নাসরতে তাঁর ঘোষণাপত্রে ঘোষিত হয়েছে? এই পৃথিবীর অন্ধদের দৃষ্টি দিতে, বন্দিদের মুক্ত করতে ও ভগ্নচূর্ণমনা লোকদের সুস্থ করে তুলতে আমরা কি যীশুর সঙ্গে আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব?

জীবনের তিনটি দর্শন

লক্ষ্য করুন, লূক লিখিত সুসমাচারে যীশু কতবার ও কয়টি স্থানে আমাদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, যেন তাঁর ঘোষিত ঘোষণাপত্র বাস্তবায়িত করতে আমরা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করি। যেহেতু লূক এক চিকিৎসক ছিলেন, সুতরাং কেবল তাঁর লেখনী থেকে "দয়ালু শমরীয়" দৃষ্টান্তটি আমরা পেয়েছি। এক ব্যক্তির কাহিনী যীশু বলেছেন, যার ওপরে দস্যুরা হামলা করলো, প্রচণ্ড মারধর করে আধমরা অবস্থায় তাকে পথের ধারে ফেলে গেল। সর্বস্ব লুণ্ঠিত ও আহত ঐ মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশ দিয়ে তিন জন ভিন্ন মানুষ চলে যাওয়ার সময় তাঁরা পথের ধারে

শায়িত অসহায় ও নৈরাশ্যময় ব্যক্তিকে দেখতে পেলো (১০:২৫-৩৭)।

এই কাহিনীতে উল্লিখিত পথ বেয়ে যিরূশালেম থেকে যিরিহোতে যাওয়া যেতো। শলোমনের মন্দিরে কর্তব্যপরায়ণ যাজকগণ অবসর যাপন করতে হামেশা যিরিহোতে যেতেন। দুই জন যাজক প্রায় একই সময়ে ঐ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় সেই মুমূর্ষু ও অসহায় মানুষের ভয়ানক দুর্দশা দেখতে পেলেন। তাঁরা অনিবার্যভাবে একে অন্যকে বললেন ঃ "সত্যি, তোমার সামনে এক সমস্যা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আমি ওতে জড়িয়ে যেতে চাই না"। বাইবেলে আমরা পড়ি ঃ "তাঁরা পথের অন্য পাশ দিয়ে চলে গেলেন"।

কিন্তু, এক শমরিয়ও সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মৃতপ্রায় লোকটিকে দেখতে পেয়ে তিনি থামলেন। তিনি তার আঘাতের ব্যাথা উপশম করতে তাঁর সাহায্যের হাত বাড়ালেন, তাকে তাঁর গর্দভের পিঠে চাপালেন ও তাকে এক পান্থশালায় নিয়ে গেলেন। পান্থশালার মালিকের হাতে কিছু টাকা দিয়ে তিনি বললেন ঃ "যদি আপনার আরও টাকার প্রয়োজন হয়, আমি ফিরে এসে আপনার পাওনা মিটিয়ে দেব"।

এক ব্যবস্থাবেত্তার প্রশ্নের উত্তরে যীশু দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা দিলেন। প্রশ্নটি ছিল ঃ "আমার প্রতিবাসী কে?" যীশুর এই গভীর উত্তর দ্বারা জীবনের অথবা প্রতিবাসীর তিনটি দর্শন উপস্থাপন করে। এই কাহিনী বলার পর যীশু এক প্রশ্ন রেখে ব্যবস্থাবেত্তার প্রশ্নের উত্তর দিলেন ঃ "এই তিন জনের মধ্যে সত্যিকার প্রতিবাসী কে?"

দস্যুদের উদাহরণ জানিয়ে যীশু ব্যবস্থাবেত্তার প্রশ্নের প্রথম উত্তর দিলেন, যারা এক পথিকের সর্বস্ব লুঠ করলো ও তাকে বেদম প্রহার করে পথের ধারে ফেলে রাখলো। তাদের দর্শন এই প্রকার যথা ঃ "আমার যা আছে, তা আমার, এবং তোমার যা রয়েছে, তা যত শীঘ্র সম্ভব, আমি কেড়ে নেব"। পৃথিবীতে অনেক মানুষের জীবন দর্শন এই প্রকার। এই কারণে আমাদের জন্য সরকার, পুলিশ ও সেনাবাহিনী আছে।

যাজক ও লেবীয়, অর্থাৎ কাহিনীর ধর্মীয় লোকেরা এই প্রশ্নের, এবং প্রতিবাসী সম্বন্ধীয় দর্শনের দ্বিতীয় উত্তর দেয়। উত্তরটা এই প্রকার, যথা ঃ "আমার যা আছে, তা আমার; তোমার যা আছে, তা তোমার। আমার আশীর্বাদ আমার, এবং তোমার আশীর্বাদ তোমার। আমার সমস্যা আমার, এবং তোমার সমস্যা তোমার। সত্যি তোমার সমস্যা আছে, কিন্তু আমার জীবন-দর্শন হলো, বাঁচো ও বাঁচতে দাও। আমার যা আছে, তা আমার; এবং তোমার যা আছে, তা তোমার। আমি অন্য কোন বিষয়ে জড়িয়ে যেতে চাই না!" আজকের দিনে ধর্মীয় অনেক নেতাদের জীবন-দর্শন ও প্রতিবাসী-সম্বন্ধীয় ধারণা এই প্রকার।

আমাদের জীবন-দর্শন ও প্রতিবাসী সম্বন্ধীয় ধারণা সম্পর্কে এই কাহিনীতে উল্লিখিত যীশুর প্রশ্নের তৃতীয় উত্তর রয়েছে। প্রকৃত মালিক, যিনি এই দৃষ্টান্ত কাজে লাগালেন, তিনি এক সত্যের পাশাপাশি এই কাহিনী রাখলেন, যে সত্য আমাদের শেখাতে চাইলেন। যীশুর

প্রশ্নের উত্তরে শমরিয়ের সক্রিয় ভূমিকা এই সত্য ব্যক্ত করে। শমরিয়ের জীবন-দর্শন ও প্রতিবাসী সম্বন্ধীয় ধারণা ছিল ঃ "তোমার যা আছে, সে সবই তোমার, এবং যে কোন সময় তোমার প্রয়োজন অনুসারে আমার সবই তোমার"।

জীবন ও প্রতিবাসী সম্বন্ধীয় দর্শন আপনাকে ধনী বানাবে না, কিন্তু আমাদের ফটক-দ্বারে শায়িত লাসার সম্বন্ধে যীশুর দর্শন এটাই — এরা জনগণের এক পৃথিবী, যারা আধ্যাত্মিকভাবে দরিদ্র, কারণ তারা অন্ধ, বন্দি ও ভগ্নচূর্ণ হৃদয়-বিশিষ্ট মানুষ।

প্রতিদিন আপনি যখন মানুষের মাঝে থাকেন, সব ধরনের মানুষের দশা জানতে চেষ্টা করুন, অন্ধ, বন্দি ও ভগ্নদশাগ্রস্ত মানুষ হিসেবে যারা আপনার আওতায় আসে, যাদের জন্য যীশু এলেন। হারানো মেষ, সিকি, পুত্র ও গীর্জাঘরের প্রবেশ-দ্বারে শায়িত মহৎ লাসার হিসেবে এই পৃথিবীর লোকদের বুঝতে শিখুন। পরে উপলব্ধি করুন, যে খ্রীষ্ট আপনার জীবনে বাস করেন, আপনার মাধ্যমে তিনি তাদের কাছে পৌঁছতে চান, এবং আশা রাখেন, যেন এই পৃথিবীতে ও অনন্ত কাল তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনের সমাধানে ও প্রশ্নাবলীর উত্তর দানে আপনি অংশ গ্রহণ করেন।

বিষয়টা এই ভাবে বলা হয়েছে, আজকের পৃথিবী যেন বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার মত। যখন আপনি দূরদর্শনে বিশ্বকাপ দেখেন, হাজার হাজার দর্শক আপনার নজরে পড়ে, যাদের যথেষ্ট অনুশীলন প্রয়োজন, যারা বেশি বিশ্রাম পাচ্ছে, যখন তারা বাইশ জন পুরুষের খেলা দেখে, যাদের পর্যাপ্ত বিশ্রাম প্রয়োজন, কেননা তারা বেশি অনুশীলন করে! যখন আপনি আজকের দিনে যীশুর বিশ্ব-মিশন বিবেচনা করেন, পুনরুত্থিত ও জীবিত খ্রীষ্টের উদ্দেশে মরিয়া ভাবাপন্ন সমর্পিত থাকুন, যেন আপনি এক দর্শক না থাকেন, কিন্তু এক অংশগ্রহণকারী ও সক্রিয় খেলোয়াড় হতে পারেন, এবং তাঁর পক্ষে প্রথমে আপনার প্রতিবাসীদের ও সমুদয় জাতিকে শিষ্য তৈরী করেন।

অধ্যায় ৬

"অন্বেষণকারী পরিত্রাতা"

আরোগ্য-সাধন-সম্বন্ধীয় এক চমৎকার কাহিনী (লূক ৮:২৬-৩৯)

উপশম পাওয়ার আগে যারা মানসিক চিকিৎসালয়ে কাজ করেছেন, এই মর্মস্পর্শী কাহিনী তাঁদের দ্বারা প্রশংসিত হবে। মানসিক চিকিৎসালয়ের পরিবারের সদস্যদের প্রতি অথবা এই ভয়ানক উপসর্গগুলির দ্বারা আক্রান্ত লোকদের ভালবাসতে যারা নিবেদিত, ভালবাসার তাগিদে তাঁরা তাদের সব কিছু দিতে পারেন, যেন বিনিময়ে এই রোগীদের মস্তিষ্ক পুনরায়

নিরাময় হয়। মানসিকভাবে পীড়িত জনদের কাছে স্বাস্থ্য অধিকর্তাগণ যেন এই রোগের আশ্চর্য সুস্থকরণ সম্বন্ধে যীশুর বিস্ময়কর ভূমিকা বারংবার বলেন।

যখন যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা গাদারীয়দের দেশে গেলেন, মন্দ-আত্মাবিশিষ্ট এক মানুষের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটলো। এই দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ যীশুকে এক মর্মস্পর্শী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো, যখন তাকে আক্রান্তকারী মন্দ আত্মারা জানতে চাইলো ঃ "হে যীশু আপনার সহিত আমার সম্পর্ক কী"? (৮:২৮) এই পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে, যাদের এত বেশি অনেক সমস্যা রয়েছে; তথাপি তারা মনে করে না, যীশুর কাছে ও তাঁর পরিত্রাণে তাদের জন্য কোন মুক্তির সম্ভাবনা থাকতে পারে। তাদের ভয়ানক উপসর্গগুলির দ্বারা এতটাই প্রতারিত হয়েছে যে তারা কল্পনা করতে পারে না, যীশু যত্নশীল থাকবেন, অথবা তাদের প্রতি ও তাদের সমস্যাগুলিতে সম্পর্কিত থাকবেন। এই চমৎকার কাহিনীতে উল্লিখিত অসংখ্য মন্দ আত্মা দ্বারা আক্রান্ত মানুষটি আবিষ্কার করলো যে তার সঙ্গে ও তার জীবনের দুর্দশাময় পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে যীশু ও তাঁর পরিত্রাণ আশ্চর্য কর্ম সাধন করতে সক্ষম।

এই মনোগ্রাহী কাহিনীতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ রয়েছে। সে সুস্থ হয়ে গেলে পর যখন যীশু সেই স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন, সেও নৌকায় চেপে যীশুর সঙ্গে যেতে চাইলো। সহজেই আমরা অনুমান করতে পারি সে কেন সেই জায়গা ছেড়ে যেতে চাইলো, যে জায়গায় তার দুর্ভোগময় বৎসরগুলিতে দুঃখজনক লক্ষণগুলি সকলের জানা ছিল। যীশুর সঙ্গ লাভ করতে তার আকাঙ্খার কারণ আমরাও উপলব্ধি করতে পারি।

কিন্তু যীশু তাকে বললেন ঃ "তুমি তোমার গৃহে ফিরিয়া যাও, এবং তোমার নিমিত্ত ঈশ্বর যে যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত বল" (৮:৩৯)। অন্য অনুবাদে বলা হয়েছে, তার প্রতি কৃত ঈশ্বরের মহৎ কর্মগুলি সে যেন অন্যদের দেখায়। যীশুর দ্বারা অলৌকিকভাবে আরোগ্যপ্রাপ্ত এই মানুষ এখন তার পরিজনদের কাছে যীশুর পক্ষে এক মিশনারি, যীশুকে যে মানুষ সর্বাধিক জেনেছে।

এই ঘটনা থেকে এক মিশনারির সংজ্ঞা আমরা জানতে পারি। যদি আপনার জন্য ঈশ্বর মহৎ কর্ম করেছেন, তাহলে আপনি এক মিশনারি হয়েছেন। দীপাধারে সেই প্রদীপের মত, অথবা পর্বতের ওপরে স্থাপিত এক গোচরীভূত নগরের মত আমাদের পক্ষে ঈশ্বর-কৃত মহৎ মহৎ কর্ম অন্যদের কাছে আমরা যেন দেখাই ও ব্যাখ্যা করি। এই মিশনারি দায়িত্ব শুরু করতে হবে, যে স্থান কঠিনতম, যেখানকার লোকেরা আমাদের ভালভাবে জানে এবং যেখানে আমাদের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ হবে — এরা আমাদের ঘরের আপন জন।

এই অলৌকিক সুস্থকরণে আসলে ভূত ছাড়ানো হলো। এই মানুষের মধ্যে বাসকারী মন্দ আত্মাদের উদ্দেশে যীশু কথা বললেন, এবং ঐ মানুষের মধ্য থেকে বেরিয়ে যেতে তিনি সরাসরি তাদের আদেশ দিলেন। আজকের দিনে যদি যীশু এখানে থাকতেন, তাহলে এই ধরনের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি কি তিনি অন্য কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন? তিনি কি এই

ধরনের মানুষ সম্বন্ধে বলতেন, "প্রচণ্ড উন্মাদ, যে মন্দ আত্মাদের কবলে; সুতরাং অবশিষ্ট জীবনে তার জড়ত্ব দশায় তাকে উপশমকারী ঔষধ দেওয়া হোক্?" এ সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন?

ফরীশী ও করগ্রাহী (লূক ১৮:৯-১৪)

এখানে দুটি মানুষ, দুটি প্রার্থনা, দুটি ভঙ্গী, দুটি বচন আমাদের নজরে পড়ে। কাহিনীর শেষ লগ্নে এই দুটি মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, যীশু একজন সম্বন্ধে "ধার্মিক" ঘোষণা করলেন, অন্য জনের সম্বন্ধে নয়। অথবা বলা যেতে পারে, একজন উদ্ধার পেলো, অন্য জন নয়। আবার আর এক ভাবে বলা যায়, একজন অনুগ্রহের রাজ্যভুক্ত হলো, অন্যজন নয়।

"ধার্মিক" শব্দের মানে হলো, "ঠিক যেন আমি কখনও পাপ করিনি"। এ ছাড়া এর মানে হলো, ঈশ্বরের ঘোষণা অনুযায়ী আমরা ধার্মিক আখ্যা পেয়েছি। রোমীয় পুস্তক আমাদের জানাবে, এক অত্যন্ত বোধগম্য উপায়ে ঈশ্বর এই কাজ করেন। এই দৃষ্টান্তে আমাদের প্রতি যীশু যে শুভ বার্তা বলেন, তা সত্যি। যীশুর শিক্ষা অনুসারে এই করগ্রাহীর মত প্রার্থনা করলে ধার্মিক হওয়া যায়, যথা ঃ "হে ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর প্রতি দয়া কর"।

অন্য দিকে, ফরীশী "নিজেকে জাহির করার জন্য" প্রার্থনা করলো। সে নিজেকে নিয়ে প্রার্থনা শুরু করলো, তার প্রার্থনায় সবকিছু নিজের সম্বন্ধে ছিল ও নিজের বড়াই বজায় রেখে সে প্রার্থনা শেষ করলো। নিজের গণ্ডীর বাইরে সে যেতে পারলো না। আক্ষরিকভাবে "প্রার্থনা করা" মানে "চাওয়া" বোঝায়। এই সংজ্ঞা অনুসারে ফরীশী আদৌ প্রার্থনা করে নি, কারণ সে ঈশ্বরের কাছে কোন কিছু চায় নি।

এই দৃষ্টান্ত তাদের প্রতি বক্তব্য রাখলো, নিজেদের ওপরে আস্থা রেখে যারা ভাবলো তারা ধার্মিক, এবং এই চিন্তা নিয়ে অন্যদের অবজ্ঞা করলো। পাপী হিসাবে একজন কিভাবে ধার্মিক হতে পারে? ঈশ্বর কিভাবে এক পাপীকে ধার্মিক ঘোষণা করতে পারেন? ধার্মিক হওয়া কি আত্ম-প্রয়াসের ফল? আমি কি ধার্মিক বা নির্দোষ হতে পারি, যেহেতু ধার্মিক হওয়ার জন্য আমি নিজ প্রয়াসে আস্থা রাখি? এই দৃষ্টান্ত "না" বলে! ঈশ্বর তখনই ঘোষণা করবেন, "ঠিক যেন আমি কখনও পাপ করি নি," যখন আমি স্বীকার করি, আমি এক পাপী, কেননা আমি নিজেকে বাঁচাতে পারি না; সুতরাং দয়া পাওয়ার আশায় আমি ঈশ্বরকে অনুনয় করি।

এই দৃষ্টান্তে যীশু শুভ বার্তা ঘোষণা করলেন, যা সত্যি। এই পৃথিবীর প্রত্যেক নর, নারী, বালক, বালিকা ধার্মিক হতে পারে, যদি তারা অশ্রুসিক্ত নয়নে অনুতাপ সহকারে প্রার্থনা করে ও বিনম্রতার ভঙ্গীতে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন জানায়, "হে ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর প্রতি দয়া কর!" ফরীশীর দাঁড়াবার ভঙ্গী প্রার্থনা করার ভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল,

এবং বিনম্রতা, অনুশোচনা ও অনুতাপ অনুগ্রহের স্থানে ও পর্যায়ে আমাদের উত্তরণ দেয়।

নিবেদিত এক বিদ্বান্ ব্যক্তি বিশ্বাস করতেন, সক্কেয় নামে করগ্রাহীদের প্রধান, পরবর্তী অধ্যায়ে যার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হবে, এই দৃষ্টান্তে সেই করগ্রাহী সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই তথ্যে এই দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত যে যীশু যখন তার নাম ধরে ডাকলেন, তখন মনে করা যায় যে তাঁরা পরস্পর পরিচিত ছিলেন। ঘটনা থেকে এই ধারণাও পাওয়া যায় যে সক্কেয়ের প্রার্থনা "সমাধান করতে," অনুতাপ মানে বুঝিয়ে দিতে, এবং জীবনে তা কাজে লাগাবার উপায় জানাতে যীশু যিরিহোতে গেলেন। টাকা ফিরিয়ে দেবার বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা সে অন্যায়ভাবে উপার্জন করেছিল। যদিও বিষয়টা অত্যন্ত আনুমানিক, তবুও নূতন নিয়মে উল্লিখিত অত্যধিক মনোগ্রাহী কাহিনীগুলির এই একটি কাহিনীতে আমাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

যীশু ও প্রধান করগ্রাহী (লূক ১৯:১-১০)

লূক ১৮ ও ১৯ অধ্যায় পাঠ করার সময় ধনী ব্যক্তি সম্বন্ধে দুটি কাহিনী আমরা জানতে পারি। তিন অঙ্কের নাটকের মত এই প্রধান করগ্রাহীর সঙ্গে যীশুর সাক্ষাৎকার আমরা বিবেচনা করতে পারি। প্রথম অঙ্কে যীশু সক্কেয়কে স্বাগত জানালেন। সক্কেয়ের ঘরে দ্বিতীয় অঙ্ক মঞ্চস্থ হলো, যেখানে এই মানুষের সঙ্গে কথাবার্তায় ও পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় যীশু সারাদিন কাটালেন, যাকে যিরিহোর প্রত্যেক জন অপছন্দ করতো।

তৃতীয় অঙ্কে যখন যবনিকা উত্থিত হলো, যীশু ও সক্কেয় সারাদিন একসাথে কাটাবার পর সক্কেয়ের ঘর থেকে দুজনই বেরিয়ে এলেন। এই সময় সক্কেয় প্রথমে কথা বলেছিল। সে যীশুকে "প্রভু" সম্বোধন করে জানালো, সে তার অর্ধেক অর্থ দরিদ্রদের দেবে, এবং অবশিষ্ট অর্ধেকাংশ থেকে ৪০০% শতাংশ তাদের ফিরিয়ে দেবে (যদি সে কাউকে প্রতারিত না করতো, তাহলে অনুমান করতো না যে এই সমস্যা সমাধান করতে তার সম্পত্তির অর্ধেক প্রয়োজন হতো)।

এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দ্বিতীয় অঙ্কে, অথবা সক্কেয়ের ঘরে কী ঘটলো, সে সম্বন্ধে আমরা কোন কিছু জানি না। সারা দিন কি বিষয় নিয়ে তাঁদের কথাবার্তা হলো? অনুতাপের মানে, ক্ষমা পাওয়া ও যীশুর অনুসারী হওয়া সম্বন্ধে তাদের অবশ্যই আলোচনা হয়েছিল। টাকা প্রসঙ্গটিও অবশ্যই আলোচ্য বিষয় ছিল, কারণ সক্কেয়ের প্রথম কথাতেই এর আভাস পাওয়া যায়। যিরিহোর সেরা পাপীর মুখ থেকে যখন যীশু সেই কথা শুনলেন, যীশু তাকে অব্রাহামের পুত্র রূপে ঘোষণা করলেন ও বললেন, আজ এই গৃহে পরিত্রাণ উপস্থিত হলো।

এই কাহিনীতে উল্লিখিত আমার প্রিয় অংশ হলো, যখন যীশু যিরিহোতে গিয়ে সেই খর্বকায় দুর্জনের সঙ্গে সারা দিন কাটালেন, এবং এ সম্বন্ধে অন্য লোকেরা কানাঘুষো করতে

লাগলো। এক শিল্পীকে আমি দায়িত্ব দিতে চাই, যিনি যীশুর ছবি আঁকবেন, ইহূদী ঐতিহাসিক যোষেফাসের মতানুসারে যিনি এক মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, খর্বাকায় সক্কেয়ের স্কন্ধে হাত রেখে তার ঘরে যাচ্ছিলেন, যখন আত্ম-ধার্মিক লোকেরা কানাকানি করছিল, কারণ যিরিহো নিবাসী প্রধান করগ্রাহীর গৃহে তিনি সারা দিন কাটালেন।

এই কাহিনীর অন্তিম চমৎকার বাণী সেই অংকনের নীচে পিতলের কাজ করা ফলকে খোদাই করে লিখে রাখা যাবেঃ "কারণ যাহা হারাইয়া গিয়েছিল, তাহার অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন"। এই শব্দগুলি তৃতীয় সুসমাচারের নিশ্চিত পদগুলির অন্যতম পদ, যা এই পৃথিবীতে চিরজীবিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জীবনের মূল মিশনের উক্তি আমাদের জানায় (১৯:১০)।

এই সাক্ষাৎকারে যীশুর কৌশলও আমাদের নজরে পড়ে। তিনি কেবল যিরিহোর মধ্য দিয়ে গেলেন, এবং সেই মানুষের কাছে পৌঁছনো স্পষ্টভাবে তাঁর কৌশল ছিল, যে স্থান ত্যাগ করার পর, এবং তিনি নগরের সীমানা ছাড়িয়ে গেলেও যে মানুষ যীশুতে বিভোর থাকবে, এবং তার মাধ্যমে গোটা যিরিহো যীশুকে জানতে পারবে।

নগরে আলোড়ন অনুমান করুন, যখন যিরিহোতে অতিরিক্ত কর-ভারগ্রস্ত লোকদের তিনি ডাক দিলেন; হয়তো নিয়মিত করগ্রাহী হিসেবে এবারে তাঁর ডাকে আন্তরিকতার আভাস ছিল। তাদের বিস্ময়, উল্লাস ও ভীতি অনুমান করুন, যখন তারা ভাবছিল, সক্কেয় তাদের টাকার থলি থেকে অনেক টাকা তুলে নেবে, তখন তারা আবিষ্কার করলো, তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া টাকার চতুর্থাংশ সক্কেয় তাদের ফিরিয়ে দেবে, কেননা সে যীশুর দেখা পেয়েছে! আমার অনুমান, যিহোশূয়ের সময়ে নগরের প্রাচীর ধ্বংস হওয়ার পরে এটা ছিল মহত্তম ঘটনা।

এক ধনবান্ ব্যক্তির সঙ্গে অন্য সাক্ষাৎকার (লূক ১৮:১৮-২৭)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এক ধনবান্ ব্যক্তি সম্বন্ধে অন্য কাহিনী আছে, যা যীশু ও সক্কেয় সম্বন্ধে এই কাহিনীর পাশে রাখা উচিত। যখন আপনি তুলনা করেন, এবং যখন বিশেষভাবে এই দুটি ধনী ব্যক্তির পার্থক্য দেখেন, তাদের দুজনের যা ছিল, প্রথমে তা লক্ষ্য করুন।

তারা উভয়েই ধনবান্ ছিল। তারা দুজনেই ইহূদী ছিল। তারা দুজনই যীশুকে দেখার আশায় ব্যাকুল ছিল। সক্কেয় একটা গাছে উঠে ছিল, যখন ধনবান্ নামে আমাদের জানা তরুণ প্রশাসক ছুটতে ছুটতে যীশুর কাছে এলো ও যীশুর সামনে প্রণত হলো। তারা উভয়ে প্রকাশ্যে যীশুর কাছে এলো। তারা দুজনই উদ্ধার পাওয়ার অথবা অনন্ত জীবন লাভ করার উপায় জানতে দৃশ্যতঃ আগ্রহী ছিল। যীশু স্পষ্টভাবে এই দুজনকে ভালবাসলেন। যীশু প্রকাশ্যে তাদের দুজনকে বললেন, অনুতাপ করো, এবং অর্থের লালসা থেকে দূরে থাকার অনুতাপের প্রমাণ দাও।

তাদের পার্থক্য দেখার সময় তাদের বিস্ময়কর ভিন্ন ভাবগুলি লক্ষ্য করুন। তরুণ মানুষটির নৈতিক আদর্শ ও ধর্মীয় ভাব ছিল; অন্য দিকে, সক্কেয়ের নৈতিক আদর্শ ও ধার্মিকতা ছিল না। সমাজের দিক্ থেকে যুবকটি প্রশংসিত ও সম্মানিত ছিল, কিন্তু সাধারণভাবে আমাদের বলা হয়েছে, সক্কেয় প্রশংসা ও সম্মান পায় নি।

এই দুটি মানুষের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো, সক্কেয় অনুতাপ করলো ও তার সমস্ত টাকা দান করলো, কিন্তু ধর্মভীরু ও আদর্শবান ধনী ব্যক্তি অনুতপ্ত হলো না। যদিও যুবকটি ছিল ন্যায় পরায়ণ, আদর্শবান ও ধার্মিক, তবুও সে উদ্ধার পায় নি, কিন্তু সক্কেয় উদ্ধার পেলো! যদি যুবকটি পরবর্তী সময়ে অনুতাপ না করে থাকে, সে আদর্শবান ও ধর্মভীরু অবস্থায় মারা গেলেও হারিয়ে গেল। এর মানে হলো, যীশুর দেখা পাওয়ার আগে যদিও সক্কেয় এক দুর্জন ছিল, তার মধ্যে নৈতিকতা ও ধার্মিকতা ছিল না, তবুও সক্কেয় আজ স্বর্গে আছে, এবং ধনবান্ যুব প্রশাসক নরকে রয়েছে!

এই কাহিনী সম্বন্ধে আমরা যেন ভুল না বুঝি। যীশু এ কথা আমাদের বলছেন না যে আমাদের সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা আমরা মুক্তি পেয়েছি। তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন, যখন সত্যি আমরা মুক্তি পাই, আমরা অনুতাপ করি ও সকল পাপ থেকে দূরে থাকি। যীশুর প্রতি এই দুজনের বিপরীতমুখী সাড়াদান দ্বারা এ বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমরা জানতে পারি।

যীশু ও সক্কেয়ের কাহিনী আসলে ফরীশী ও করগ্রাহী সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত থেকে শুরু হয়। যখন আমরা দৃষ্টান্তের পরিণাম পড়ি, অন্য নিশ্চিত পদ আমরা আবিষ্কার করি, যা অনুসন্ধানকারী পরিত্রাতা রূপে যীশুকে তুলে ধরে, যা সত্যি তিনি ছিলেন। শেষ বারে যীশুর প্রতিকৃতি ও তাঁর ঘোষণাপত্র আমরা দেখেছি, যখন এই সুসমাচারের শেষে মহৎ দায়িত্ব সম্বন্ধে লূক তাঁর ভাষান্তর আমাদের জানালেন (লূক ২৪:৪৬-৪৯)।

শেষ বক্তৃতা

"খ্রীষ্টীয় চিন্তা-ভাবনা"

যীশু অনেক শিক্ষা দিলেন, যেমন তাঁর "বীজবাপকের দৃষ্টান্ত" কয়েক ধরনের শিক্ষায় ভরা, যা আমাদের জানায়, আমরা কিভাবে এই শিক্ষাগুলি গ্রহণ করবো ও কাজে লাগাব। তিনটি উপমা লূক লিপিবদ্ধ করলেন এবং একই উদ্দেশ্যে যীশু উপমাগুলি প্রয়োগ করলেন (লূক ৫:৩৬-৩৯;৭:৩১-৩৫)। প্রথম উপমাতে পুরনো পোশাকে নতুন কাপড়ের তালি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এবং যীশু বলেছেন, পুরনো কুপায় টাট্‌কা (খামি না হওয়া) দ্রাক্ষারস রাখা যায় না।

যীশু কথিত এই উপমাগুলি লোকেরা বুঝতে পারলো, কারণ এগুলো প্রতিদিন প্রচলিত, এবং গভীর দৃষ্টান্ত ছিল। প্রত্যেক মহিলা, যারা কাপড়ে তালি দিত, তারা জানতো, পুরনো পোশাকে কখনও নতুন কাপড়ের তালি দেওয়া যায় না। শক্ত নতুন কাপড় পুরনো কাপড় থেকে শক্তি হরণ করে, এবং বড় আকারের ছিদ্র বানায়।

হয়তো তাঁর অনেক শ্রোতা পুরনো, ভাঙ্গা কুপায় টাট্‌কা দ্রাক্ষারস রেখে ভুল করেছিল। টাট্‌কা দ্রাক্ষারস যখন গেঁজিয়ে ওঠে, পুরোনো, ভাঙ্গা কুপায় আয়তন একই থাকে, অথচ ভেতরের চাপ ধরে রাখা কষ্টকর হয়। একদিন ফেটে যাওয়ার তীব্র শব্দ শোনা যাবে, এবং দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা কুপা থেকে দ্রাক্ষারস গড়িয়ে পড়বে। তখন তারা উপলব্ধি করবে যে তাদের ভুলের ফলে এই বিস্ফোরণ ঘটলো, কুপা ফেটে গেল ও দ্রাক্ষারস নষ্ট হলো।

যীশুর এই শিক্ষার প্রয়োগ (নতুন বস্ত্র ও নতুন দ্রাক্ষারসের মত) আমাদের চাপে ফেলবে, যখন আমাদের মনে বিষয়টা আমরা গ্রহণ করবো। নতুন জন্মের ফলে যারা নব-সৃষ্ট হয়, তারা দৃশ্যতঃ "নতুন কুপা" বা নতুনি পাত্র, যার মধ্যে যীশুর শিক্ষার "টাট্‌কা দ্রাক্ষারস" ঢালতে হবে (২ করিন্থীয় ৫:১৭)। শুধুমাত্র নব-সৃষ্ট এই মানুষেরা তাঁর শিক্ষা বুঝতে, গ্রহণ ও প্রয়োগ করতে পারবে এবং তখন এই উপমা প্রযুক্ত হবে।

যদি আমাদের ইচ্ছাতে তাঁর শিক্ষার চাপ আমরা ধরে রাখতে না পারি, তাহলে আক্ষরিক ভাবে আমাদের মনে বিস্ফোরণ ঘটবে! এই কারণে যীশু আমাদের বলেছেন, দুই কর্তার দাসত্ব করার চেষ্টা দ্বারা আমরা যেন "আধ্যাত্মিক পাগল" না হই (মথি ৬:২৪)। যদি যীশুর শিক্ষার বাধ্য হওয়ার অঙ্গীকার রেখে আমরা তাঁর শিক্ষা না শুনি ও সাড়া না দেই, তাহলে প্রেরিত যোহনের মন্তব্য অনুসারে খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হিসেবে আমরা "শীতল বা তপ্ত" কোনটাই থাকি না; যার ফলে আমরা পীড়িত হই, পুনরুত্থিত খ্রীষ্টকে পীড়িত করি, যখন তিনি আমাদের জন্য চিন্তা করেন (প্রকাশিত বাক্য ৩:১৫, ১৬)।

ধর্মীয় নেতাদের পথ সম্বন্ধে মন্তব্য করার জন্য যীশু তৃতীয় উপমা ব্যবহার করলেন, যোহন বাপ্তাইজকের শিক্ষা ও প্রচার যাঁরা অগ্রাহ্য করলেন (৭:৩১-৩৫)। "বিবাহ" ও "সমাধি" সম্পাদনের মত বাজারের মধ্যে ছেলেমেয়েরা খেলা করে, কারণ এই অনুষ্ঠানগুলি তারা দেখেছে। ব্যস্ত ব্যবসায়ীদের তারা থামতে বলে ও তাদের সঙ্গে ছোট ছোট খেলায় অংশ নিতে অনুনয় করে।

এই উপমাগুলির দ্বারা যীশু শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে অধ্যাপক ও ফরীশীরা যেন ছোট ছেলেমেয়েদের মত, যাঁরা "সমাধি" সম্পাদনের খেলা খেলতে তাঁকে নিবেদন করলেন, কারণ আশিসধন্য অথবা আনন্দিত মানুষের সাদৃশ্য তিনি উপস্থাপন করলেন। তাঁরা "বিবাহ" সম্পাদনের খেলা খেলতে যোহন বাপ্তাইজকের কাছে প্রার্থনা জানালেন, কারণ মরুভূমিতে বসবাস ও আধ্যাত্মিকতায় সুবিন্যস্ত জীবন সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত গভীরতা দেখালেন ও অনুতাপ সম্পর্কে প্রচার করলেন।

যীশু বোঝাতে চাইলেন যে তাঁদের সঙ্গে ছোট ছোট খেলা খেলতে তিনি ও যোহন আসেন নি। তাঁদের শিক্ষায় সম্মত হওয়ার জন্য তাঁর ও যোহনের আগমন নয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় শিক্ষা আলোড়িত করতে তাঁরা এলেন।

যীশু খ্রীষ্টের কয়েকটি প্রাণবন্ত শিক্ষা ইতিমধ্যে আপনার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। লূক লিখিত সুসমাচার সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে আপনি যা শিখেছেন, সে বিষয়ে আপনি কিভাবে সাড়া দেবেন? আপনার মাঝে অধিষ্ঠিত পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের মিশনের উদ্দেশ্য গুলি সম্বন্ধে আপনি অবগত হওয়ার পরে, তাঁর উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য আপনি কী করবেন? আপনার মন, জীবন ও মূল্য আলোড়িত করা তাঁর শিক্ষার অভিপ্রায়। আপনাকে ও আমাকে যীশু সতর্ক করেছেন, যদি তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে আমরা কিছু না করি, তাহলে আমাদের "আধ্যাত্মিক দ্বিগুণ দর্শন" আক্ষরিকভাবে আমাদের মনকে বিস্ফোরিত করবে।

যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে যোহন লিখিত সুসমাচার সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেয়। যেহেতু আমার ছয়টি পুস্তিকা রয়েছে, যেগুলি যোহন লিখিত সুসমাচারের ওপরে লিখিত একশো ত্রিশটি বেতার অনুষ্ঠান সম্পর্কে মন্তব্য দেয়, সুতরাং ঐ পুস্তিকাগুলির পক্ষে তাঁর জীবন ও পরিচর্যার অনিবার্য অংশ হিসেবে আমার মন্তব্য আমি সংরক্ষিত রাখবো। লূকের লেখা থেকে তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধীয় সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অন্তর্দৃষ্টি আমরা জানতে পারি, যেখানে প্রেরিতদের উদ্দেশে যীশু বলেছেন যে ক্রুশে তাঁর মৃত্যুতে নিস্তারপর্ব পূর্ণতা পাবে (২২:১৬)। ব্যতিক্রমী যোহন ছাড়া অন্যান্য সুসমাচার লেখক সহজভাবে আমাদের বলেছেন ঃ "ওরা তাঁকে ক্রুশে দিল," যখন ক্রুশবিদ্ধ যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে তাঁরা প্রতিবেদন জানালেন।

যদি আপনি ব্যক্তিগতভাবে আপনার পরিত্রাতা রূপে খ্রীষ্টকে না জানেন, তাহলে খ্রীষ্টের সুসমাচারের এক পরিচারক হিসেবে আমি আপনাকে অনুনয় করছি, আপনি উপলব্ধি করুন, আপনার আধ্যাত্মিক অন্ধতায় দৃষ্টি দিতে, এবং বিভিন্ন আকৃতির পাপে আসক্তি থেকে আপনাকে মুক্ত করতে যীশু এলেন। আপনার ব্যক্তিগত মুক্তিদাতা রূপে তিনি আপনার ভগ্ন হৃদয় ও জীবন নিরাময় করতে চান। এর পর আপনার জীবনে মহৎ উদ্দেশ্য তিনি এনে দিতে চান, কেননা হারানো আত্মাদের অন্বেষণ ও পরিত্রাণ সম্বন্ধীয় তাঁর মহৎ মিশনে তাঁর সঙ্গে তিনি আপনাকে অংশীদার করবেন। আপনার মুক্তিদাতা হওয়ার জন্য যীশুতে আপনি আস্থা রাখুন। তাঁকে আপনার প্রভু করুন, এবং পরে পুনরুত্থিত ও জীবিত খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আপনার অবশিষ্ট জীবন যাপন করুন, এবং পৃথিবীতে মহত্তম ঘোষণা রূপায়ণে আপনি অংশ নিন।

যোহন লিখিত সুসমাচার

অধ্যায় ৭

"যোহনের সাংকেতিক ভাষা"

অন্য ছয়টি পুস্তিকায় আমরা শ্রোতাদের জন্য আমি টীকা দিয়েছি, যারা একশো ত্রিশটি বেতার অনুষ্ঠান শুনেছে, যেখানে যোহন লিখিত সুসমাচারের পদগুলি ক্রমান্বয়ে শেখানো হয়েছে। এই পুস্তিকায় তাদের জন্য আমি কিছু টীকা দিতে চাই, যারা সম্প্রচারগুলি শুনেছে, যেখানে নূতন নিয়ম পরীক্ষা নিরীক্ষার অংশ হিসেবে চারটি সুসমাচার পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সারাংশ দেওয়া হয়েছে।

চারটি সুসমাচারের মধ্যে আমার প্রিয় সুসমাচারে এখন আমরা পৌঁছচ্ছি। যোহন লিখিত সুসমাচার অগণিত মানুষের পছন্দসই সুসমাচার, কারণ খ্রীষ্টে তাদের বিশ্বাসী করে তুলতে ঈশ্বর এই সুসমাচার ব্যবহার করেছেন। অনুপ্রাণিত আক্ষরিক আকার আমি ভালবাসি, যেখানে যোহন তাঁর সুসমাচার লিখেছেন। এটি আমার পছন্দসই সুসমাচার হয়েছে, কারণ যে উদ্দেশ্যে যোহন এই সুসমাচার লিখেছেন, এবং একুশটি অধ্যায়ে তিনি যে সুব্যবস্থিত যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, সর্বত্র একমাত্র যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে আমাকে জানায়। এটি আমার প্রিয় সুসমাচার, কারণ যোহন শুধুমাত্র মুক্তির উপায় আমাকে দেখান নি, কিন্তু তাঁর সুসমাচার পড়লে আমার মুক্তিদাতা যীশুকে আমি জানতে পারি।

প্রেরিত যোহন, যিনি প্রকাশিত বাক্য পুস্তক লিখলেন, সেই একই মানুষ এই সুসমাচারের গ্রন্থাকার। যদি বাইবেলের শেষ পুস্তকের সঙ্গে আপনার পরিচয় থাকে, তাহলে যোহনের লেখনী ভঙ্গীতে ও আক্ষরিক আকারে আপনি কিছু অন্তর্দৃষ্টি পেয়েছেন। যখন যোহন প্রকাশিত বাক্য পুস্তক লিখলেন, তিনি একটা শব্দ ব্যবহার করলেন, তাঁর আক্ষরিক আকার ও লেখনী ভঙ্গী বুঝতে যে শব্দ থেকে আমরা সাহায্য পাই। নূতন নিয়মে শেষ পুস্তকের শুরুতে তিনি লিখলেন ঃ "যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাক্য, ঈশ্বর যাহা তাঁহাকে দান করিলেন, যেন তিনি, যাহা যাহা শীঘ্র ঘটিবে, সেই সকল আপন দাসগণকে বুঝাইয়া দেন; আর তিনি নিজের দূত প্রেরণ করিয়া আপন দাস যোহনকে তাহা জ্ঞাত করিলেন"।

এই অতি মনোগ্রাহী "জ্ঞাত" শব্দ যোহন ব্যবহার করলেন, যখন তিনি প্রকাশিত বাক্য পুস্তক ও এই সুসমাচার লিখলেন, যা আমাদের জানায় যে এক চমৎকার ও বাইবেল-সম্বন্ধীয় "সাংকেতিক ভাষা" যোহন ব্যবহার করলেন।

প্রেরিত পৌল লিখলেন, গ্রীকদের কাছে সুসমাচার ছিল মূর্খতা, কারণ তারা ছিল বুদ্ধিদীপ্ত অনুসন্ধানী ও ইহূদীরা "চিহ্ন দেখার প্রত্যাশী"। পৌল বলতে চাইলেন, ইহূদীরা ঈশ্বরের কাছ

থেকে বারংবার চিহ্ন দেখতে চাইলো, যেন প্রমাণ থাকে যে ঈশ্বর তাদের সঙ্গে ছিলেন, এবং তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন (মথি ১২:৩৮-৪২)। তিনি এটাও বোঝাতে চাইলেন যে ইহূদীরা কোন কোন সময় চমৎকার "সাংকেতিক ভাষার" দ্বারা চিন্তা ও যোগাযোগ করলো।

সমগ্র প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটি অনুপ্রাণিত, সুগভীর ও ইব্রীয় ভাষায় লিখিত। যদিও সাংকেতিক ভাষা সুস্পষ্ট নয়, তবুও এই সুসমাচারে যোহন একই আক্ষরিক আকার ব্যবহার করলেন।

যোহন লিখিত সুসমাচারের বিভিন্ন চাবি (মূল বিষয়সমূহ)

যখন যোহন নূতন নিয়মে এই দুটি অনুপ্রাণিত পুস্তক (যোহন লিখিত সুসমাচার ও প্রকাশিত বাক্য) সংযোজিত করলেন, মনে হলো, এক অনুপ্রাণিত সংকেতে ঈশ্বরের লোকেদের উদ্দেশে তিনি সংবাদগুলি লিখলেন। যখন তাঁরা এই সমস্ত সংবাদ পড়লেন, ঈশ্বরের এই লোকদের জন্য "সংকেত মুক্ত করার মূলবিষয়গুলি" প্রয়োজন হলো। এখানে কয়েকটি চাবি (মূলবিষয়) দেওয়া হচ্ছে, "সংকেত মুক্ত করতে" যে চাবিগুলো আপনাকে সাহায্য দেবে, কেননা এই সুসমাচারে যোহন সুগভীর সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করেছেন।

প্রথম চাবি

এই সুসমাচার বুঝবার জন্য প্রথম চাবিতে উপলব্ধি করতে হবে যে এর বিষয়বস্তুর নব্বই শতাংশ প্রথম তিনটি সুসমাচারে নেই। এই সুসমাচার পড়ার সময় আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে খ্রীষ্টের জীবন সম্বন্ধে ধারাবাহিক দৃশ্য যোহন আমাদের সামনে তুলে ধরতে চান, যেগুলো মথি, মার্ক ও লূক লিখিত সুসমাচারে পাওয়া যায় না। অতএব, যীশুর জীবনচরিত আমাদের পড়তে হবে, যা প্রথম তিনটি সুসমাচারে আমাদের পড়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

দ্বিতীয় চাবি

এই অদ্ভুত সুসমাচারের সংবাদ জানবার জন্য সংকেত মুক্ত করতে দ্বিতীয় চাবি থেকে আমরা সাহায্য পাব, যখন উপলব্ধি করবো যে বাইবেলে সংযোজিত যোহন লিখিত সুসমাচার একমাত্র পুস্তক, যা নির্দিষ্টভাবে অবিশ্বাসীদের উদ্দেশে লিখিত হলো, যেন তারা বিশ্বাস করে ও অনন্ত জীবন পায়।

প্রেরিত পৌল লিখলেন, সমগ্র বাইবেলের উদ্দেশ্যে এই "..... যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জীভূত হয়" (২ তীমথিয় ৩:১৬, ১৭)। অতএব, বাইবেল সাধারণভাবে অবিশ্বাসীর উদ্দেশে নয়, কিন্তু বিশ্বাসীর উদ্দেশে নির্দেশিত।

বাইবেলে অবিশ্বাসীর জন্য ঈশ্বর আসলে কেবল একটি সংবাদ রেখেছেন ঃ সেই সংবাদ হলো, যেন অবিশ্বাসী অনুতপ্ত হয় ও সুসমাচার বিশ্বাস করে। পক্ষান্তরে, যখন অবিশ্বাসীরা অনুতাপ ও বিশ্বাস করে, তখন ঈশ্বরের কাছে ছেষট্টিটি পুস্তক রয়েছে, যেগুলো তাদের জন্য সত্য-তত্ত্বে ভরা, কেননা ঈশ্বর চান, বিশ্বাসীরা যেন সকল সৎকর্মের জন্য যোগ্যতা

লাভ করে ও তাদের জীবনের মাধ্যমে ঈশ্বরের পরিকল্পনাগুলি বাস্তবে রূপায়িত হয়। ঈশ্বর চান, যেন সকল বিশ্বাসী আধ্যাত্মিকতায় বৃদ্ধি পায়, ঈশ্বরের লোকদের পরিপক্ক করে ও পরিচর্যা কার্য সাধিত হয় (ইফিষীয় ২:১০; ৪:১২)।

যোহন লিখিত সুসমাচার অবিশ্বাসীর উদ্দেশে একমাত্র সংবাদ বহন করে; সেখানে উল্লিখিত পূর্ব-চাহিদা যারা মেটায়, বাইবেলের অন্য পঁয়ষট্টি পুস্তক থেকে ঈশ্বর তাদের প্রতি কিছু বলতে চান। যদিও চতুর্থ সুসমাচারে সুগভীর অনেক সত্য রয়েছে, যেগুলি বিশ্বাসীকে খাঁটি তৈরি করে; সুতরাং এটাই বাইবেলের একমাত্র পুস্তক স্পষ্টভাবে ও নির্দিষ্টভাবে অবিশ্বাসীদের উদ্দেশে নির্দেশিত, যেন যীশু খ্রীষ্টে তাদের বিশ্বাসী করার উদ্দেশ্য সফল হয়।

এই সুগভীর সুসমাচার লেখার কারণ যোহন আমাদের জানিয়েছেন ঃ "যীশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও অনেক চিহ্ন-কার্য্য করিয়াছিলেন; সে সকল এই পুস্তকে লেখা হয় নাই। কিন্তু এই সকল লেখা হইয়াছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করিয়া যেন তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও" (যোহন ২০:৩০, ৩১)।

আধুনিক একটি অনুবাদে পদটীকা দেওয়া হয়েছে, যেখানে লেখা আছে ঃ "একটি চিহ্ন এক অলৌকিক প্রমাণ, যা উদ্ধারকারী অনুগ্রহে ঈশ্বরের পরাক্রমে পৌঁছতে প্রেরণা দেয়"। অতএব একটি চিহ্ন হলো এক অলৌকিক সংকেত, যা প্রমাণ দেয় যীশু ছিলেন মশীহ, খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র এবং জগতের ত্রাণকর্তা।

এই সুসমাচারের শেষ পদে যোহন লিখলেন ঃ "যীশু আরও অনেক কর্ম করিয়াছিলেন; সে সকল যদি এক এক করিয়া লেখা যায়, তবে আমার বোধ হয়, লিখিতে লিখিতে এত গ্রন্থ হইয়া উঠে যে, জগতেও তাহা ধরে না"। যীশু খ্রীষ্টের জীবন, কর্ম ও প্রভাব সম্বন্ধে কয়টি পুস্তক লেখা হয়েছিল, তা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করুন, তাহলে যীশু সম্বন্ধে যোহনের অন্তিম অনুসন্ধানী সত্য-তত্ত্ব আপনার দ্বারা প্রশংসিত হবে।

যোহন চান, তাঁর লিপিবদ্ধ এই চিহ্ন গুলি আমরা যেন পরীক্ষা করি, যেগুলি যীশু সম্বন্ধে তাঁর বিভিন্ন দাবি প্রমাণ করে। তিনি অনিবার্যভাবে লিখলেন ঃ "যীশুর সাধিত অলৌকিক অনেক কর্মের মধ্য থেকে এই পুস্তকে আমার উল্লিখিত অলৌকিক চিহ্নগুলি আপনি খোলা মনে বিবেচনা করুন। এগুলি আপনাকে নিশ্চয়তা দেবে যে নাসরতীয় যীশু ছিলেন মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র। আমি চাই, আপনি এটি বিশ্বাস করুন, কারণ যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে এই সত্যগুলি যখন আপনি বিশ্বাস করবেন, আপনার পুনর্জন্ম হবে এবং আপনি অনন্ত জীবন পাবেন" (২০:৩০,৩১; ১:১২,১৩)।

যখন লোকেরা এক পালককে বলবে, তারা বাইবেল পড়া শুরু করতে চায়, পালকের কাছে তারা জানতে চাইবে, কোন্ বই থেকে পড়া শুরু করতে হবে? পালক হয়তো তাদের প্রশ্নকরবেন ঃ "আপনারা কি বিশ্বাসী?" কেননা যাদের উদ্দেশে যোহন লিখেছিলেন, ঐ সময়

তারা বিশ্বাসী ছিল না, যেহেতু তারা বলেছিল, "আমরা বিশ্বাসী নই, কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের আগ্রহ আছে"। পালক মহাশয় সব সময় বলবেন, যোহন লিখিত সুসমাচার থেকে আপনি বাইবেল পড়া শুরু করুন। পালকগণ অবিচলিতভাবে একই পারমর্শ দেবেন, কারণ এই সুসমাচার লেখার কারণ সম্পর্কে যোহন জানালেন, যেন অবিশ্বাসী এক বিশ্বাসী হয় ও অনন্ত জীবন পায়।

তৃতীয় চাবি

যোহন লিখিত সুসমাচার বুঝবার জন্য আর একটি চাবি হলো উপলব্ধি করা যে যীশু সম্বন্ধে এই সুসমাচার এক ঈশতাত্ত্বিক যুক্তি উপস্থাপন করে। মথি ও লূক লিখিত সুসমাচার যীশুর পরিচর্যা কৌশলগুলি উপস্থাপন করলেন, যখন তাঁরা তাঁদের অনুপ্রাণিত জীবনচরিতের তালিকা দিলেন। পক্ষান্তরে, যোহন তাঁর সুসমাচারে যে যুক্তিপূর্ণ, রীতিসিদ্ধ বিতর্ক রেখেছেন, সেগুলো একুশটি অধ্যায়ে সুনির্দিষ্ট, অব্যাহত এবং স্থিরভাবে সুবিন্যস্ত।

যীশু এলেন, এই সংবাদ আমাদের উদ্দেশে বলা চারটি সুসমাচারের উদ্দেশ্য। যখন মথি যীশুকে স্বর্গরাজ্যের রাজা রূপে উপস্থাপন করলেন, মার্ক তাঁকে দাস, মনুষ্যপুত্র রূপে দেখালেন, লূক তাঁর মানবতায় জোড়ালো আবেদন রাখলেন, তখন যোহন প্রাথমিকভাবে আমাদের বলতে চাইলেন যে যীশু ঈশ্বর ছিলেন।

যোহন রীতিসিদ্ধ যুক্তি দিলেন যে যীশুই খ্রীষ্ট, প্রতিজ্ঞাত মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র। যোহন লিখিত সুসমাচার জুড়ে এই সত্য অনুধাবন করুন; প্রথম অধ্যায়ে শুরু করে সুসমাচারের শেষ পর্যন্ত মন দিয়ে পড়ুন, তাহলে দেখতে পাবেন, সুসমাচারের প্রত্যেক অধ্যায়ে যোহন অবিরাম এই যুক্তিতে জোর দিয়েছেন ঃ নাসরতীয় যীশু ঐতিহাসিক, তিনি খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র এবং জগতের ত্রাণকর্তা।

যীশু খ্রীষ্টের দুটো নাম ছিল না, যেমন একজন মানুষ ছিলেন, যাঁর নাম "জন ব্রাউন"। তাঁর নাম ছিল যীশু, যাঁর পদবী ছিল খ্রীষ্ট। যখন আমরা যীশু খ্রীষ্ট নামে তাঁর উল্লেখ করি, আমরা বলি যীশু আসলে নাসরতীয় ঐতিহাসিক যীশু, যিনি খ্রীষ্ট। গ্রীক মতাবলম্বীদের কাছে "খ্রীষ্ট" গ্রীক শব্দ, যখন ইব্রীয় শব্দে তাঁকে "মশীহ" বলা হয়। যখন যোহন আমাদের বলেন, যীশুই খ্রীষ্ট, তিনি আমাদের বলতে চান, নূতন নিয়মে আমরা যে যীশুর দেখা পাই, তিনিই মশীহ, পুরাতন নিয়মে যাঁর সম্বন্ধে ভাববাণী ও প্রতিজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণ পুস্তকে আমাদের বলা হয়েছে, প্রেরিত পৌল, যিনি এক রব্বি ছিলেন, তিনি তাঁর মিশনারি পরিক্রমা চলাকালীন নগরের পর নগরের সমাজগৃহ গুলিতে গেলেন ও সেখানে ইহূদী রব্বিদের কাছে শাস্ত্র থেকে যুক্তি দেখিয়ে বললেন, যীশুই খ্রীষ্ট (প্রেরিত ১৭:২,৩)। প্রেরিত পৌলের পত্রাবলীতে আমাদের বলা হয়েছে, নূতন নিয়ম মণ্ডলীতে সহভাগিতার মূল শিক্ষণীয় ভিত্তি ছিল "যীশুই প্রভু" (১ করিন্থীয় ১২:৩)।

যোহন লিখিত তিনটি অনুপ্রাণিত পত্রের প্রথম পত্রে আপনি দেখতে পাবেন, নূতন নিয়মের প্রায় শেষাংশে প্রেরিত যোহন লিখেছেন, নূতন নিয়ম মণ্ডলীতে সহভাগিতার শিক্ষণীয় ভিত্তি ছিল "যীশুই খ্রীষ্ট" (১ যোহন ২:২২; ৫:১)। যোহন তাঁর প্রথম পত্রের দুটি সংক্ষিপ্ত পদে যে যুক্তি ব্যক্ত করলেন, এই সুসমাচারে রীতিসিদ্ধ ভাবে তিনি একই যুক্তি দেখালেন।

চতুর্থ চাবি

আমি নিশ্চিত, এই সুসমাচারের প্রথম তিনটি চাবির ভিত্তিতে যোহন লিখিত সুসমাচার আমাদের পড়া উচিত। একুশটি অধ্যায় আমাদের এমন ভাবে পড়তে হবে, যেন তিনটি প্রশ্নের উত্তর আমরা জানতে পারি, যথা ঃ যীশু কে? বিশ্বাস কী? জীবন কাকে বলে? যীশুর সাধিত বিভিন্ন চিহ্ন কার্য অথবা অলৌকিক কর্মকাণ্ডের তালিকা আমাদের জানাবার জন্য যোহন তাঁর সুসমাচার লিখলেন; এগুলো যোহন বেছে নিলেন, কারণ তিনি আমাদের নিশ্চিত করতে চাইলেন যে প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো যীশুই খ্রীষ্ট, মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র। অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে নানা প্রকার চমৎকার উপায়ে যোহন আমাদের দেখাবেন ও বলবেন যে যীশুই খ্রীষ্ট, মশীহ, ঈশ্বরের একজাত পুত্র। যোহন তাঁর একুশ অধ্যায়ের প্রত্যেক অধ্যায়ে বিভিন্ন উপায়ে এই মূল সত্য ব্যক্ত করবেন।

প্রত্যেক অধ্যায়ে এই প্রশ্নের উত্তরও আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, যথা ঃ বিশ্বাস কী? প্রতিক্রিয়াতে যোহন লিখলেন ঃ "যীশু সম্বন্ধে এই বিষয়গুলি আমি তোমাদের বলবো। যদি তোমরা যীশু সম্বন্ধে এই সত্যগুলি বিশ্বাস করো, তোমরা পুনর্জাত হবে ও অনন্ত জীবন পাবে" (২০:৩০,৩১;১:১২,১৩)। প্রত্যেক অধ্যায়ে যোহন কেবল আমাদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন না, যেন যীশু সম্বন্ধে তাঁর রীতিসিদ্ধ যুক্তি আমরা বিশ্বাস করি। তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরতেও চাইছেন, বিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর তাৎপর্য, যখন যীশুর পরিচয় সম্বন্ধে তাঁর যুক্তি বিশ্বাস করতে তিনি আমাদের উৎসাহিত করছেন।

যাই হোক্, বিশ্বাস কী? বিশ্বাসের সংজ্ঞা দেওয়া ও এতে আলোকপাত করা অত্যন্ত মুশকিল বিষয়। অতএব, অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে, এবং বিভিন্ন চমৎকার উপায়ে বিশ্বাস করার তাৎপর্য আমাদের জন্য যোহন ব্যাখ্যা করবেন যে যীশুই খ্রীষ্ট।

প্রত্যেক অধ্যায়ে অনন্ত জীবনের অর্থও যোহন প্রকাশ করবেন, এবং আমাদের বলবেন। অনন্ত জীবন কেবলমাত্র অনন্তকালস্থায়ী জীবন নয়। তিনি ঐ শব্দও ব্যবহার করবেন, কিন্তু অনন্ত জীবন নিছক জীবনের সমষ্টি নয়, কিন্তু প্রাথমিকভাবে এটি গুণবিশিষ্ট জীবন। যীশুর বক্তব্য যোহন লিখলেন ঃ "আমি আসিয়াছি, যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়" (যোহন ১০:১০)। ঈশ্বর পরিকল্পিত প্রচুর জীবনের এই গুণমান কেমন, যখন তিনি আশা রাখেন, মানুষ যেন সেই জীবন জানতে পারে?

জীবনের গুণমান যোহন সংক্ষেপে জানালেন, যখন "অনন্ত জীবন" সম্বন্ধে তিনি

বর্ণনা দিলেন। অনন্ত জীবন বিষয়টা জীবনের অনন্ত গুণ ও সমষ্টি। অনন্ত জীবন হলো জীবনের এক অফুরন্ত গুণ, যা এই জীবনে শুরু হয় ও অনন্ত দশা অবধি অব্যাহত থাকে।

যোহন আমাদের বলেছেন, আমাদের দৈহিক জন্মের ফলশ্রুতি হিসেবে অনন্ত জীবনের এই গুণ আমরা জানতে পারি না। কিন্তু যদি অন্য জন্ম সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা হয়, যাকে তিনি "ঊর্ধ থেকে জাত" বলেছেন, যা সেই দ্বিতীয় জন্মের পরিণতি, তাহলে আমরা ঊর্ধতর স্তরে জীবনের মহত্তর গুণবিশিষ্ট হয়ে জীবন যাপন করবো। আমরা "প্রচুর জীবন" বা "অনন্ত জীবন" পাব।

এই সুসমাচারের অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে যোহন আমাদের শুধু বলতে চান নি, কিন্তু অনন্ত জীবন প্রসঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতা তিনি আমাদের দেখাতে চাইলেন। অতএব, এই সুসমাচারের প্রত্যেক অধ্যায় পড়বার সময় আমরা যেন জানতে চাই, "যোহন, এই অধ্যায়ে উল্লিখিত অনন্ত জীবনের মানে কী?" যখন আপনি প্রত্যেক অধ্যায় পড়েন, প্রার্থনা সহকারে জিজ্ঞেস করুন, "যোহন, এই অধ্যায়ে যীশু কে, বিশ্বাস কী এবং জীবন বলতে কি বোঝায়?" সজাগ থাকুন, কারণ যোহন তাঁর সুসমাচারের প্রত্যেক অধ্যায়ে সুগভীরভাবে ঐ তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

পঞ্চম চাবি

যোহন লিখিত সুসমাচার বুঝবার পক্ষে চমৎকার, অনুপ্রাণিত সাংকেতিক ভাষা হলো অন্য এক চাবি, যে ভাষাতে যোহন লিখলেন। দুটি স্তরে যোহনের সুসমাচার লেখা হলো। প্রথম স্তর একটি শিশু বুঝতে পারে। আপনার ছেলে মেয়েদের শেখানোর জন্য আপনি এই সুসমাচার কাজে লাগাতে পারেন, যেন ওরা সুসমাচার পড়ে, কারণ অন্যান্য সুসমাচার লেখকদের চেয়ে অধিকতর সহজ শব্দ যোহন ব্যবহার করেছেন। প্রথম স্তরে একটি শিশু যোহন লিখিত সুসমাচার পড়তে ও বুঝতে পারে। তবুও এই সুসমাচারে সর্বদা গভীরতর স্তরের তাৎপর্য রয়েছে। ঈশ্বরের অত্যধিক পরিণত ও নিবেদিত সাধু এই সুসমাচার সম্বন্ধীয় তাৎপর্যের দ্বিতীয় স্তরে কখনও পৌঁছতে পারবে না।

যোহন লিখিত সুসমাচার আমার প্রিয় সুসমাচার, কারণ ঐ দ্বিতীয় স্তরে যোহন তাঁর চমকপ্রদ, অনুপ্রাণিত, রূপক ও আত্মিক সাংকেতিক ভাষায় লিখলেন। আমাকে বলা হয়েছে, এই সুসমাচারের গভীরতর স্তরের তাৎপর্য বুঝবার জন্য ঈশতত্ত্বে ও দর্শনে আমাদের নিদেনপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। এই বচনে আমার সম্মতি নেই। আমার বিশ্বাস, পবিত্র আত্মা ঐ গভীরতর তাৎপর্য আমাদের বুঝিয়ে দেবেন, যখন আমরা যোহন লিখিত সুসমাচার পড়ি। যখন আপনি এই সুসমাচার পড়েন, পবিত্র আত্মাকে অনুনয় করুন, প্রত্যেক অধ্যায়ের গভীরতর স্তরের তাৎপর্য তিনি আপনার সামনে প্রকাশ করবেন।

ষষ্ঠ চাবি

যখন আমরা একসাথে যোহন লিখিত সুসমাচার পড়ি, আর একটি দৃশ্যশ্রেণী আপনার সামনে আমি তুলে ধরতে চাই। বারো অধ্যায়ে কয়েক জন গ্রীক এসে প্রেরিত ফিলিপকে অনুরোধ করলো ঃ "মহাশয়, আমরা যীশুকে দেখতে চাই"। এই সুসমাচার পড়বার সময় ঐ গ্রীকদের অনুরোধ আপনার ব্যক্তিগত ও নিবেদিত প্রার্থনাতে রাখুন। যোহনের এই সাংকেতিক ভাষার গোপন তথ্য আমার শেষ চাবির দ্বারা উন্মোচিত হবে, যখন এই সুসমাচার পড়ার সময় আপনি নিজের প্রতি চ্যালেঞ্জ রেখে প্রার্থনা করেন ঃ "পিতা, আমি যীশুকে দেখতে চাই"।

এই পদক্ষেপ নিলে আপনি আবিষ্কার করবেন যে যোহন লিখিত সুসমাচার এক "আধ্যাত্মিক শিল্প প্রদর্শনীর মত"। এই প্রদর্শনী শিল্প মন্দিরে প্রত্যেক অধ্যায় যেন একটা "কামরা"। এই কামরা গুলির (অধ্যায়গুলির) প্রত্যেক দেয়ালে যীশু খ্রীষ্টের চমৎকার "ছবি" আপনার নজরে পড়বে। এই সুসমাচারের সকল অধ্যায়ে প্রেমপূর্ণ প্রেরণা যীশু খ্রীষ্টের এই অনুপ্রাণিত "ছবিগুলি" প্রদর্শন করে।

প্রথম অধ্যায়ে খ্রীষ্টের পনেরটি ছবি ও চতুর্থ অধ্যায়ে চৌদ্দটি ছবি আমি দেখতে পেয়েছি। যোহন লিখিত সুসমাচার পড়ুন, পড়ার সময় দেখুন, এই সুসমাচারে যীশুর কয়টি ছবি আপনি খুঁজে পান! এবারে যোহন লিখিত সুসমাচারের প্রত্যেক অধ্যায় থেকে যীশুর একটি ছবি পছন্দ করুন। কল্পনা করুন, আপনার সংগৃহীত প্রত্যেক ছবির নীচে পিতলের লেবেল রয়েছে। আপনার একুশটি ছবির লেবেল মনে রাখুন। এবারে রাতে শয্যায় শায়িত অবস্থায় যোহন লিখিত সুসমাচারের মাধ্যমে ঈশ-বন্দনা করার সময় এই সুসমাচারের প্রত্যেক অধ্যায় থেকে আপনার পছন্দসই ছবিগুলিতে ধ্যানস্থ থাকুন।

প্রত্যেক অধ্যায়ের ক্ষেত্রে আমরা খ্রীষ্টের ছবিগুলির নীচে "পিতলের লেবেল" থাকে ঃ
প্রথম থেকে সপ্তম অধ্যায়ে;

ঈশ্বরের মেষশাবক — ইনি এমন এক জন, যিনি জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করেন — ঈশ্বরীয় একমাত্র ত্রাণকর্তা — জীবন্ত জল — শাস্ত্র উন্মোচন করার চাবি — জীবন খাদ্য — ঈশ্বর থেকে আগত শিক্ষক।

আট থেকে চৌদ্দ অধ্যায়ে;

পুত্র, যিনি বাস্তবিক আমাদের স্বাধীন করেন — জগতের জ্যোতি — মেষপালের মহান্ মেষপালক — পুনরুত্থান ও জীবন — গোমের বীজ, পিতার গৌরব সাধনার্থে যে বীজ মাটিতে পড়ে ও মরে — দাস, যিনি তোয়ালে তুলে নেন — পথ, সত্য ও জীবন।

পনেরো থেকে কুড়ি অধ্যায়ে;

দ্রাক্ষালতা, যিনি শাখা-প্রশাখা চান — পবিত্র আত্মা প্রেরক — প্রার্থনাশীল মহাযাজক

— খাঁটি সাক্ষী — ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্ট — পুনরুত্থিত ও অভিষিক্ত খ্রীষ্ট।

যোহন লিখিত সুসমাচারের একুশটি অধ্যায়ে খ্রীষ্টের এই ছবিগুলি আমার প্রিয়। যোহন লিখিত সুসমাচার অধ্যয়নকালে প্রত্যেক অধ্যায়ে আপনার খুঁজে পাওয়া ছবিগুলি লিখে রাখুন, কারণ খ্রীষ্ট সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত পছন্দসই ছবিগুলি আমার খুঁজে পাওয়া ছবিগুলির চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্য জানাবে।

আমার প্রথম মণ্ডলীর প্রাচীনগণ ঐ গ্রীকদের অনুরোধে একটা ছোট পিতলের থালায় লিখে বেদির ভিতরের দিকে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছেন, যেন প্রত্যেক রবিবারে বেদিতে গিয়ে আমি এই লেখা দেখতে পাই ঃ "মহাশয়, আমরা যীশুকে দেখতে চাই"। আমার প্রচার করার সময় তাঁরা ঐ লেখাগুলোতে কেবল আমার দৃষ্টি আকর্ষণ নয়, কিন্তু তাঁরা চাইলেন, যেন অতিথি-বক্তা এলেও লেখাগুলো দেখতে পান ঃ "মহাশয়, আমরা যীশুকে দেখতে চাই"। প্রাচীনগণ বলছিলেন ঃ "বেদি থেকে যখনই ঈশ্বরের বাক্য প্রচারিত হবে, তখনই আমরা যীশুকে দেখতে চাই"।

পবিত্র আত্মার কাছে নিবেদন রাখুন, যেন প্রভু যীশু সম্বন্ধে মিশ্রণ প্রত্যাদেশ তিনি আপনাকে জানান, যখন আপনি যোহন লিখিত সুসমাচার পড়েন। এবারে অন্য দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন, যথা ঃ "বিশ্বাস কী, এবং অনন্ত জীবনের অর্থ কী?"

যখন আপনি যীশুকে দেখেন, তাঁকে বিশ্বাস করুন ও অনন্ত জীবন লাভ করুন!

অধ্যায় ৮

"যোহন লিখিত সুসমাচার সম্বন্ধে অতিরিক্ত দর্শন"

যখন প্রচারকগণ উপদেশ প্রচার করতে শেখেন, তিনটি কাজ করতে তাঁদের বলা হয়। "প্রথমে শ্রোতাদের বলুন, আপনি তাদের কী বলতে চান। এবারে তাদের বলুন। পরে তাদের বলুন, আপনি তাদের যা বলেছেন"! যখন যোহন তাঁর সুসমাচার লিখলেন, তাঁর প্রথম আঠেরো পদকে এক প্রস্তাবনা বিবেচনা করা হয়, যেখানে তিনি আমাদের বলেছেন, যা আমাদের বলতে চাইলেন। এবারে প্রথম অধ্যায়ের ঊনিশ পদ থেকে কুড়ি অধ্যায়ের উনত্রিশ পদ পর্যন্ত তিনি আমাদের বলেছেন। অবশেষে, ঐ অধ্যায়ের ত্রিশ ও একত্রিশ পদে তিনি আমাদের বলেছেন, যা বলতে চাইলেন।

যখন তিনি আমাদের বললেন, অন্যান্য সত্য বিষয়ের মধ্যে থেকে যা বলতে চাইলেন, তিনি আমাদের বলেছেন, যখন ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য দেহে পরিণত হলো, এবং আমাদের

মাঝে বাস করলো, যখন লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করলো (তাঁতে বিশ্বাসী হলো), অথবা তাঁর প্রতি যথার্থভাবে সাড়া দিল, তারা নতুন জন্ম লাভ করলো। তারা এক জন্ম জানতে পারলো, যা দৈহিক বা স্বাভাবিক জন্ম ছিল না। তারা ঈশ্বর দ্বারা জন্ম লাভ করলো।

আমাদের উদ্দেশে বলার সময় যোহন যা বলতে চাইলেন, তিনি তাঁর লেখা সম্বন্ধে উদাহরণ দিলেন, অর্থাৎ যারা যীশুর প্রতি যথার্থভাবে সাড়া দিল, তারা ঊর্ধ থেকে পুনর্জাত হলো। অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে তিনি আমাদের জানাবেন, লোকেরা কিভাবে নবজন্ম পেলো, যখন যীশু খ্রীষ্টের প্রতি তারা যথার্থভাবে সাড়া দিল। সূচনায় তিনি আমাদের বলতে চাইলেন, যীশুর কয়েকজন প্রেরিত প্রথমে কিভাবে প্রভুর ও ত্রাণকর্তার সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁরা জানতে চাইলেন, তিনি কোথায় থাকেন। তিনি তাঁদের আমন্ত্রণ দিলেন, যেন তাঁরা আসেন ও তাঁর বাসস্থান দেখেন। যখন তাঁরা এলেন ও যীশু কিভাবে থাকেন তা দেখলেন, যীশুর পক্ষে বাঁচতে ও যীশুর পক্ষে মরতে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন। ঈশ্বর দ্বারা জন্মগ্রহণ বিষয়টা তাঁরা স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করলেন, যখন যীশুর সঙ্গে বসবাস করলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রূপকভাবে নবজন্ম দেখানো হলো, যখন এমন এক জন রূপে যীশুকে তুলে ধরা হলো, যিনি আমাদের জল দ্রাক্ষারসে পরিণত করতে পারেন। যে ধাপগুলি বেয়ে অলৌকিক বিষয়ে যাওয়া যায়, এবং প্রয়োগ দ্বারা নতুন জন্ম হয়, রূপকভাবে তা আমাদের জন্য দেখানো হলো। প্রথমে মরিয়ম বলেছিলেন ঃ "উহাদের দ্রাক্ষারস নাই" (২:৩)। যেহেতু শাস্ত্রে উল্লিখিত দ্রাক্ষারস আনন্দের প্রতীক, সুতরাং আরাধনামূলক প্রয়োগ দ্বারা মরিয়মের এই কথা এক স্বীকারোক্তির মত, অর্থাৎ আমাদের আনন্দ থাকে না, অথবা আমাদের পুনর্জন্ম হয় নি।

কোন কোন সময় জল এক প্রতীক হয়, যা শাস্ত্র উপস্থাপন করে। এ কথাও লেখা আছে, ঈশ্বরের বাক্য হলো "বীজ", যা নব জন্ম দেয়। আমাদের বলা হয়েছে, ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ দ্বারা আমাদের বিশ্বাস আসে। সত্তর লিটারের বিরাট জলপাত্র অনেকের নজরে পড়ে, যখন সেই পাত্র জলে পরিপূর্ণ হয়, সেটা এক ধাপ হিসেবে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা পরিপূর্ণ আমাদের জীবনের এক চিত্র, যা নব জন্মের দিকে আমাদের নিয়ে যায় (২:৭;ইফিষীয় ৫:২৬; ১ পিতর ১:২৩; রোমীয় ১০:১৭)।

দাসদের উদ্দেশে মরিয়মের কথা ঈশ্বরের বাক্যের মূলবিষয়টি বর্ণনা দেয়, যা আমাদের জীবনে এক পরাক্রম। মরিয়ম দাসদের বললেন ঃ "ইনি তোমাদিগকে যাহা কিছু বলেন, তাহাই কর" (২:৫)। যখন আপনার মন ও হৃদয় ঈশ্বরের বাক্যে পরিপূর্ণ হয়, যীশু আপনাকে যা করতে বলেন, আপনি তাই করুন। যে ধাপগুলি বেয়ে উঠলে নবজন্ম হয়, ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার জন্য এক সূত্র হিসেবেও সেগুলো প্রয়োগ করা যায়, যখন আধ্যাত্মিক নবায়ন প্রয়োজন।

যোহন লিখিত সুসমাচারের সঙ্গে যারা পরিচিত, তারা জানে, তৃতীয় অধ্যায়ে যীশু

রব্বি নীকদীমকে বলেছিলেন, তোমার নতুন জন্ম হওয়া আবশ্যক। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে কেবল ঐ সময় যীশু সেই অভিব্যক্তি জ্ঞাপন করলেন, যখন ইস্রায়েলের এক অত্যন্ত অসাধারণ শিক্ষকের সঙ্গে তিনি আলাপরত ছিলেন। যদিও অন্যদের সঙ্গে কথোপকথন কালে "পুনর্জন্ম" শব্দ ব্যবহার করেন নি, তবুও যোহনের লেখনী অনুসারে অনেক পুনর্জাত হলো, যারা যথার্থ ভাবে যীশুর কথায় সাড়া দিল।

যীশুকে এক শিক্ষকরূপে ঘোষণা করার দ্বারা নীকদীম এ বিষয়ে তাঁর সম্মতি জানালেন, স্বর্গ থেকে এই শিক্ষকের আগমন হয়েছিল। একজন বলেছেন ঃ "আসলে আমরা যা বিশ্বাস করি, সেই বিশ্বাস অনুসারে কাজ করি। অবশিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিছক ধর্মীয় আলোচনা"। এ যেন নীকদীমের সঙ্গে যীশুর সাক্ষাৎকার, যখন যীশুকে নীকদীম বললেন ঃ "আপনার কাজ আমি লক্ষ্য করেছি; অতএব, আপনার ধর্মালোচনা শুনতে আমি এসেছি"। এই সম্মতি শুনে প্রভু অনিবার্যভাবে সেই বিশিষ্ট রব্বিকে বললেন ঃ "তোমার নূতন জন্ম হওয়া আবশ্যক"। তুমি অবশ্যই অন্যভাবে শুরু করো, এবং আমার সঙ্গে অবশ্যই তোমাকে শুরু করতে হবে।

ইস্রায়েলে এই শিক্ষককে যীশু বললেন, তোমার নতুন জন্ম পাওয়া সম্পর্কে তুমি বিস্মিত হইও না, যদিও বিষয়টা মনে হয় বোধাতীত, অনাবশ্যক অথবা অসম্ভব। যীশুর বচনানুসারে এই নব জন্মের উদ্দেশ্য জানবার পর ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে। সহজভাবে এ এক শিক্ষা যে ঈশ্বর এক রাজা এবং আমাদের তাঁর প্রজা হতে হবে। বাইবেল জুড়ে এ বিষয়ে জোরালো আবেদন রাখা হয়েছে, যা দুটি শব্দে আলোকিত হয়েছে, যথা ঃ "প্রথমে ঈশ্বর"!

নীকদীমের সঙ্গে এই কথোপকথনে যীশু নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রামাণিক দাবি রাখলেন। তিনি তাঁর দাবিতে বললেন, তিনি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, পাপ-সমস্যায় ঈশ্বরের একমাত্র সমাধান ও ঈশ্বরীয় একমাত্র ত্রাণকর্তা। এ ছাড়া তিনি যখন তাঁতে বিশ্বাস রাখা সম্বন্ধে বললেন, তখন তাঁর দাবি অনুসারে তাঁকে বিশ্বাস করলে অনন্ত জীবন পাওয়া যায়, এবং তাঁকে অবিশ্বাস মানে অনন্ত বিনাশ (৩:১৪-২১)।

নীকদীমের দুইবার প্রশ্ন করার উত্তর এই দাবিগুলিতে রয়েছে। নীকদীম জানতে চাইলেন, "দ্বিতীয় বার জন্ম কিভাবে সম্ভব?" যীশু একটি শব্দে উত্তর দিলেন ঃ "বিশ্বাস"। আমাদের ভূমিকায় বিশ্বাস থাকলে আমরা নব জন্মের স্বাদ পাব। ঈশ্বরের ভূমিকা বাতাসের মত। আমরা বাতাস দেখতে পাই না, অথবা এ সম্বন্ধে পূর্বাভাস দিতে পারি না। "আত্মা দ্বারা জাত প্রত্যেক জন তদ্রূপ" — যীশু যেমন বলেছিলেন। এই সাক্ষাৎকারে নীকদীমের ভূমিকায় বিশ্বাসের প্রমাণ না থাকলেও এই সুসমাচারে উল্লিখিত তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন পদ ও পরম্পরা আমাদের নিশ্চয়তা দেয় যে তিনি কার্যত নব জন্ম পেয়েছিলেন (৭:৫০; ১৯:৩৮-৪২)।

চতুর্থ অধ্যায় থেকে এক সরল, পাপময় শমরিয় নারীর কাহিনী আমরা জানতে পারি, যাঁর নব জন্মের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। যদিও তাঁর সঙ্গে কথোপকথন কালে যীশু এই দুটি শব্দ

ব্যবহার করেন নি, তবুও সেই মহিলার প্রয়োজন মেটাতে যীশু দ্বারা উপমাগুলির সুবিন্যাস থেকে আমরা উপলব্ধি করি, এটা এক জনের অন্য উদাহরণ, যিনি পুনর্জাত হলেন, কারণ তিনি যীশুর প্রতি যথার্থভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। জীবন্ত জল রূপে যীশু নিজেকে উপস্থাপন করলেন, এবং ঐ মহিলাকে তিনি বললেন, যদি তুমি একবার আমার কাছ থেকে জীবন জল পান করো, তাহলে চিরতরে তোমার পিপাসা মিটে যাবে।

তাঁকে বলা হলো, এই জীবন জল পান করলে তিনি জলময় এমন ফোয়ারা হবেন যে অন্যরা তাঁর কাছ থেকে জল পান করতে আসবে। এটি সফল হলো, যখন তিনি স্পষ্টভাবে পুনর্জাত হলেন, এবং খ্রীষ্টের পক্ষে শমরিয়ার লোকদের কাছে সাক্ষ্য বহন করলেন। মহিলা জীবনে দুটি মহত্তম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন, যথা ঃ নিজে পুনর্জাত হলেন, এবং তিনি মানবীয়-আধার হলেন, যাঁর মাধ্যমে অন্যরা নব জন্মের পথ খুঁজে পেলো।

এই সুসমাচারের প্রথম চারটি অধ্যায়ে আমাদের তিনটি প্রশ্নের উত্তর বিবেচনা করুন। যীশু কে? তিনি ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য, যিনি দেহরূপ ধারণ ও আমাদের মধ্যে প্রবাস করলেন, যেন আমরা নবজন্ম পাই। তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি আমাদের জল দ্রাক্ষারসে রূপায়িত করতে পারেন। তিনি আমাদের পরিত্রাণের একমাত্র আশা। তিনি জীবন জল, যিনি আমাদের জীবনের তৃষ্ণা মেটাতে পারেন ও আমাদের জীবনে এমন উনুই হবেন, যেখান থেকে অন্যরা জল পান করতে পারবে ও নবজন্ম লাভ করবে।

বিশ্বাস কী? যীশুর পরিচয় সম্বন্ধীয় দাবিগুলিতে যথাযথ সাড়া দেওয়াটাই বিশ্বাস। বিশ্বাস হলো, "এসো এবং দেখ, তিনি কোথায় কী ভাবে থাকেন"। ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ ও পালন করাই বিশ্বাস। সহজভাবে এসে জীবন জল পান করাই বিশ্বাস, যেখানে বিশ্বাসে আপনার তৃষ্ণা মিটে যাবে।

জীবন বলতে কী বোঝায়? পুনর্জাত হওয়াকে জীবন বলে। এই নতুন জীবনে আপনার জল দ্রাক্ষারসে পরিণত হয়। জীবন হলো ঈশ্বরের অনন্ত রাজ্য দেখা ও সেই রাজ্যে প্রবেশ করা। একবার জীবন জল পান করা হচ্ছে সেই জীবন, যা আপনার জীবনের তৃষ্ণা মিটিয়ে দেয়, এবং আপনি জলের এমন ঝর্ণাধারা হন যে আপনার সংস্পর্শে এসে অন্যান্য মানুষের জীবনের গভীর, আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মিটে যায়।

খ্রীষ্টের কয়েকটি দাবি

এই সুসমাচারের পরবর্তী চারটি অধ্যায়ে যীশু ও ধর্মীয় কর্তা ব্যক্তিদের মাঝে দীর্ঘ ও বিরোধী কথোপকথন লিপিবদ্ধ আছে। এই আলাপচারিতা স্তব্ধ হলো ও কোন কোন সময়ে স্থান বদল করলো, কিন্তু এই নেতাদের কয়েকজন বিশ্বাসী না হওয়া অবধি বাদানুবাদ অব্যাহত রইল, এবং ধর্মনিন্দুক রূপে যীশুর প্রতি অভিযোগ এনে অন্যরা প্রস্তরাঘাতে যীশুকে বধ করতে প্রয়াসী হলো, কেননা ঈশ্বরের সমান হওয়া, এবং সত্যিকার ঈশ্বর হিসেবে তিনি দাবি

জানিয়েছিলেন। যীশু কার্যত বিরোধিদের মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন। সাব্বাথ-ব্যবস্থা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভঙ্গ করার দ্বারা তিনি এই ধর্মীয় নেতাদের গুঞ্জন শোনার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন।

বৈথেসদায় এক পুষ্করিণীর ঘাটে সাব্বাথ দিবসে এক ব্যক্তিকে তিনি সুস্থ করলেন, যে স্থান মন্দিরের অতি নিকটে ছিল। তিনি সেই ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন, ওঠো, তোমার শয্যা তোল ও মন্দিরের সামনে দিয়ে হেঁটে যাও। সাব্বাথ দিবসে বোঝা বহন করা সাব্বাথ ব্যবস্থার পরিপন্থী ছিল। এই আরোগ্য সাধন বিরোধী বিতর্কের বিপরীত ছিল, যা অষ্টম অধ্যায় অবধি বিতর্ক জিইয়ে রাখলো।

এই ব্যক্তির সুস্থতা লোকদের সম্বন্ধে যোহন লিখিত বিভিন্ন আদর্শ বজায় রাখলো, যারা পুনর্জন্ম লাভ করলো, যখন তারা যীশুর ডাকে যথার্থভাবে সাড়া দিল। ঐ সময় অগণিত পীড়িত মানুষ জড়ো হয়েছিল, কিন্তু যীশু কেবল এক জনকে সুস্থ করলেন। এই নির্দিষ্ট মানুষকে যীশু সুস্থ করতে পারলেন, কারণ সে ঘাটে পরিত্যক্ত ছিল, এবং ঘাটে সুস্থ করণের পরাক্রম সম্বন্ধে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। এই কাহিনীতে অন্য সমস্ত ধারণা পরিত্যক্ত হলো, কেবল বিশ্বাসের প্রভাব বজায় রইল, যেহেতু ঐ সমস্ত ধারণা আমাদের সুস্থ করতে পারে না।

যখন কথোপকথন শুরু হলো, যীশু নিজের সম্বন্ধে এমন কয়েকটি দাবি জানালেন, যেগুলি তাঁকে অলৌকিক সাব্যস্ত করলো। তিনি দাবি জানালেন যে ঈশ্বর তাঁকে সমস্ত বিচারের দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি নির্ভীকভাবে দাবি জানালেন, তিনি সেই কাজ করেন, যা ঈশ্বর করতে পারেন। যদি আমরা হাতে নোটবুক রাখি ও যীশুর দাবিগুলি লিখি, আমরা দেখতে পাব, আমাদের সামনে তিনি পছন্দের বিষয়গুলি রেখেছেন, যেগুলির মধ্য থেকে আমরা তাঁকে বিশ্বাস করতে পারি, অথবা প্রস্তরাঘাত দ্বারা চিরতরে আমাদের জীবন থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে দিতে পারি। এক ইংরেজ গ্রন্থকার লিখলেন, আমরা অবশ্যই তাঁকে এক মিথ্যাবাদী, দয়ালু এবং উন্মাদ বলতে পারি, অথবা তাঁকে আমাদের প্রভু ডেকে তাঁর উপাসনা করতে ও অনুগামী হতে পারি।

এই বিস্ময়কর দাবিগুলি জানাবার পর যীশু ধর্মীয় নেতাদের বললেন, তাঁর দাবিগুলি বিশ্বাস করার পক্ষে তাঁরা যেন প্রমাণ না হারান। তাঁরা মোশিকে যথেষ্ট সম্মান দিতেন; সুতরাং যীশু দাবি জানালেন, মোশি তাঁর সম্বন্ধে লিখলেন। তাঁরা অস্বীকার করতে পারলেন না যে যোহন বাপ্তাইজক এক ভাববাদী ছিলেন। অতএব, তাঁর উদ্দেশে মোশির সম্বোধিত প্রভু সম্বন্ধে নিশ্চিত বাক্য যীশু উদ্ধৃত করলেন। তাঁর বাপ্তিস্মের সময়ে উচ্চারিত পিতা ঈশ্বরের বাণী তিনি উদ্ধৃতি দিলেন, যা তাঁর দাবিগুলির সত্যতার প্রমাণ। এছাড়া সমগ্র বাইবেলের প্রধান পদগুলি তিনি আমাদের জানালেন, যখন তিনি তাঁদের বললেন, শাস্ত্রের সকল বচন তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, এবং তাঁর দাবিগুলির সত্যতার প্রমাণ দেখায় (৫:৩৯,৪০)।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সুগভীর ও দুর্বোধ্য উপদেশের পরে তিনি আশ্চর্যভাবে পাঁচ হাজার লোককে আহার দিলেন। জীবন-খাদ্য সম্পর্কিত উপদেশ আসলে অর্থপূর্ণ-কর্ম-সম্বন্ধীয় পরামর্শ। ধর্মীয় অধিকর্তাদের উদ্দেশে বিষয়বস্তুর একাংশ উল্লেখ করে তিনি তাঁদের অর্থহীন কর্ম সম্বন্ধে বললেন। যখন তাঁরা জানতে চাইলেন, তিনি সারাদিন কী করেন? তিনি তাঁর কাজ সম্বন্ধে তাঁদের জানালেন।

মূলতঃ তিনি দাবি রাখলেন, তাঁর কথিত বাক্যে আত্মা ও জীবন রয়েছে, যা ঈশ্বরের আদেশানুযায়ী তিনি বলেন। যখন লোকেরা এই বাক্যে ইতিবাচক সাড়া দেয়, তারা জানতে পারে, যীশু সেই জীবন-খাদ্য, যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি নিজেকে জীবন্ত জল বললেন। এই অধ্যায়ে তিনি জীবন-খাদ্য।

তাঁর এই উপদেশ শোনার পর সাক্ষ্য বহনকারী অনেক শিষ্য তাঁকে অনুসরণ করতে চাইলো না, কারণ তিনি বলেছিলেন, অনন্ত জীবন পেতে চাইলে তাদের "অবশ্যই তাঁর দেহ ভক্ষণ ও তাঁর রক্ত পান করতে হবে," যা তাঁর দাবি অনুসারে জীবন-খাদ্য। এ প্রসঙ্গে "বিশ্বাস কী" প্রশ্নে আমাদের উদ্দেশে পিতর চমৎকার উত্তর দিলেন। যখন যীশু পিতরকে শুধালেন, তুমিও কি আমাকে পরিত্যাগ করবে? পিতর অনেক কথায় বলেছিলেন, যদিও তিনি বিষয়টা বুঝতে পারেন না, তবুও তিনি বিশ্বাস করেন। পিতরের মত আমরা যেন যীশুকে বিশ্বাস ও অনুসরণ করি, যদিও তাঁর কথা বুঝতে পারি না।

আসলে যীশু শিক্ষা দিচ্ছিলেন, পান ও ভোজন করা বিশ্বাস-সম্বন্ধীয় উদাহরণ। আপনি বিশ্বাস করেন, এক গ্লাস জল আপনার তৃষ্ণা মেটাতে ও আপনার জীবন বাঁচাতে পারে। আপনি আপনার বিশ্বাসের প্রমাণ দেন, যখন এক গ্লাস জল পান করেন। আপনার বিশ্বাস আছে যে রুটি আপনার ক্ষুধা নিরসন করতে পারে, সুতরাং আপনি রুটি ভোজন করেন। যীশুর বাক্যানুসারে পান ও ভোজন করা বিশ্বাসের প্রমাণ।

তাঁর মাংস ভোজন করা মানে তাঁর সমস্ত শিক্ষা ও আদর্শ বিশ্বাস করা, কেননা অনন্ত বাক্য মাংসে পরিণত হলো। তাঁর রক্ত পান করা মানে ক্রুশে তাঁর মৃত্যু বিশ্বাস করা, কেননা ক্রুশে মৃত্যু বরণ করার সময় তিনি ঈশ্বরের মেষশাবক হয়েছিলেন। প্রভুর ভোজ টেবিলের এই দিকে, এবং ক্রুশ, যার সুবাদে বিষয়টা দাঁড়িয়ে আছে, এই অতি দুর্বোধ্য উপমা বুঝতে এগুলো আমাদের সহায়তা দেয়। প্রেরিতেরা ও শিষ্যেরা এই পটভূমিকার সাহায্য নেন নি।

সপ্তম অধ্যায়ে তিনি দাবি জানালেন যে তাঁর শিক্ষা ঈশ্বরের শিক্ষা। যখন সেই দাবি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলো, বিশ্বাস সম্বন্ধীয় প্রশ্নে তিনি আমাদের উদ্দেশে চমৎকার উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, তাঁর শিক্ষা অনুসারে যারা সক্রিয় ভূমিকা রাখতে আসে, তারা জানতে পারে, তাঁর শিক্ষা আসলে ঈশ্বরের শিক্ষা (৭:১৭)। বিশ্বের বুদ্ধি সম্পন্ন পদক্ষেপ হলো ঃ "যখন আমি জেনেছি, আমি অনুশীলন করবো"। জ্ঞাত হওয়া বিষয়টা সক্রিয় হওয়ার প্রেরণা দেয়। যীশুর শিক্ষা অনুসারে সক্রিয়তা থাকলে জানবার আকাঙ্খা জাগে।

অষ্টম অধ্যায়টি এক প্রাণবন্ত পরিসমাপ্তির কথোপকথন। যীশু তাঁর প্রচারে জোরালো আবেদন রাখলেন, যখন তিনি ধর্মীয় কর্তৃপক্ষদের বললেন যে তারা দিয়াবলের সন্তান, এবং তাদের পিতা দিয়াবল তাদেরকে বেঁধে রেখেছে। তিনি তাঁদের বললেন, তারা পাপের দাস, এবং তাদের পাপে তারা মরবে, বিশ্বাস না করলে। তিনি দাবি জানালেন, তিনি স্বর্গ থেকে এলেন, এবং তাদের আগমন নরক থেকে, এবং তারা নরকগামী, যদি বিশ্বাস না করে।

যখন তিনি এই ভীতিময় উপদেশ শেষ করলেন, ধর্মীয় অনেক নেতা বিশ্বাস করলেন (৮:৩০-৩৬)। যখন তাঁদের বিশ্বাস যুক্ত কথায় তিনি সাড়া দিলেন, নতুন জন্মের তিনটি ধাপ তিনি উপস্থাপন করলেন।

নব জন্মের প্রথম ধাপ হলো বিশ্বাস করা। বিশ্বাসীদের প্রতি তিনি বললেন, যারা বাক্যে স্থির থাকে, এবং তারা আমার সত্যিকার শিষ্য হয়। দ্বিতীয় ধাপের ব্যাখ্যাতে তিনি বললেন, আমার বাক্যে যারা অবিচল থাকবে, এবং তারা আমার শিষ্য রূপে পরিণত হবে।

এবারে তিনি তৃতীয় ধাপের বর্ণনা দিলেন, যখন তাদের কাছে শপথ রাখলেন, যারা সেই সত্য উপলব্ধি করবে, সেই সত্য তাদেরকে মুক্তি দেবে। তৃতীয় ধাপে যখন তারা বাক্যে অবস্থান করবে, যীশুর সঙ্গে সম্পর্ক তারা জানতে পারবে, যিনি সত্য। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, যখন পুত্র তাদেরকেস্বাধীন করবে, তখন বাস্তবিক তারা স্বাধীন হবে। যীশুর প্রতিজ্ঞা অনুসারে নব জন্মের তৃতীয় ধাপটি কারাবাস থেকে মুক্তি পাওয়ার মত (৮:৩০-৩৬)।

এই কথোপকথনে তিনি শেষ দাবি জানালেন, যখন ইহূদীরা তাঁকে অবিশ্বাস করলো, এবং তিনি অব্রাহামকে জানেন শুনে যীশুর প্রতি তারা দোষারোপ করলো। তিনি জবাব দিলেন, "অব্রাহামের পূর্বে আমি ছিলাম"! তখন কেউ কেউ তাঁকে প্রস্তরাঘাত করতে উদ্যত হলো। যীশুর সমস্ত দাবি বিবেচনা করুন, এবং পরে প্রার্থনা সহকারে এই প্রশ্নের উত্তর দিন, যেমন একদা তিনি তাঁর প্রেরিতদের জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ "তোমরা কি বল, আমি কে?" (মথি ১৬:১৫)।

আর একটি অলৌকিক সুস্থকরণ দিয়ে নবম অধ্যায় শুরু হলো। যীশুর এক বলিষ্ঠ বক্তৃতার পরে এই ঘটনা ঘটলো। বর্তমান প্রচারকেরা সচরাচর সত্য উপস্থাপন করেন, যা তাঁরা প্রচার করতে চান, এবং পরে সেই সত্যের বর্ণনা দেন। যিরমিয় ও যিহিষ্কেল ভাববাদির মত, যাঁরা প্রতীক বাস্তব, অথবা অঙ্গ ভঙ্গীর দ্বারা তাঁদের উপদেশ শুরু করতেন, যা শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতো; অন্য দিকে, জীবন্ত জল, জীবন-খাদ্য এবং জগতের জ্যোতি হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়ে যীশু উপদেশ দিলেন; ফলে তাঁর প্রচারের আগে ঘটনাগুলি বর্ণিত হলো।

চল্লিশ বৎসর বয়স্ক এক জন্মান্ধ পুরুষকে দৃষ্টিদান করার পর যীশু প্রচার করলেন ঃ "আমি জগতের জ্যোতি।" তিনি দাবি জানালেন, আমি এক বিশেষ ধরনের জ্যোতি, যা

তাদের অন্ধতা ঘুচালো, যারা দৃষ্টি পাওয়ার সাক্ষ্য দিল, এবং এই জ্যোতি তাদের হৃদয়ের দৃষ্টিহীনতা দূর করলো, যারা তাদের দৃষ্টিহীনতা জানতো।

এক বিস্ফোরণের ফলে কয়লা খনির শ্রমিকরা তিন দিন ও তিন রাত আবদ্ধ ছিল; সুতরাং, তারা এক গুহার মধ্যে রইল, যারা অবশেষে রক্ষা পেলো। যখন এক শ্রমিক উদ্ধারকারীদের শুধালো, আপনারা কোন বাতি আনেন নি কেন? অন্যান্য শ্রমিক ও উদ্ধারকারীরা একইভাবে উপলব্ধি করলো, বিস্ফোরণের ফলে সে অন্ধ হয়েছে। সে তিন দিন যাবৎ অন্ধ থাকলেও উদ্ধারকারীরা সেখানে না আসা অবধি নিজের অন্ধতা জানতে পারলো না, যাঁরা আসলে তাঁদের সঙ্গে অনেক বাতি এনেছিলেন। যীশু দাবি জানালেন, তিনি সেই প্রকার জ্যোতি ছিলেন — জগতের জ্যোতি, যিনি তাদের দীপ্তি দেন, যারা আধ্যাত্মিক ভাবে অন্ধ, এবং তিনি তাদের অন্ধতা প্রকাশ করেন, যারা তাদের অন্ধতা জানে না।

যখন তাঁর কথা ধর্মীয় নেতারা উপলব্ধি করলেন, তাঁর কাছে তাঁরা প্রশ্ন রাখলেন, আপনি কি আমাদের আধ্যাত্মিক অন্ধতা সম্বন্ধে বলছিলেন? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি তাঁদের বললেন, তোমরা অন্ধ থাকলে তোমাদের পাপ থাকতো না। কিন্তু যেহেতু তাঁর গর্বিত ছিলেন যে তাঁরা দেখতে পান, তাই তাঁদের পাপের পক্ষে কোন অজুহাত টিকলো না। যীশুর শিক্ষা অনুসারে ঈশতাত্ত্বিক উপসংহার হলো জ্যোতিহীন, পাপহীন এবং পাপের অনিবার্য উপাদানে থাকে জ্যোতি সম্বন্ধে অস্বীকৃতি (৯:৪০,৪১; ১৫:২২)।

দশম অধ্যায়টি দায়ূদের মেষপালকীয় গীতের পরিণামের মত। স্পষ্টভাবে যীশু দাবি জানালেন, তিনি উত্তম মেষপালক, যাঁর সম্বন্ধে দায়ূদ সেই গীতে লিখলেন। যীশুর ব্যবহৃত উপমাগুলি ঘোষণা করে, প্রতিষ্ঠিত ধর্ম থেকে তাঁর অনুগামী হয়ে পরিত্রাণ লাভের জন্য নিবেদিত ইহূদীদের তিনি পরিচালনা দিচ্ছেন। সেই অন্ধ জনের উদ্দেশে এটি আক্ষরিক প্রয়োগ, যাকে যীশু সুস্থ করলেন। নিরাময় পাওয়া এই মানুষকে সমাজগৃহ থেকে বের করে দেওয়া হলো, কারণ সে বলেছিল, যীশু তার প্রভু।

একাদশ অধ্যায়টি এই সুসমাচারের মহা উত্থানের অধ্যায়। এই চমৎকার কাহিনী জানায়, তিন জনকে যীশু কীভাবে অনুমতি দিলেন, যেন পীড়া ও মৃত্যু নামে জীবনের দুটি অত্যন্ত অমীমাংসিত সমস্যা তারা জানতে পারে, কারণ যীশু তাদের ভাল বাসতেন। তিনি চাইলেন, যেন তারা শেখে, স্বয়ং তিনি পুনরুত্থান (মৃত্যু-বিজয়ী) ও অনন্ত জীবন লাভ করার চাবি। লাসারের মৃত্যুর এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা শিখলো, যে কেউ খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে ও খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযোগ রেখে জীবন যাপন করে, সে কখনও মরবে না (১১:২৫,২৬)। এই অলৌকিক কাহিনী অগণিত মানুষের জীবনে অনুপ্রেরণা ও অনন্ত জীবন এনেছে, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ মণ্ডলীর ইতিহাস সম্বন্ধে প্রচার শুনেছে।

দ্বাদশ অধ্যায়টি যোহন লিখিত সুসমাচারকে দুইভাগে বিভক্ত করেছে। এই সুসমাচারের

প্রায় অর্ধেক অধ্যায়গুলিতে খ্রীষ্টের জীবনের প্রথম তেত্রিশ বৎসর ও অন্য অধ্যায়গুলিতে তাঁর জীবনের শেষ সপ্তাহের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। এই সুসমাচার জুড়ে শব্দগুচ্ছ আমাদের নজরে পড়ে, যথা ঃ "তাঁর সময় তখনও উপস্থিত হয় নাই"। এই অধ্যায়ে যীশুর প্রার্থনা উল্লিখিত হয়েছে, যথা ঃ "পিতঃ, সময় উপস্থিত; ইহাতে কি বলিব? পিতঃ, এই সময় হইতে আমাকে রক্ষা কর? কিন্তু ইহারই নিমিত্ত আমি এই সময় পর্য্যন্ত আসিয়াছি। পিতঃ, তোমার নাম মহিমান্বিত কর। তখন স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, 'আমি তাহা মহিমান্বিত করিয়াছি, আবার মহিমান্বিত করিব'।"

এবারে যীশু তাঁর বারো জন প্রেরিতের সঙ্গে ওপরের কামরাতে অবকাশ যাপন করলেন। যীশুর এই অনুষ্ঠানকে আমি "খ্রীষ্টীয়ানদের শেষ অবকাশ যাপন অনুষ্ঠান" বলি। "খ্রীষ্টীয়ানেদের প্রথম অবকাশ যাপন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি তাঁর পরিচর্যা শুরু করেছিলেন, যখন পর্বতের শিখর থেকে তিনি উপদেশ শেখালেন। সেখানে তিনি এই প্রেরিতদের নিযুক্তি দিলেন। তিনি তিন বৎসর যাবৎ তাঁদের শিক্ষা দিলেন, দেখিয়ে দিলেন, এবং শেখালেন। সেমিনারিতে তিন বৎসর পাঠক্রমের পর তাঁদের "স্নাতক" হওয়ার অনুষ্ঠানে তিনি শেষ বারের মত অবকাশ যাপন করলেন।

এই অধিবেশনে তিনি দীর্ঘতম উপদেশ দিলেন, যাকে "ওপরের কুঠরিতে বক্তৃতা" বলা হয়। এই সুসমাচারের তের থেকে ষোল অধ্যায়ে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ আছে। কয়েকজন সতেরো অধ্যায়টিও সংযোজিত করেন, যেখানে প্রেরিতদের জন্য যীশু এক চিত্তাকর্ষক প্রার্থনা করলেন, এবং তাঁদের মাধ্যমে যারা বিশ্বাস করবে, অর্থাৎ বিশ্বাসী হিসেবে আপনার ও আমার জন্যও যীশু প্রার্থনা করলেন।

এই বক্তৃতা আসলে প্রেরিতদের সঙ্গে যীশুর ঘনিষ্ঠ কথোপকথন। তাঁর কাছ থেকে তাঁর অনেক প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলেন, এবং বক্তৃতার অনেকখানি অংশে তিনি তাঁদের প্রশ্নাবলীর উত্তর দিলেন। তেরো অধ্যায়ে আমরা দেখি, তিনি তাঁদের চরণ ধূয়ে দিয়ে এই বক্তৃতা শুরু করলেন, যা প্রেমের এক প্রতীক। লূক আমাদের বলেছেন, ওপরের কুঠরিতে যেতে যেতে ঈশ্বরের রাজ্যে মহত্তম হওয়া সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক হচ্ছিল, যেহেতু তাঁদের বিশ্বাস অনুসারে যীশুর প্রতিষ্ঠিত সেই রাজ্য আসন্ন ছিল (লূক ২২:২৪-৩০)। পরিবেশটি অদ্ভুতভাবে তাঁদের সকলকে আচ্ছন্ন রেখেছিল, যখন তাঁদের মালিক ও প্রভু এক দাসের ভূমিকা গ্রহণ করলেন ও তাঁদের সকলের চরণ ধূয়ে দিলেন।

তাঁদের তরণ ধৌত করার পর তিনি তাঁদের শুধালেন ঃ "আমি তোমাদের প্রতি কি করিলাম, জান?" (১২ পদ)। অধ্যায়ের প্রথম পদে প্রশ্নটির উত্তর রয়েছে, যেখানে লেখা আছে ঃ "জগতে অবস্থিত আপনার নিজস্ব যে লোকদিগকে যীশু প্রেম করিতেন, তাহাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত প্রেম করিলেন"। এর প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি বললেন ঃ "ভাল, আমি প্রভু ও গুরু হইয়া যখন তোমাদের পা ধুইয়া দিলাম, তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধোয়ান উচিত?

কেননা আমি তোমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, যেন তোমাদের প্রতি আমি যেমন করিয়াছি, তোমরাও তদ্রূপ কর"।

পরবর্তী কালে সত্যি তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন ও প্রাণবন্ত প্রয়োগ দেখালেন, যখন শিক্ষা দিলেন ঃ "এক নূতন আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম কর। তোমরা যদি আপনাদের মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখ, তবে তাহাতেই সকলে জানিবে যে, তোমরা আমার শিষ্য" (১৩:৩৪,৩৫)।

তিন বৎসর যাবৎ তিনি তাঁদের এমন প্রেম করলেন, যে প্রেম তাঁরা ইতিপূর্বে কখনও পাননি। তাঁরা সকলে ওপরের কুঠরিতে ছিলেন, কারণ তিনি তাঁদের ভালবাসলেন, এবং সেই প্রেমের বিনিময়ে তাঁর সর্বাধিক প্রয়াসী হলেন। খ্রীষ্টের মৃত্যুর পূর্বে যখন তাঁরা শেষ বার তাঁর সাথে মিলিত হলেন, খ্রীষ্টের উদ্দেশে তাঁরা এক নিয়ম ও প্রতিশ্রুতি স্থির করলেন। এক নব বিধান ও এক নব অঙ্গীকার পূরণ করতে এই নয়া আদেশ তাঁদের চ্যালেঞ্জ জানালো। — পরস্পরের প্রতি এক অঙ্গীকার। এই নয়া আদেশ আবার এক নতুন সমাজ গড়লো, যে সমাজ তাঁর মণ্ডলীতে রূপায়িত হলো। তিনি চাইলেন, এই নতুন যেন এক জনগোষ্ঠীর সমাজে পরিণত হয়, যারা পরস্পরের প্রেম করবে — প্রেমের এক উপনিবেশ গড়ে উঠবে।

চৌদ্দ অধ্যায়ে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর "সমাধি সম্বন্ধীয় উপদেশ" প্রচার করলেন। তিনি তাঁদের বললেন, তিনি তাঁদের ছেড়ে যাবেন (যার মানে তাঁর মরণ আসন্ন), কিন্তু তাঁরা যেন দিশেহারা না হন, কারণ এক স্থান আছে, যা তিনি তাঁদের জন্য প্রস্তুত করছেন। তাঁদের হৃদয় যেন উদ্বিগ্ন না হয়, কারণ এক জন আছেন, যিনি তাঁদের সান্ত্বনা দেবেন। এই সান্ত্বনাদাতা আছেন বলে তাঁরা সর্বদা অলৌকিক শান্তিতে থাকবেন, তাঁদের হৃদয় শান্ত হবে, যে বিষয়কে তিনি বলেছেন ঃ "আমার শান্তি"।

এ ছাড়া একথা বলে তিনি তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। তিনি তাঁদের বললেন, তাঁর প্রতি ও তাঁর শিক্ষায় তাঁদের বাধ্যতা সেই সম্পর্ক রক্ষার চাবি হবে, যখন পবিত্র আত্মার আশিস দ্বারা তাঁদের পুনরুত্থিত পরিত্রাতার সঙ্গে তাঁদের নিবিড় সম্পর্ক সম্ভব হয়ে উঠবে। তাঁর বচন ও তাঁর কর্মসম চাবিতে পিতার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠলো, এবং কথা ও কর্মরূপ চাবি দ্বারা সান্ত্বনাদাতা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠবে (১০:৩০; ১৪:২২,২৩)।

ওপরের কুঠরিতে এই বিষয়গুলি শিখিয়ে এক উদ্যানে তিনি তাঁদের নিয়ে গেলেন, এবং উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন। অনেক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট এক দ্রাক্ষালতা তিনি নামালেন, যে শাখাগুলি ফলে পরিপূর্ণ ছিল। এবারে উদাহরণসহ তিনি ব্যাখ্যা দিলেন, ওপরের কুঠরিতে থাকাকালীন এক গভীর উপমা সহকারে তিনি ইতিমধ্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি সত্যের ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, শাখাগুলিতে পর্যাপ্ত ফল ফলেছে, কারণ শাখাগুলি দ্রাক্ষালতার সঙ্গে সংযুক্ত ও অভিন্ন রয়েছে।

সুতরাং তিনি তাঁদের উৎসাহ দিলেন, যেন তাঁর সঙ্গে তাঁরা অভিন্ন থাকেন, এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, তাঁর সঙ্গে একাকার হয়ে থাকলে তাঁরা প্রচুর ফলে ফলবান্ হবেন।

এবারে তাঁদের অবশ্যই ফলবন্ত হওয়ার কারণ সম্বন্ধে তিনি ছয়টি যুক্তি দেখালেন। তাঁদের ফলবন্ত হতেই হবে, কারণ এটা জগতের সামনে আর একটি দেখাবার উপায় যে তাঁরা তাঁর শিষ্য। তাঁদের জীবনে প্রচুর ফল থাকা চাই, কারণ এই ভাবে তাঁরা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করবেন; এর ফলে তাঁরা মহা উল্লসিত হবেন। তিনি তাঁদের বেছে নিলেন ও নিযুক্ত করলেন, যেন তাঁদের জীবনে প্রচুর ফল থাকে। তিনি তাঁদের আদেশ দিলেন, তোমরা ফলবন্ত হও, কেননা তাঁরা বিনা জগতে পৌঁছনোর পক্ষে যীশুর আর কোন উপায় নেই (১৫:১-১৬)।

একটি কবিতা লেখা হলো, যার মধ্যে যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর মেঘে ভাসমান যীশুকে চিত্রিত করা হয়েছে। যীশুর জীবন ও দূতগণের সঙ্গে কর্ম এই কবি আলোচনা করলেন, এবং এতে প্রেরিতদের মাধ্যমে জগতে পৌঁছবার জন্য যীশুর পরিকল্পনা জুড়ে দিলেন। এক দূত যীশুকে শুধালেন, যদি প্রেরিতগণ তাঁর পক্ষে সমগ্র জগতে না যান, তাহলে আপনি কী করবেন? তিনি উত্তর দিলেন, "আমার অন্য কোন পরিকল্পনা নেই"!

প্রেরিতদের ফলবন্ত হতেই হবে, এ বিষয়ের শেষ যুক্তিতে প্রভু বললেন, তিনি দ্রাক্ষালতা, এবং কেবল তাঁরাই তাঁর শাখা। এই উপমা ফলবন্ত হওয়ার পক্ষে উৎসাহ প্রদান করে। প্রেরিতদের উদ্দেশে উদ্বোধনী ভাষণে খ্রীষ্ট নিজেকে উপস্থাপন করলেন যে তিনি আগে যেমন ছিলেন, আজও তেমনি আছেন ঃ এক দ্রাক্ষালতা হিসেবে তিনি আরও শাখা চাইছেন।

ষোল অধ্যায়ে পবিত্র আত্মা পাঠানো সম্বন্ধে তিনি বললেন, যাঁকে তিনি সান্ত্বনাদাতা আখ্যা দিলেন। পবিত্র আত্মার পরিচর্যার প্রকৃতি ও কর্ম সম্বন্ধে প্রভু বললেন যে পবিত্র আত্মা এসে সক্রিয় থাকবেন। এই অধ্যায় পঞ্চাশত্তমীর দিনে সফল হলো।

সতেরো অধ্যায়ে এই প্রেরিতদের জন্য তিনি অনুপ্রাণিত ও সুগভীর প্রার্থনা জানালেন। যোহন লিখিত সুসমাচার জুড়ে তিনি উল্লেখ করলেন, তাঁর কাজ তাঁকে শেষ করতেই হবে। যখন আপনি এই প্রার্থনা অধ্যয়ন করবেন, একটি বিষয় স্পষ্টভাবে জানতে পারবেন যে এই প্রেরিতগণ তাঁর অত্যন্ত আবশ্যকীয় কর্মে সামিল হয়েছিলেন। এই প্রার্থনার প্রথম তৃতীয়াংশে তিনি নিজের জন্য প্রার্থনা করলেন ও দাবি জানালেন যে তাঁর প্রতি আরোপিত নির্দিষ্ট কর্ম সমাপ্ত করে তিনি তাঁর পিতাকে গৌরবান্বিত করেছেন।

এবারে প্রেরিতদের কর্মের জন্য তিনি প্রার্থনা করলেন, যাঁদের পক্ষে তিনি তাঁর তিন বৎসর পরিচর্যার অনেকখানি সময় বিনিয়োগ করলেন। এই প্রার্থনার শেষাংশ তাদের জন্য, যারা প্রেরিতদের মাধ্যমে শুভবার্তা বিশ্বাস করবে। এর মানে তিনি তাঁর মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করছেন। তিনি প্রার্থনা করলেন, তাঁর পিতার সঙ্গে এমন অলৌকিক অভিন্নতায় তিনি বাস করবেন, এবং উভয়ের মতে এত ঘনিষ্ঠতা থাকবে যে জগৎ তা জানতে পারবে ও বিশ্বাস

করবে যে পিতা ঈশ্বর তাদের ভালবাসেন, তাঁর পুত্রকে তিনি যতখানি ভালবাসেন।

তাঁর অনুপ্রাণিত প্রার্থনার এই ধারণায় কুড়ি অধ্যায় থেকে আপনি যখন কয়েকটি পদ যোগ করবেন, মহৎ দায়িত্ব সম্বন্ধে যোহনের ভাষান্তর বুঝতে পারবেন (২০:২১)। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রার্থনা করতে পারেন না যে পিতা তাঁর মণ্ডলীর প্রেরিতদের জগতের বাইরে নিয়ে যাবেন, কেননা তিনি এই পৃথিবীতে আমাদের পাঠিয়েছেন, হারানোদের অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করতে পিতা যেমন তাঁকে জগতে পাঠিয়েছেন (১৭:১৮)।

শেষ বক্তৃতা

অধিকাংশ বিদ্বান্ মানুষ বিশ্বাস করেন, কুড়ি অধ্যায়ের একত্রিশ পদে যোহন লিখিত সুসমাচার শেষ হয়েছে। একুশ অধ্যায়টি এই সুসমাচারের এক অংশ, কিন্তু বিদ্বান্দের বিশ্বাস, পুনশ্চ হিসেবে এটি সংযোজিত হয়েছে। সমাপ্তিমূলক এই অধ্যায়ে বারো জন প্রেরিতের মধ্য থেকে সাত জনকে যীশু স্মরণ করিয়ে দিলেন, এবং পিতর সমেত তাঁদের তিনি মাছ ধরার দায়িত্ব দেন নি, কিন্তু বলেছিলেন, তোমরা মনুষ্যধারী হও (২১:১-১৪)।

এই প্রেরিতেরা সারা রাত যাবৎ মাছ ধরার কাজে লিপ্ত ছিলেন। সাগর তীর থেকে পুনরুত্থিত যীশু তাঁদের নির্দেশ দিলেন, নৌকার অন্য পাশে তোমরা জাল ফেলো। যখনই জাল মাছে পরিপূর্ণ হলো, তীরে দাঁড়িয়ে থাকা আগন্তুক যোহন চিনতে পারলেন, তিনি যীশু।

যীশুর পুনরুত্থানের পর এটি তাঁর আর একটি আবির্ভাব। যেখানে শিষ্যরা তাঁকে চিনতে পারেন নি, যাঁরা তাঁকে জানতেন ও ভালবাসতেন (লূক ২৪:৩০,৩১)। অলৌকিকভাবে জালে অসংখ্য মাছ ধরা পড়লো বলে তাঁরা জানতে পারলেন, সাগর তীরে দণ্ডায়মান অজানা মানুষ তাঁদের প্রভু ছিলেন। যখন পিতর উপলব্ধি করলেন যে তিনি প্রভুকে দেখলেন, সেই মুহূর্তে তিনি জলে ডুব দিলেন ও সাঁতার কেটে তীরে এলেন। তাঁদের প্রভু মাছ ও রুটি সহযোগে তাঁদের প্রাতঃরাশ দিলেন, যা তিনি ইতিমধ্যে প্রস্তুত করেছিলেন।

এই অবসরে যীশু পিতরকে এক পুলক জাগানো সাক্ষাৎ দিলেন, যেখানে এই মানুষকে যীশু শেখালেন, যিনি মণ্ডলীর প্রথম নেতা হবেন এবং পিতরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার নিরীক্ষণ কালে আমাদের বিবেচনা অনুসারে মনুষ্যধারী হওয়া সম্পর্কে যে আরও তিনটি অনিবার্য অনুশীলনী শিক্ষণীয় বিষয় ছিল, সেগুলি লূক লিপিবদ্ধ করলেন (লূক ৫:১-১১)। আমরা বলতে পারি, এই সাক্ষাৎকারে এক শূন্য মানুষকে যীশু পূর্ণতা দিচ্ছিলেন (২১:১৫-১৭)।

সাক্ষাৎকারের ঐ দিন থেকে যীশু পিতরকে তিনটি অনুশীলনী শেখাচ্ছিলেন। যেহেতু পিতর কেউ ছিলেন না, যেহেতু তিনি এক জন ছিলেন, যে জনকে যীশু এমন একজন তৈরি

করতে পারেন, যে শিখেছে, সে কেউ না। যীশুর সাক্ষাৎ পাওয়ার সময় থেকে পিতর সেই প্রথম অনুশীলনী শিখছিলেন, যত দিন না তিনি অমানিশায় প্রবেশ করলেন ও চোখের জলে বুক ভাসালেন, কারণ তিনি তাঁর প্রভুকে তিন বার অস্বীকার করেছিলেন।

এই সাক্ষাৎকারে যীশু পিতরকে দ্বিতীয় অনুশীলনী শেখাতে চাইলেন ঃ কেননা পিতর কেউ ছিলেন না। পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতর, মণ্ডলী ও সমুদয় জগৎ তৃতীয় অনুশীলনী শিখলো ঃ এক জনের দ্বারা পুনরুত্থিত, জীবিত খ্রীষ্ট আশ্চর্য কর্ম করতে পারেন, যে শিখেছে, সে কেউ না।

সাত জন, যাঁরা সেই প্রভাতে সেখানে ছিলেন, ওপরের কুঠরিতেও তাঁরা হাজির ছিলেন, যখন পিতর জোর গলায় বলেছিলেন, তিনি প্রভুকে সকলের চেয়ে বেশি ভালবাসেন। সেই সাত জনের উপস্থিতিতে পিতরের কাছে যীশু এই সুগভীর বক্তব্য রাখলেন। প্রশ্নোত্তরের সুগভীর অর্থের প্রসঙ্গে সম্ভাব্য কয়েকটি তর্জমা রয়েছে, যেগুলি এই সাক্ষাৎকারে যীশু ও পিতর বিনিময় করলেন। একটি সম্ভাবনা হলো, যীশু পিতরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি অন্য সাত জনের চেয়ে সত্যি আমাকে বেশি ভালবাস, সাগর-তীরে যারা আমার ও তোমার সঙ্গে প্রাতঃরাশে যোগ দিয়েছিল?

আর একটি তর্জমা এই প্রকার ঃ যীশু পিতরকে শুধালেন, সদ্য ধরা অসংখ্য মাছ অপেক্ষা তুমি কি আমাকে অধিক প্রেম করো? এতে মাছ ধরা ব্যবসা অন্তর্ভুক্ত হলো। আগের সাক্ষাৎকারে আমরা শিখলাম, প্রভুর সঙ্গে পিতরের থাকাকালীন যীশু পিতরকে "মনুষ্যধারী" হওয়ার দায়িত্ব দিলেন, অথচ পিতর মাছ ধরার কাজে ফিরে গেলেন (লূক ৫:১-১১)।

যীশু ও পিতরের মধ্যে পারস্পরিক গভীর নাটক প্রশংসনীয়, যদিও আমাদের পক্ষে লিপিবদ্ধ সংলাপের ভাষা বুঝে নেওয়া দুর্বোধ্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তবুও প্রেম-সম্বন্ধীয় অর্থপূর্ণ কথা পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হলো। উদাহরণ স্বরূপ, ঐ সাত জনের সামনে যখন যীশু পিতরকে শুধালেন, যদি অন্যদের অপেক্ষা খ্রীষ্টের পক্ষে তাঁর প্রেম অধিক হয়, তা জানবার জন্য যীশু গ্রীক শব্দ "agape" (অ্যাগেপ) ব্যবহার করলেন।

এর মানে যীশু পিতরকে শুধালেন, তোমার প্রভুর জন্য তোমার প্রেমে কি সত্যি পূর্ণসমর্পণ, শর্তহীন, নিখাদ প্রেম আছে? (১ করিন্থীয় ১৩:৪-৭)। যখন পিতর উত্তর দিলেন যে তিনি প্রভুকে ভালবাসেন, তিনি গ্রীক শব্দ "phileo" (ফিলিও) ব্যবহার করলেন। এর তাৎপর্য হলো, যীশুর জন্য তাঁর প্রেম সম্বন্ধে তিনি স্বীকার করলেন যে তাঁর ভালবাসায় আসলে অগভীর বন্ধুত্ব রয়েছে।

যীশু দ্বিতীয়বার পিতরকে শুধালেন, তুমি কি সত্যি তোমার প্রভুকে ভালবাস। যীশু পুনরায় "agape" শব্দ ব্যবহার করলেন। কিন্তু এবারে তিনি পিতরের কাছ থেকে জানতে চাইলেন না তাঁর প্রভুর জন্য তাঁর প্রেম অন্য সাত জনের চেয়ে বেশি কি না! পিতর পুনরায় "phileo" শব্দ সহযোগে উত্তর দিলেন। পিতর পুনরায় স্বীকার করলেন, যীশুর জন্য তাঁর

প্রেম নিছক বন্ধুত্বপূর্ণ প্রেম।

তৃতীয় বার যীশু পিতরকে শুধালেন, তুমি কি তোমার প্রভুকে ভালবাস? এবারে যীশু "phileo" শব্দ ব্যবহার করলেন। এবারে পিতরের কাছ থেকে যীশু জানতে চাইলেন, তোমার প্রভুর জন্য তোমার প্রেম কি শুধুমাত্র বন্ধুত্বের চাহিদা মিটিয়ে দেয়? গভীর মর্মব্যথা নিয়ে পিতর উত্তর দিলেন, "প্রভু, আপনি সবই জানেন। আপনি জানেন, আমি আপনাকে ভালবাসি, এবং তৃতীয়বার পিতর গ্রীক শব্দ "phileo" ব্যবহার করলেন"। এবারে পিতর যীশুকে বললেন, "আপনি জানেন, নিদেনপক্ষে আমি আপনার বন্ধু"।

এই গ্রীক শব্দের অধ্যয়ন আমাদের জানায়, পিতর এক ভগ্ন মানুষ। এখন তিনি দম্ভের কথা বলছেন না, যেমন ওপরের কুঠরিতে বলেছিলেন। এখন তিনি স্বীকার করছেন ও প্রথম দুটি স্বর্গসুখ উপলব্ধি করছেন। এই সময় তিনি বিলাপ করছেন, কারণ তিনি জানতে পারছেন, সত্যি তিনি আত্মায় দীনহীন।

যীশু ও পিতরের মধ্যে এই কথোপকথন মর্মস্পর্শী, যখন আমরা উপলব্ধি করি, পিতর প্রত্যেক বার প্রভুর জন্য তাঁর নিম্ন মানের প্রেম স্বীকার করলেন। পিতরের স্বচ্ছ স্বীকারোক্তি গুলিতে সাড়া দিয়ে প্রভু পিতরকে মেষদের চরাণী দেওয়ার ও প্রতিপালন করার দায়িত্ব দিলেন। মহান্ মেষপালক স্পষ্ট উক্তি দিলেন যে তিনি এমন এক জনকে চাইলেন, যিনি মেষদের চরাণী ও লালন পালনের কাজে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রভু স্পষ্টভাবে এক পারদর্শী মেষপালক চান না, যিনি প্রভুর মেষদের দাবি সম্পর্কে অনুভূতিহীন ও অবাস্তববাদী।

পঞ্চাশত্তমীর দিনে এই পিতরের মাধ্যমে পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট মহৎ পরাক্রম প্রদর্শিত করলেন কেন? সেই প্রভাতে সাগর-তীরে এই সাক্ষাৎকারের গতিময়তা যখন আমরা বুঝতে পারবো, তখন এই প্রশ্নের উত্তর পাব। অন্য প্রেরিতদের অপেক্ষা পিতর অধিক শিখলেন যে কারো মাধ্যমে খ্রীষ্ট কাজ করতে পারেন, যে শিখেছে, সে কেউ না।

এই অধিবেশনে এক শিষ্যের জীবনের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে এক অনিবার্য পাঠ যীশু শেখালেন (২১:১৮-২৩)। একটি বিষয় সম্বন্ধে পিতর অনেক সময় দম্ভ দেখালেন যে যীশুর জন্য তিনি মরতে প্রস্তুত। সুসমাচারটির এই অধ্যায়ে উল্লিখিত শেষ বক্তৃতায় পুনরুত্থিত যীশু তাঁর মৃত্যুর ধরন পিতরকে বলতে চাইলেন। যদি পরম্পরা নির্ভুল হয়, তাহলে এ বিষয়ের অর্থ হলো, যীশু পিতরকে বললেন, পিতর, তুমি তোমার প্রভুর পক্ষে উল্টো ক্রুশে মৃত্যু বরণ করার সুযোগ পাবে।

পিতরের শেষ ব্যবসায় যে যোহন তাঁর অংশীদার ছিলেন, যীশুর মুখনিঃসৃত ভবিষ্যদ্বাণী শোনার পরও পিতর যোহনের কাছে এসে তাঁকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মানবতা দেখালেন, এবং অনিবার্যভাবে যীশুকে শুধালেন ঃ "প্রভু, ইহার কি হইবে?" পিতর জানতে চাইলেন, হে প্রভু, যোহনের জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে আপনার ইচ্ছা কী? যীশু পিতরকে উত্তর দিলেন,

যোহনের জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে আমার ইচ্ছা তোমার জানবার বিষয় নয়। পিতরের উদ্দেশে প্রভুর বচন এই প্রকার ঃ "তাহাতে তোমার কি? তুমি আমার পশ্চাৎ আইস"!

ঈশ্বরের যোগান অনুসারে পৃথিবীতে অন্য সকলের চেয়ে আমরা অদ্ভুতভাবে ও বৈশিষ্ট্যতায় পরিকল্পিত। আমাদের পরিত্রাণের মাধ্যমে সেই অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব আমরা পুনরুদ্ধার করি। তাহলে আমাদের জীবনের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে আমরা প্রত্যাশী হবো কেন? যা পৃথিবীতে অন্যদের চেয়ে আমাদের পৃথক বৈশিষ্ট্য দেখায়, তবুও অন্য বিশ্বাসীদের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে আমরা নিজেদের তুলনা দেব কেন?

পুনরুত্থানের পর এই আবির্ভাবে যীশু স্পষ্টভাবে প্রেরিতদের মনে ধরিয়ে দিলেন, মনুষ্যধারী হওয়া সম্পর্কে তাঁরা তাঁদের প্রভুর দ্বারা দায়িত্ব প্রাপ্ত। এ ছাড়া মেষদের পালন করতে এবং ঐ হারানো মেষদের পুষ্টি দিতে তিনি তাঁদের উৎসাহিত করলেন, আগামী ফসল তোলার সময় যাদের সংগ্রহ করা হবে।

পিতরের সঙ্গে এই কথোপকথন কালে যীশু প্রেরিতদের চ্যালেঞ্জ দিলেন, যেন তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এবং ফসল সংগ্রহ ও লালন পালন পরিচর্যার সময় তাঁদের নির্দিষ্ট ভূমিকায় তাঁর ইচ্ছা তাঁরা আবিষ্কার করেন, পঞ্চাশত্তমীর দিনে যা শুরু হবে, যেদিন মণ্ডলী জন্মগ্রহণ করবে।

যোহন লিখিত সুসমাচারের এই শেষ অধ্যায়টি তিনটি আন্দোলনে এক সমন্বয় সাধনের মত। প্রথম আন্দোলনে এই প্রেরিতদের উদ্দেশে যীশু চ্যালেঞ্জ দিলেন, যেন আগামী মহৎ ফসল সংগ্রহ অভিযানে তাঁরা অন্তর্ভুক্ত হন, এবং বড় আকারের জাল ফেলার জন্য নিশ্চিত থাকেন। দ্বিতীয় আন্দোলনে পিতরকে ও অন্য সাতজন প্রেরিতকে তিনি চ্যালেঞ্জ দিলেন, যেন সংগৃহীত আত্মাদের পুষ্টি সাধন ও লালন পালনের কাজে তাঁরা জড়িত হন। তৃতীয় আন্দোলনটি তাঁদের জন্য, এবং আপনি ও আমি এতে সামিল হবো, যেন আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা জানতে পারি এবং সেই ইচ্ছা অনুসারে তাঁর মহৎ দায়িত্ব পালন করি।

যখন প্রথম তিনটি সুসমাচারের গ্রন্থকারগণ যীশুর মৃত্যু সম্বন্ধে প্রতিবেদন জানালেন, তাঁরা সহজভাবে চারটি শব্দ লিখলেন, যথা ঃ "তারা তাঁকে ক্রুশে দিল"। যেহেতু যোহন লিখিত সুসমাচারের অধ্যায়গুলির প্রায় অর্ধেকাংশ যীশুর জীবনের অন্তিম সপ্তাহের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত, সুতরাং যখন তিনি মরলেন ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হলেন, তাঁর জীবনের এই মহত্তম সংকট এই সুসমাচারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ হলো। ইতিমধ্যে আমি যেমন ব্যাখ্যা করেছি, আমার কাছে ছয়টি অন্য পুস্তিকা রয়েছে, যোহন লিখিত সুসমাচার সম্বন্ধীয় একশোর চেয়ে বেশী বেতার সম্প্রচারে পর্যাপ্ত গভীর মন্তব্য দেওয়া হয়েছে। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ওপরে যোহন দ্বারা উপস্থাপিত পটভূমিকা সম্পর্কে আমার

মন্তব্য ঐ পুস্তিকাগুলিতে আমি ধরে রাখবো।

এক চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যোহন লিখিত সুসমাচার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমি শেষ করছি। এই সুগভীর সুসমাচার পড়া শেষ করার সময় খ্রীষ্টের প্রত্যেক প্রতিকৃতি আপনাতে প্রতিফলিত হোক্, এবং আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করুন ঃ "যীশু কে এবং বিশ্বাস কী?" এবারে এই সুসমাচারে যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে আপনি যা পড়েছেন, বিশ্বাস দ্বারা তাঁকে কতখানি জেনেছেন, সে বিষয়ে নিজের প্রতি প্রশ্ন রাখুন। যদি বিশ্বাস দ্বারা আপনি তাঁকে জেনেছেন, তাহলে আপনি অনন্ত জীবন পেয়েছেন, কারণ এক দ্রাক্ষা লতার সঙ্গে অনিবার্য ঐক্যে এক শাখার মত আপনি পুনরুত্থিত, জীবিত খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছেন, যিনি অনন্ত।

পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের এক শিষ্য আছেন, খ্রীষ্টের সঙ্গে এই প্রকার সম্পর্ক যাঁর রয়েছে, খ্রীষ্টের আধুনিক, উদার দৃষ্টিভঙ্গীসমূহ সম্পর্কে তাঁর প্রতিফলন এই প্রকার, যথা ঃ "আমি বিশ্বাস করি, যীশু খ্রীষ্ট আছেন, যখন অন্য অনেকে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। তাঁর কৃত কর্ম সম্পর্কে যখন তাদের নিশ্চয়জ্ঞান নেই, তখন আমি জানি, আজও তিনি কাজ করেন"। অন্য এক মহান্ ব্যক্তি বলেছেন ঃ "পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট তিনি, যিনি আছেন, এবং তিনি যে কোন কাজ করতে পারেন, অর্থাৎ তিনি যা বলেন, তা করেন। খ্রীষ্ট বলেন, আপনি যেমন আছেন, আপনি তেমনই, এবং তিনি বলেছেন, আপনিও অসম্ভব অনেক কর্ম সম্ভবে পরিণত করতে পারেন, কারণ তিনি আছেন, এবং আপনার সঙ্গে তিনি আছেন।"

সেই প্রভাতে সাগর-তীরে পিতর তাঁর প্রভুর কাছ থেকে এ বিষয় সম্বন্ধে শিখলেন। আমার আন্তরিক ও আকুল প্রার্থনা হলো, অনন্ত জীবন-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা থেকে এই একই অনন্ত মূল্য আপনি শিখবেন, কারণ আমার সঙ্গে আপনি আমার প্রিয় সুসমাচার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

Survey of Luke and John
Booklet - 11
Bengali

Cover Credit : Cynthia Kingston
Printed by : Canaan Press, Chennai

For additional Booklets write to

India Bible Literature
67, Beracah Road, Kilpauk,
Chennai - 600 010
Ph. : 6425166 Fax : 6428298
E-mail : ibl.maa@iblchennai.org.

Survey of Luke and John
Booklet - 11
Bengali

India Bible Literature
67, Beracah Road, Kilpauk
Chennai - 600 010

(For Private Circulation only)

ICM/Ben-11/2004